সটীক

মানব-সুহৃদ

বা

চতুর্দ্দশ নীতিরত্ন

অর্থাৎ

আন্ওয়ার সোহেলী নামক ভুবন প্রসিদ্ধ

মহাকাব্যের বঙ্গানুবাদ।

প্রথম খণ্ড।

ডায়মণ্ড হার্বারের ফৌজদারী আদালতের

শ্রীমোহাম্মদ কাজেম অ।-।।

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা

৪নং গোরস্থান রোড্ – কড়েয়া ;

রেয়াজ-উল্-ইস্লাম প্রেসে,

হাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহ্মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সন ১৮৯৮ সাল।

সন ১৩০৪ সাল।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

প্রিয় পাঠক মহাশয়গণ! ইদানীন্তন সময়ে অস্মদ্ দেশনিবাসী অধিকাংশ নরনারীর মনোমন্দির সমূহ, এরূপ বিলাসিতার ঘোর কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে যে, তাহাতে কৃতবিদ্য সুবুধ বাবদূক গণের কাকলী সংযুক্তা ও নীতিগর্ভা এবং তেজস্বিনী বক্তৃতা-তপন রশ্মি প্রবেশ করিতে অক্ষম। তাঁহারা ভ্রমেও একবার বিবেকাক্ষি উন্মীলন করিয়া দেখিতেছেন না যে, তাঁহাদের অমূল্য আয়ুরত্ন অনুদিন বৃথা সময়ার্ণবে লুক্কায়িত হইতেছে। তাঁহারা যেন প্রমোদ উদ্যানের উৎকর্ষ সাধন জন্য সৌরজগতে অবতীর্ণ হইয়া, ধীশক্তি শূন্য শাখামৃগের ন্যায় উত্তমাধম ও পাপ পুণ্য বিচার না করিয়া, স্বেচ্ছাধীন রূপে আহার বিহার করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাদের অমানুষ অভিলাষ উদ্দীপন জন্য আধুনিক বহুল অসম্পূর্ণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণ আদিরস সংযুক্ত নানাবিধ অভিনব নাটক আদি পুস্তক আবিষ্কার করিয়া, সংসারে কলুষ বীজ বপন করিতেছেন; উক্ত নরনারী কুল যাহাতে, ঐ সকল গরলময় নাটকাদি পুস্তক পাঠে বিরত থাকিয়া, অনুক্ষণ পীযূষ পূর্ণিত সকল প্রকার নীতিশিক্ষা করতঃ মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষোপযোগী অশেষ কল্যাণকর কার্য্য কলাপ নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হন, আমি সেই মহদুদ্দেশ্য সাধন জন্য নীতি রত্নের আকর স্বরূপ "আন্‌ওয়ার সোহেলী" নামক জগদ্বিখ্যাত পারস্য মহাকাব্য খানি বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। এই মহা কাব্য যেরূপ বিস্তৃত, তাহাতে এককালে সমুদয় গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া জনসাধারণ সম্মুখে প্রকাশ করা মাদৃশ জনের পক্ষে অসম্ভব; এজন্য সম্প্রতি প্রাগুক্ত অনুবাদিত মহাকাব্যের প্রথম খণ্ড মুদ্রাঙ্কণ করাইলাম; ইহাতে মূল গ্রন্থের নীতিচয় ঠিক রাখিয়া ছন্দানুরোধে ও আবশ্যক বিবেচনায় ব্যক্তির ও পশু পক্ষী আদির নাম এবং স্থান বিশেষে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছি, সেজন্য

সরল চিত্ত পাঠক ও শ্রাবক মহাশয় গণ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

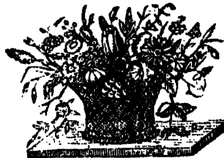
পাঠক মহাশয় গণ এই কাব্য খানি বিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক যে কোন বিষয়ে যে কোন উপকার জনক মন্তব্য ব্যক্ত করিবেন, তাহা আমি সমাদরে গ্রহণ করিয়া কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণে অবশ্য প্রকাশ করিব।

এই কাব্য খানি অনুবাদ করণে শ্রমের ও উদ্যমের ত্রুটি করি-নাই, এক্ষণে ইহা পাঠে ও শ্রবণে জনসাধারণের কিঞ্চিৎ উপকার বোধ হইলে, আমার শ্রমের সার্থকতা সম্পাদিত হয় এবং আশা করি, দয়াময়ের অশেষ করুণাবলে সত্বর সর্ব্বজন গণ সম্মুখে এই কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিয়া জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিব।

মুদ্রাঙ্কণের প্রুফ্ দেখিবার ভার অপর হস্তে বিন্যস্ত থাকায় ঘটনা-ক্রমে এই খণ্ডের স্থানে স্থানে সামান্য সামান্য ভ্রম লক্ষিত হইয়াছে, সে জন্য যতদূর পারিলাম, তাহার একটী ভ্রম-শুদ্ধিপত্র এতৎসহ সন্নিবেশিত করিলাম, পাঠক মহাশয়গণ একটু মনোযোগ সহকারে তাহা দৃষ্টি করিবেন, ইহা একান্ত প্রার্থনা।

অনুবাদক—

শ্রীমোহাম্মদ কাজেম আলী।



ভ্রম-শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি। বা টীকা	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১ ঐ	৮ পংক্তি ও ১১টীকা	তিমিশ্র	তমিস্র
৬ ,,	১৬ ,, ও ১১	ইদৃশ	ইদম্
৭ ,,	৫ পংক্তি ,,	ঊর্দ্ধ	ঊর্দ্ধ
৮ ,,	১২ ,, ,,	গুয়ায়	গুয়ার
৯ ,,	১ ,, ১ ,,	বলিবর্দ্ধ	বলীবর্দ্দ
১১ ,,	১১ ,, ,,	পদাকাঙ্খী	পদ কাঙ্ক্ষী
২০ ,,	১১ ,, ১ ,,	শশি	শশী
২১ ,,	,, ১২ টীকায়	রাজবাটী	কোটাবাড়ী
২৭ ,,	৩ ,, ,,	গৃহিত	গৃহীত
,,	২০ ,, ,,	আবদুল	আব্দুল
,,	২১ ,, ,,	আঁধার	আধার
৩১ ,,	১৭ ,, ,,	(২৪)১৮ পংক্তিতে (২৪) হইবে ১৭ পং নহে	
৩৪ ,,	১১ ,, ,,	উর্দ্ধ	ঊর্দ্ধ
৩৭ ,,	৮ ,, ৭ ,,	পীযুষ	পীযূষ
৩৮ ,,	৩ ,, ,,	কারণা	কারণ
৪১ ,,	৪ ,, ,,	তৈলি	তৈলী
৪২ ,,	২ ,, ,,	ত্যাজিয়া	ত্যজিয়া
৪৩ ,,	৪ ,, ,,	সুশাননে	সুশাসনে
৪৯ ,,	২ ,, ,,	ভুথান্বিত	ভুথান্বিত
৫৬ ,,	৪ ,, ,,	সীমার	স্বামীর
৬৫ ,,	১।৪ ,, ,,	করমচারি	করমচারী
,,	৭ ,, ,,	নির্দ্দোষি	নির্দ্দোষী
৬৬ ,,	১৬ ,, ,,	সঞ্চয়কারির	সঞ্চয়কারীর
,,	২০ ,, ৪ ,,	বণীক	বনীক
৬৮ ,,	১৫ ,, ,,	করিয়া উড্ডন	করি উড্ডয়ন
৭১ ,,	৮ ,, ,,	শিক্ত	সিক্ত
৭৪ ,,	৯ ,, ,,	সহকারে	সহ করে

পৃষ্ঠা।	পংক্তি বা টীকা	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৭৫ ,,	৭ ,, ,,	নিরদ	নীরদ
,,	১৩ ,, ,,	ভুরূহ	ভূরুহ
৮১ ,,	১০ ,, ,,	প্রহরি	প্রহরী
৮৩ ,,	১৭ ,, ,,	নবভাবে	নতভাবে
৮৬ ,,	১০ ,, ,,	হইল	হৈল
৮৭ ,,	৮ ,, ,,	করশূকে	করশূক
৯০ ,,	৬ ,, ,,	বিদেশির	বিদেশীর
৯৩ ,,	১৫ ,, ,,	ইতঃস্তত:	ইতস্ততঃ
৯৯ ,,	২০ ,, ,,	বৃত্তান্ত বীরের	বীরের বৃত্তান্ত
১০০ ,,	৭ ,, ,,	স্থললাট	স্থূললাট
১০৪ ,,	১৯ ,, ,,	সাঙ্গী	সঙ্গী
১০৯ ,,	১১ ,, ,,	বিটপিতে	বিটপীতে
১১২ ,,	১৭ ,, ,,	ব্যাঘ	ব্যাঘ্র
১১৬ ,,	৬ ,, ৪।৫	কস্তরী	কস্তূরী
১১৭ ,,	১৫ ,, ৫	আনি	আণি
১১৯ ,,	১১ ,, ,,	মুনীন্দ্র	মুনীন্দ্রে
,,	১৮ ,, ,,	সন্যাসী	সন্ন্যাসী
১২৩ ,,	৪ ,, ,,	উর্জ্জস্বল	ঊর্জ্জস্বল
১২৭ ,,	৫ ,, ,,	চুনি	চুনী
১৩৫ ,,	১৪ ,, ,,	করুণ	করুন
১৩৬ ,,	,, ২ ,,	নক্ষত্র কিরণ	তাহার কিরণ
১৪৪ ,,	৯ ,, ,,	ইন্দ্র	ইন্দু
,,	১০ ,, ,,	আলে	আলো
১৪৭ ,,	২০ ,, ,,	ভুস্বামী	ভূস্বামী
১৫১ ,,	১১ ,, ,,	ভোগী	ভোগি
১৫২ ,,	১৫ ,, ,,	প্রিয়জনে	প্রিয় জানে
১৫৭ ,,	২ ,, ,,	তথা	যথা
	৬ ,, ,,	উড্ডন	উড্ডীন

পৃষ্ঠা।	পংক্তি বা টীকা।		অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৫৮ ,,	২১ ,,	,,	পারিল	পারিলে
১৬৫ ,,	২৩ ,,	,,	সহিতে	সহিত
১৬৮ ,,	৮ ,,	১ ,,	সমুদ্ভুত	সমুদ্ভূত
১৬৯ ,,	১৪ ,,	৪ ,,	হেমকেলী	হেমকেলি
১৭০ ,,	১৭ ,,	,,	বিজয়	হিজয়ে
১৭১ ,,	১৯ ,,	,,	ফুল	ফল
,,	২১ ,,	১২ ,,	গন্ধবাহ	গন্ধবাহা
১৭২ ,,	১১ ,,	,,	ইতঃস্ততঃ	ইতস্ততঃ
১৭৪ ,,	৭ ,,	,,	লোভ	লাভ
১৭৫ ,,	৮ ,,	,,	বিনয়	বিলয়
,,	১০ ,,	,,	শুন	শুনি
১৭৭ ,,	৪ ,,	,,	যদ্যাপি	যদ্যপি
১৮১ ,,	১৫ ,,	২ ,,	যুষ্মৎ	যুষ্মদ্‌
১৮২ ,,	১৩ ,,	,,	গোমায়ূ	গোমায়ু
১৮৫ ,,	১০ ,,	,,	আলোকিত	আলোকিতে
১৮৬ ,,	১৭ ,,	,,	আমাকে	তোমাকে
১৮৭ ,,	১ ,,	,,	শুনি	শুন
,,	,, ,,	২ ,,	মাহুত	রাজা
১৮৮ ,,	২২ ,,	,,	সদাচার	সদাচারে
১৮৯ ,,	১৪ ,,	,,	খর্জ্জুর	খর্জ্জূর
১৯১ ,,	৪ ,,	৩ ,,	যণ্ডা	যন্ত্রা
১৯৪ ,,	৩ ,,	৩ ,,	ধমহীন	ধর্ম্মহীন
১৯৭ ,,	২৩ ,,	,,	বুঝেন	বুঝেনা
১৯৯ ,,	১৯ ,,	,,	পাত্রেতে	পাত্রে
২০০ ,,	১৩ ,,	,,	বরি	বারি
,,	,, ,,	,,	যথা	তথা
,,	১৯ ,,	,,	মনেজ্ঞ	মনোজ্ঞ
,,	২০ ,,	,,	রাজ্যের	রাজের

পৃষ্ঠা।	পংক্তি বা টীকা।			অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২০১ ,,	৩ ,,	,,		অটবিশ	অটবীশ
২০৬ ,,	৪ ,,	,,		আনন্দে	আনন্দ
,,	৬ ,,	,,		ত্বদীয়	তদীয়
,,	১৯ ,,	,,		মূহূর্ত্তের	মুহূর্ত্তের
২০৯ ,,	৬ ,,	,,		প্রাণি	প্রাণী
,,	১৬ ,,	৭	,,	রাবণী	রবিনী
২১৫ ,,	৪ ,,	,,		সংহারণী	সংহারিণী
২১৬ ,,	২১ ,,	,,		অনুরোধ	অনুবোধ
২১৯ ,,	১৫ ,,	,,		অব	০
২২১ ,,	৮ ,,			মাকার	মাঝার
২২৫ ,,	৬ ,,			হয়ে	হায়
,,	৭ ,,			তমিশ্র	তমিস্র
২২৬ ,,	৮ ,,	১	,,	আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত্যধীন
,,	২৫ ,,	২	,,	তিত্তিলী	তিস্তিলী
২২৭ ,,	২ ,,			দেখেছি	দেখিছি
২৩১ ,,	১ ,,	১	,,	তমিশ্র	তমিস্র
২৩২ ,,	৭ ,,			ত্বদীয়	তদীয়
২৩৪ ,,	১৮ ,,			অন্তঃপর	অতঃপর
২৩৭ ,,	২১ ,,			পতি	প্রতি
২৩৮ ,,	৫ ,,			তরি	তার
,,	১৩ ,,			মুচিকে	মুচীকে
২৪০ ,,	১৪ ,,	২	,,	উচ্ছ্বাসিত	উচ্ছ্বসিত
২৪৩ ,,	২২ ,,			কাণ	নাক
২৪৪ ,,	১৮ ,,			ওহে	ওরে
২৫০ ,,	২ ,,			নাবিন্দু	নারিন্দু
২৫১ ,,	১৮ ,,			গগনে	গগণে
২৫২ ,,	২ ,,			কস্তুরী	কস্তূরী
,,	৩ ,,			পরিমল	পরিমলে

পৃষ্ঠা।	পংক্তি বা টীকা।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
,,	২১ ,,	শুন	শুনি
২৫৩ ,,	১ ,,	ত্বরিত	ত্বরত
,,	২৩ ,,	উপকারতার	উপরে তাহার
২৫৪ ,,	১৪ ,,	গৃত	গত



মানব-সুহৃদ্

বা

চতুর্দ্দশ নীতিরত্ন।



দুরাশা সহকারে একটি প্রার্থনা!

দয়াবান্ ত্রিলোকেশ (১) করুণা (২) করহে,
করি এ প্রার্থনা!
অনুকম্পা (৩) করি যবে, প্রেরিয়াছ এই ভবে,
তবে কেন মুক্তি আর, চরমে (৪) পাবনা?

২

অজ্ঞান তিমির (৫) এবে মোস্লেম (৬) জগৎ (ক)—
আবরিল (৭) হায়!
হে লোকেশ (৮) পরকাশি, জ্ঞান ইন্দু (৯) অংশুরাশি, (১০)
মূর্খতা তিমিশ্র (১১) কর বিদূরিত তায়! (খ)

১। ত্রিলোকেশ—ত্রিজগতের ঈশ্বর। ২। করুণা—দয়া। ৩। অনুকম্পা—দয়া। ৪। চরমে—শেষে। ৫। তিমির—অন্ধকার। ৬। মোস্লেম—মুসলমান। ৭। আবরিল—ঢাকিল। ৮। লোকেশ—লোকের ঈশ্বর। ৯। ইন্দু—চন্দ্র। ১০। অংশু—কিরণ। ১১। তিমিশ্র—অন্ধকার।

(ক)—(খ) শিক্ষাহীনতা রূপ অন্ধকারে মুসলমান জগৎ আচ্ছন্ন; হে ঈশ্বর! তুমি দয়া করিয়া জ্ঞানরূপ চন্দ্রালোকে, সেই মূর্খতা রূপ আঁধার দূর কর।

৩

নিতান্ত নির্ব্বোধ হয়ে জন্মেছি মহীতে (১),
কি করিব হায়!
তাই বলি ওহে প্রভু! নির্দ্দয় হয়ো'না কভু,
জ্ঞান দাও মুগ্ধজনে, (২) নিবেদি (৩) তোমায়।

৪

মূর্খতা তিমিরে (৪) ঢাকা আমার অন্তর,
আছে নিরন্তর (৫);
তাহে সর্ব্বগুণ শূন্য, কেবল দুরাশা পূর্ণ,
তাই ভিক্ষা চাই প্রভো! তোমার গোচর (৬)।

৫

বহুদিন হৈতে আছে মানসে (৭) আমার,
এই অভিলাষ (৮)!
কাব্য এক সুনীতির, (৯) লিখিব হইয়া স্থির,
সফল করহে নাথ! মম সে প্রয়াস (১০)।

৬

আশা করিলাম হায় বাতুলের (১১) প্রায়,
আশা কি পূরিবে?
অভিলাষ মনে যাহা, পূর্ণ কি হইবে তাহা?
অকৃতকার্য্যেতে মম কুযশে ভরিবে।

১। মহীতে—পৃথিবীতে। ২। মুগ্ধজনে—নির্ব্বোধে। ৩। নিবেদি—নিবেদন করি। ৪। তিমিরে—অন্ধকারে। ৫। নিরন্তর—অবিরত। ৬। গোচর—নিকট। ৭। মানসে—মনে। ৮। অভিলাষ—বাঞ্ছা। ৯। সুনীতির—সদুপদেশের। ১০। প্রয়াস—চেষ্টা। ১১। বাতুলের—পাগলের।

৭

অজযুদ্ধ (১) মত মম বৃথা আড়ম্বর,
ফলে কিছু নয়!
এই হেতু উপহাস (২), হবে ঠিক পরকাশ (৩),
সাধারণে টিট্‌কার (৪) করিবে নিশ্চয়!

৮

খদ্যোত (৫) হইয়া চাহি নাশিতে তিমির,
অবনী (৬) ভিতরে।
তৈলাটী (৭) হইয়া আশা, নির্ম্মাণি (৮) তৃণের বাসা,
সুধা (৯) আমি প্রদানিব (১০) সবে সমাদরে।

৯

গোমায়ু (১১) হইয়া চাহি নাশিতে হর্য্যক্ষ (১২)—
একি আশা হায়!
তাই বলি শুন মন, ত্যজ তুমি সেই পণ,
দুরাশা করিলে পরে, লোকে হাসে তায়।

১০

তা বলে করি না ভয়, অন্তরে আমার—
ভয় কিবা আছে!

১। অজযুদ্ধ—ছাগলের যুদ্ধ। ২। উপহাস—বিদ্রূপ। ৩। পরকাশ—ব্যক্ত। ৪। টিটকার—নিন্দা। ৫। খদ্যোত—জোনাকি পোকা। ৬। অবনী—পৃথিবী। ৭। তৈলাটী—বোল্‌তা। ৮। নির্ম্মাণি—নির্ম্মাণ করিয়া। ৯। সুধা—মধু। ১০। প্রদানিব—প্রদান করিব। ১১। গোমায়ু—শৃগাল। ১২। হর্য্যক্ষ—সিংহ।

নির্ভরি (১) তাঁহারোপরে, যেই জন সর্ব্বোপরে—
বিরাজিছে (২), নিবেদন করি তাঁরি কাছে।

১১

সর্ব্বশক্তিমান্ (৩) অহে, করুণা করিয়া—
কিছু মম প্রতি,
সুশক্তি অর্পিতে পারে, রচনার গৃহদ্বারে—
লয়ে যেতে পারে তিনি, অতি শীঘ্রগতি।

১২

কত কোটি কবিগণে সৃজিল বিশ্বেতে,
বিবিধ ভাষায়!
কল্পনা করিয়া তাঁরা, রচনা অমৃত ধারা—
বর্ষিল; যেমন বর্ষে, বারি বরিষায়।

১৩

যাঁদের কবিতা রসে আপ্লুত (৪) মেদিনী,
কি বলিব আর!
বাল্মিকি (৫) কালিদাস, (৬) ফের্দৌসি (৭) কীর্ত্তিবাস (৮)
নেজামী (৯) মিল্টন (১০) ব্যাস (১১) ভারত (১২) হোমার। (১৩)

১। নির্ভরি—নির্ভর করিয়া। ২। বিরাজিছে—বিরাজ করিতেছে। ৩। সর্ব্বশক্তিমান্—সর্ব্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। ৪। আপ্লুত—শিক্ত। ৫। বাল্মিকি—ভারতবর্ষীয় একজন খ্যাতনামা কবির নাম। ৬। কালিদাস—ভারতবর্ষীয় একজন সুপ্রসিদ্ধ কবির নাম। ৭। ফের্দৌসি—পারস্য দেশীয় একজন খ্যাতনামা প্রধান কবির নাম। ৮। কীর্ত্তিবাস—ভারতবর্ষীয় একজন কবির নাম। ৯। নেজামী—পারস্য দেশীয় একজন স্বনামখ্যাত কবির নাম। ১০। মিল্টন—ইংলণ্ড দেশীয় একজন কবির নাম। ১১। ব্যাস—ভারতবর্ষীয় একজন সর্ব্বপ্রধান কবির নাম। ১২। ভারত—ভারতবর্ষীয় একজন কবির নাম। ১৩। হোমার—গ্রীস দেশীয় একজন প্রধানতম কবির নাম।

১৪

তাঁহাদের রচনার সুগন্ধ প্রভাবে,
অবনী গন্ধিল (১) ;
কাকলি (২) লহরি (৩) প্রায়, কিবা সুললিত (৪) হায়,
কবিত্ব কল্পনা হেতু অমর হইল।

১৫

কিন্তু কিছু বিশেষণ, (৫) সেরূপ আমার,
না আছে বিশেষ।
তা বলে হয়ো'না বাম, ওহে প্রভো দয়াধাম ;
ঈড়া (৬) মোর গ্রাহ্য কর, দয়াতে প্রাণেশ।

১৬

সক্ষম কর হে নাথ ! এ অক্ষম জনে—
কবিতা রচনে।
তুমি না অর্পিলে শক্তি, ত্রিলোকেতে (৭) কোন ব্যক্তি,
সমর্থ হইবে নাহি, সে শক্তি অর্পণে।

১৭

সুমিষ্ট তোমার নাম পাইয়া রসনা (৮)—
ডাকে নিরন্তর ;
শক্তি দাও রসনাতে, রত হ'ক রচনাতে,
পূর্ণ কর কল্পনায় (৯) আমার অন্তর !

১। গন্ধিল—সুবাসিত করিল। ২। কাকলি—মিষ্টস্বর। ৩। লহরি—তরঙ্গ। ৪। সুললিত—মিষ্ট। ৫। বিশেষণ—গুণ। ৬। ঈড়া—প্রার্থনা। ৭। ত্রিলোকেতে—ত্রিজগতে। ৮। রসনা—জিহ্বা। ৯। কল্পনায়—উদ্ভাবনায়।

১৮

কবিত্ব মুকুল (১) করি প্রস্ফুটিত মম—
মানস উদ্যানে! (২)
কবিতা প্রসূন মালা, সাজাইয়া কাব্য ডালা—
রচ, কণ্ঠে পরিবেন বঙ্গের বিদ্বানে।

১৯

আয়ুঃ স্রোত মম শীঘ্র বহিয়া যাইছে,
দিবস সর্ব্বরী! (৩)
পূর্ণ কর মনোরথ, (৪) দেখাও রচনা-পথ,
মহম্মদ কাজেমালি কহে তব স্মরি!

আট চল্লিশ আদ্য অক্ষর সংযুক্ত পরম কারুণিক পরমেশ্বরের বন্দনা।

অনাদির (৫) আদি নাথ! নাহি তব সীমা,
অসার সংসারে সার তোমার মহিমা। (৬)
আকাশ, সুধাংশু, (৭) রবি, তারা, ভূমণ্ডল, (৮)
আজ্ঞায় তোমার সৃষ্টি হইল সকল।
ইহলোকে, (৯) পরলোকে, (১০) কেহ নাহি আর,
ঈদৃশ, (১১) তাদৃশ (১২) নহ গুণের আধার!

১। মুকুল – কুঁড়ি। ২। উদ্যান—বাগান। ৩। সর্ব্বরী – রাত্রি ৪। মনোরথ—বাসনা। ৫। অনাদির—উৎপত্তি হীনের। ৬। মহিমা – মাহাত্ম্য। ৭। সুধাংশু – চন্দ্র। ৮। ভূমণ্ডল – পৃথিবী। ৯। ইহলোক—পৃথিবী। ১০। পরলোক—স্বর্গ। ১১। ঈদৃশ – এমত। ১২। তাদৃশ—তেমন।

ঈশ্বর তোমার নাম বাঙ্গালা ভাষায়,
ঈড়া (১) মোর গ্রাহ্য কর আছি এ আশায়।
উপকার এই দীনে (২) করি নিজগুণে,
উদ্ধার করিও প্রভো! নরক আগুনে।
ঊর্দ্ধ মুখে হীনবলী ডাকে নিরন্তর,
ঊনবুকা (৩) জনে নাথ! ঊর্জ্জস্বল কর।
ঋণদায়ে বদ্ধ আছি তোমার চরণে,
ঋণমুক্ত করে লও ঋভুক্ষ (৪) সদনে (৫)।
ঌ শব্দে অদিতি (৬), কু (৭), ও কুধ্র (৮) বাঙ্গালায়;
ঌ প্রভৃতি হৈল সৃষ্টি তব ক্ষমতায়।
একা তুমি কর্ত্তা, সর্ব্ব সৃষ্টির মাঝার,
এই ভিক্ষা চাই যেন পাই হে নিস্তার।
ঐ পদ মানসে করি সর্ব্বদা ভাবনা,
ঐরি (৯) নাশি (১০) ঘুচাও হে! ঐহিক (১১) যন্ত্রণা
ওষ্ঠাগত হল প্রাণ পাপেতে পড়িয়া,
ওহে নাথ! লও মোরে উদ্ধার করিয়া।
ঔচিতী (১২) প্রদান চিতে (১৩) কবিতা রচনে,
ঔৎসুক্য (১৪) বাড়িয়াছে যাহার কারণে।
অং শব্দেতে তব নাম দেখি অভিধানে,
অংশী কেহ নাহি যার ত্রৈলোক্য উদ্যানে। (১৫)

১। ঈড়া—স্তব। ২। দীন—দরিদ্র। ৩। ঊনবুকা—ভীত। ৪। ঋভুক্ষ—স্বর্গ। ৫। সদনে—গৃহে। ৬। অদিতি—ভূমি। ৭। কু—পৃথিবী। ৮। কুধ্র—পর্ব্বত। ৯। ঐরি—শত্রু। ১০। নাশি—নষ্টকরিয়া। ১১। ঐহিক—পার্থিব। ১২। ঊচিতী— যোগ্যতা। ১৩। চিতে—মনে। ১৪। ঔৎসুক্য—ব্যস্ততা। ১৫। ত্রৈলোক্য উদ্যানে—ব্রহ্মাণ্ডে।

অঃ শব্দে তুমি হে নাথ! আর কেহ নয়,
অঃ বলি ডাকিহে তাই! হও হে সদয়। (১)
করুণা করহে নাথ! কিঙ্কর (২) উপর,
কৃতাঞ্জলি পুটে (৩) আছি তোমার গোচর।
খ্যাত আছে খ্যাতি (৪) তব ত্রৈলোক্য সংসারে,
খইন (৫) চিন্তায় নাহি পাইগো তোমারে।
গত হ'ল অধমের জীবন পাপেতে,
গতি কি হইবে মোর চরম কালেতে।
ঘন ঘন ডাকি আমি তোমায় যখন;
ঘৃণা ত্যজি অঙ্কে (৬) তুলি লওহে তখন।
ঙয়ায় (৭) জড়িত আছে আমার অন্তর,
ঙয়ায় বাসনা মোর নাশহে সত্বর।
চাতুরি না জানি, নহি চতুর চালাক,
চক্রে (৮) ফেলি রিপুগণ (৯) করিল অবাক।
ছদ্মবেশ (১০) ছাড়ি কর মানস রঞ্জন,
ছলেতে কি ফল বল ওহে নিরঞ্জন (১১)।
জঘন্য (১২) সংসারে পড়ি গেল পরকাল,
জঠর (১৩) জ্বালায় খুন ঘটে বুঝি কাল।
ঝঞ্ঝট অনেক আছে আমার জীবনে,
ঝর ঝর ঝরিতেছি (১৪) তাহারি কারণে।

১। সদয়—দয়ালু। ২। কিঙ্কর—চাকর। ৩। কৃতঞ্জলিপুটে—যোড় হস্তে। ৪। খ্যাতি—যশঃ। ৫। খইন—গভীর। ৬। অঙ্কে—ক্রোড়ে। ৭। ঙয়ায়—বিষয়ে। ৮। চক্র—চাতুরি। ৯। রিপুগণ—শত্রুগণ। ১০। ছদ্মবেশ—ছল। ১১। নিরঞ্জন—ঈশ্বর। ১২। জঘন্য—ঘৃণা জনক। ১৩। জঠর—উদর। ১৪। ঝরিতেছি—কাঁদিতেছি।

ঞ (১) প্রায় হয়েছি ধর্ম্ম ভুলিয়া সংসারে ;
ঞ (২) না হও মোর প্রতি বলি হে তোমারে।
টক্কর (৩) খাইয়া মরি বিষয় গারদে ;
টিটকার (৪) করে লোকে তাহে পদে পদে।
ঠেঁটা (৫) রিপু চয় ঠেলা (৬) মারে, লাগে প্রাণে ;
ঠমক (৭) ছাড়িয়া ঠাঁই দেও তব স্থানে।
ডাকিয়া তোমায় নাহি পাই কি কারণ ?
ডমর (৮) করিব কিহে হয়ে ভগ্নমন !
ঢনা (৯); ঢোষা (১০), ও ঢূষণা (১১) হইলাম কালে
ঢাকিয়া রাখিবে আর কত মায়া-জালে।
ণকার (১২) প্রদান মোরে তোমাকে চিনিতে ;
ণরক্ষা (১৩) করিতে আর পারি কি কলিতে।
তকিল (১৪) সময় আছে বসি তাক করি ;
তরঙ্গে (১৫) তাহার বুঝি ডুবে তনু তরি।
থুৎকার (১৬) দেও কেন দেখাইয়া ডর ;
থাই (১৭) নাহি পাই তাহে কাঁপি থর থর।
দয়া করি দেখা দাও দীনেশ (১৮) এ দীনে ;
দণ্ডে দণ্ডে আর যেন দুখেতে দহিনে।

১। ঞ—বলিবর্দ্দ। ২। ঞ—বাম। ৩। টক্কর—ঠোকর। ৪। টিটকার—অবজ্ঞা। ৫। ঠেঁটা—নির্লজ্জ। ৬। ঠেলা—আঘাত। ৭। ঠমক—ঠাট। ৮। ডমর—ভয়ে পলায়ন। ৯। ঢনা—কৃশ। ১০। ঢোষা—অকর্ম্মণ্য। ১১। ঢূষণা—অলস। ১২। ণকার—জ্ঞান। ১৩। ণরক্ষা—ধর্ম্মরক্ষা। ১৪। তকিল—ধূর্ত্ত। ১৫। তরঙ্গ—ঢেউ। ১৬। থুৎকার—থুথু। ১৭। থাই—নিস্তার। ১৮। দীনেশ—ঈশ্বর।

ধরাধামে (১) ধর্ম্মধন একমাত্র সার ;
ধার্ম্মিক নহিলে নাহি চরমে (২) নিস্তার।
নিরাকার নিরঞ্জন ! লও নিবেদন ;
নীচজন নিরন্তর (৩) লইছে শরণ।
পতিত পাবন (৪) তুমি পাপীর সহায় ;
পাপ পঙ্কে (৫) লিপ্ত (৬) আছি, উদ্ধার আমায়।
ফলবান মহীরুহ (৭) অহে দয়াধার !
ফলেতে সফল কর মানস আমার।
বল দেখি ওহে নাথ ! শুনিব শ্রবণে ;
বাসনা পূরণ নাহি কর কি কারণে।
ভাবুক হইয়া ভেবে ভবের ভাবনা ;
ভর্সা হীন হইয়াছি আর ভগ্নমনা (৮)।
মঙ্গল দায়ক (৯) যিনি প্রেষ্ঠ (১০) মহাজন ;
মানস-মন্দিরে (১১) তাঁরে পূজ মম মন।
যাতনা পেতেছি আমি যাহার কারণ ;
যতন করিয়া মোরে দেও সে রতন।
রহিবে হে রাগ করি আর কত দিন ;
রক্ত শুকাইল, তব লাগি তনু (১২) ক্ষীণ।
ললাটের (১৩) ফল যাহা লিখেছ বিধাতা ;

১। ধরাধামে—পৃথিবীতে। ২। চরমে—অন্তিমে, শেষে। ৩। নিরন্তর—সর্ব্বদা। ৪। পতিত পাবন—পতিতের পবিত্রকারী। ৫। পঙ্ক—পাঁক। ৬। লিপ্ত—সংযুক্ত। ৭। মহীরুহ—বৃক্ষ। ৮। ভগ্নমনা—হতাশ। ৯। মঙ্গলদায়ক—শুভজনক। ১০। প্রেষ্ঠ—অতিশয় প্রিয়পাত্র। ১১। মানস-মন্দিরে—মনের মধ্যে। ১২। তনু—শরীর। ১৩। ললাট—কপাল, অদৃষ্ট।

লঙ্ঘন না হবে কভু তব সেই বার্ত্তা।
বৃথা আর বকিলে কি হবে ফলোদয়,
বিধাতা অর্পিলে (১) ফল পাইব নিশ্চয়।
শ্রেণীবদ্ধ (২) রাখিয়াছ ত্রিলোক সংসার;
শকতি কাহার আছে বুঝে সে ব্যাপার।
ষড়রিপু দেহ মাঝে করিয়া যোজনা (৩);
ষড়যন্ত্রে দিতেছ যে বহুল যন্ত্রণা।
সাবধানে থাকা ভার রহিয়া সংসারে;
সতত দিতেছে ক্লেশ রিপুরা আমারে।
হয় হোক যত কেন মোর প্রতি রাগ;
হইলে ও পদাকাঙ্খী (৪) পাইব সুভাগ (৫)।
ক্ষমতা নাহি হে নাথ! তোষিতে (৬) তোমারে;
ক্ষমা করি অঙ্কে তুলি লও হে! আমারে।
মহম্মদ কাজেমালি কহে তব স্মরি;
জীবে দয়া কর নাথ! এই ভিক্ষা করি।

—ঃ—ঃ—

১। অর্পিলে—প্রদান করিলে। ২। শ্রেণীবদ্ধ—সারিবদ্ধ। ৩। যোজনা-যোগ। ৪। পদাকাঙ্ক্ষী—পদপ্রার্থী। ৫। সুভাগ—সৌভাগ্য। ৬। তোষিতে-সন্তোষ করিতে।

মোস্লেম ধর্ম্ম-গুরু মহামাননীয় মহাপুরুষ মোহাম্মাদের (ক) বন্দনা।

মোহাম্মাদ মিষ্ট নাম পাইয়া রসনা ;
তুষ্ট হৈল পুনঃ পুনঃ করিয়া ঘোষণা (১)।
যে নাম লিখিতে মোর লেখনী নির্জ্জীব —
হইল হর্ষিত, যেন হইয়া সজীব।
সে নাম অমূল্য বস্তু অবনী (২) মাঝার ;
অতুল্য ও অসামান্য তুল্য নাহি আর।
শেষ ধর্ম্ম প্রচারক ধার্ম্মিক প্রধান,
যাঁর দ্বারা প্রচারিত হইল কোরাণ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম প্রচারক মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি,
অবনী মণ্ডলে শেষে আসিলেন তিনি।
যাঁর প্রতি লক্ষ্য করি, সে জগৎপাতা (৩) ;
প্রকাশ করিল যাহা শুন সেই বার্ত্তা (৪)।
"যদি নাহি করিতাম তোমাকে সৃজন ;
কদাচ না করিতাম জগৎ (৫) গঠন।"
মহা বিচারের দিনে শিষ্যের মোচনে, (৬)
অগ্রগামী হবে যিনি বিভুর (৭) সদনে।

(ক) প্রেরিত মহাপুরুষের নামের পর দরুদ পাঠ করিতে হইবে।

১। ঘোষণা—প্রচার। ২। অবনী—পৃথিবী। ৩। জগৎ পাতা-পরমেশ্বর। বার্ত্তা—কথা। ৫। জগৎ—বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড। ৬। মোচন-মুক্ত করণ। ৭। বিভু—ঈশ্বর।

এমন বান্ধব আর আছে কি মহীতে ;
তাঁহার প্রণয়ে বদ্ধ থাক এক চিতে (১)।
অতএব প্রণিপাত (২) তাঁহার চরণে ;
নিযুক্ত হবেন যিনি পাপীর মোচনে।
নিরন্তর ভাবিতেছি কি হবে উপায় ;
ধর্ম্ম-গুরু বিনা নাহি উপায় তথায়।
মহম্মদ কাজেমালি কহে বিভু স্মরি ;
জীবে দয়া কর নাথ ! এই ভিক্ষা করি।

মহা সম্রাজ্ঞী ভিক্‌টোরিয়ার মঙ্গলাচরণ।

এত বড় রাজ্যেশ্বরী রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ;
প্রজা-কষ্ট হেতু যাঁর সন্তাপিত (৩) হিয়া।
বিশাল ভারতবর্ষে যাঁর অধিকার ;
কত নৃপ (৪) কর দান করিছে তাঁহার।
ইংলণ্ড (৫), ও আয়র্লণ্ড (৬), বর্ম্মা (৭) ও সিংহল (৮) ;
অষ্ট্রেলিয়া (৯), আদি রাজ্য করদ (১০) সকল।
শ্রেষ্ঠ রাজধানী যাঁর লণ্ডন (১১) নগর ;
এমন শহর নাহি অবনী ভিতর।

১। চিতে—মনে। ২। প্রণিপাত—নমস্কার। ৩। সন্তাপিত—দুঃখিত। ৪। নৃপ—রাজা। ৫। ইংলণ্ড—আটলাণ্টিক মহাসাগরস্থ একটী দ্বীপ। ৬। আয়র্লণ্ড—আটলাণ্টিক মহসাগরস্থ একটী দ্বীপ। ৭। বর্ম্মা—ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকস্থ একটী দেশ। ৮। সিংহল—লঙ্কাদ্বীপ। ৯। অষ্ট্রেলিয়া—দক্ষিণ মহাসাগরস্থ একটী মহাদ্বীপ। ১০। করদ—কর-প্রদ, অধিকৃত। ১১। লণ্ডন—ইংলণ্ডের রাজধানী।

চৌদিকে বিপণি (১) তার মধ্যে রাজবাটী;
সুবিস্তীর্ণ রাজপথ অতি পরিপাটী।
যামিনীতে (২) সৌদামিনী (৩) নাশিছে (৪) তিমির;
বোধ হয় যেনোদয় হইল মিহির (৫)।
সুবিমল (৬) গলি কুচা সুরম্য (৭) বাজার;
সুদীর্ঘ সুউচ্চ হর্ম্ম্য (৮) শোভে চারি ধার।
তুষার (৯) মণ্ডিত সেই হর্ম্ম্য চয় হ'লে;
হিরকের মহাকর নরে ভ্রমে বলে।
সুমিষ্ট জলের কলে বেড়েছে নগর;
তাহে শোভে ট্রামগাড়ী অতি মনোহর।
হর্ম্ম্যচয় মধ্যে সৌধ (১০) পায় হেন সাজ;
মল্লিকার মধ্যে যেন শোভে গন্ধরাজ।
মর্ত্তেতে (১১) ত্রিদিব (১২) যেন লণ্ডন নগর;
প্রেমেতে বিভোর (১৩) হয় প্রেমিক অন্তর।
বসন্তের সমাগমে (১৪) মহীরুহ গণ;
লণ্ডনের চতুর্দ্দিক করে সুশোভন।
রূপ গুণ যুক্ত নর-নারী তথাকার।
মিষ্টভাষী, সদালাপী (১৫) সদা পরিষ্কার (১৬)।

১। বিপণি—দোকান। ২। যামিনী—রাত্রি। ৩। সৌদামিনী—বিদ্যুৎ, ইলেক্ট্রিক লাইট। ৪। নাশিছে—নষ্ট করিতেছে। ৫। মিহির—চন্দ্র, সূর্য্য। ৬। সুবিমল—পরিষ্কার। ৭। সুরম্য—সুন্দর। ৮। হর্ম্ম্য—রাজ-প্রাসাদ। ৯। তুষার—বরফ। ১০। সৌধ—রাজবাটী। ১১। মর্ত্ত্য—পৃথিবী। ১২। ত্রিদিব—স্বর্গ। ১৩। বিভোর—অচেতন। ১৪। সমাগমে—আগমনে। ১৫। সদালাপী—মিষ্টভাষী। ১৬। পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন।

দ্বেষ হিংসা শূন্য তথা সকল নিবাসী (১);
সমাদরে স্থান দেয় পাইলে প্রবাসী (২;
অবনীর সর্ব্বসুখ তথা বিরাজিত (৩);
অসুখের বিন্দুমাত্র না আছে নিশ্চিত।
কোন রূপে বন্দ নাহি হয় কার কাজ;
অহর্নিশ (৪) সমভাবে তথায় বিরাজ।
সকল শ্রেণীর লোক নিবাসে সেখানে;
ধর্ম্ম হেতু মর্ম্ম ব্যথা নাহি কার প্রাণে।
যৌবনে যুবতী যথা হয় সুশোভিত;
বৃক্ষকুল ফলপুষ্পে যথা অলঙ্কৃত (৫);
যামিনী পরিলে যথা চন্দ্রিকা-বসন (৬);
রাজ্ঞী শিরে শোভে যথা কিরীট (৭) ভূষণ (৮);
সেইরূপ সমুদয় লণ্ডন নগরী।
আছে এক মসজেদ অতি মনোহরী।
এই হেতু মেদিনীতে (৯) লণ্ডন নগর;
অদ্বিতীয় অনুপম (১০) শোভিত বিস্তর।
এহেন সুন্দরী পুরী মাঝে মহারাণী;—
বিরাজ করিছে তথা, সবে ইহা জানি।
দয়ার শরীর তাঁর, করুণা ভাণ্ডার;
দয়াগুণে বিমণ্ডিত (১১) মানস যাঁহার।

১। নিবাসী—অধিবাসী। ২। প্রবাসী—ভিন্ন দেশবাসী। ৩। বিরাজিত—প্রকাশিত। ৪। অহর্নিশ—দিবারাত্রি। ৫। অলঙ্কৃত—শোভিত। ৬। চন্দ্রিকা-বসন—চন্দ্র কিরণ রূপ বস্ত্র। ৭। কিরীট—মুকুট। ৮। ভূষণ—অলঙ্কার। ৯। মেদিনী—পৃথিবী। ১০। অনুপম—অতুল। ১১। বিমণ্ডিত—ভূষিত।

শুভক্ষণে জন্মিলেন অশুভ নাশিনী ;
ধার্ম্মিকা রমণী, অতি মঙ্গল দায়িণী।
দরিদ্রের দুঃখ নাশে হইয়া কাতরা,
দুঃখিত জনায় দেখি হন দুঃখহরা।
ছদ্মবেশে নগরেতে করিয়া ভ্রমণ ;
দেখিলে কাহাকে ক্লিষ্ট (১) করেন গ্রহণ।
যোগায় তাদের তিনি ভরণ পোষণ ;
রাখেন অনাথাশ্রমে করিয়া যতন।
পার্লিমেণ্ট (২) আদি, আর সচিব (৩) সমাজ ;
সাধে নিয়মিত রূপে যত রাজ কাজ।
আইন ব্যবস্থা, আর বিচার আসন
নানাস্থানে নানাবিধ করিছে স্থাপন।
জজ আদালত, আর কোর্ট মাজিষ্টরী ;
মোনসেফী আদালত, আর কালেক্টরী।
এছমল কজ কোর্ট (৪), আর হাইকোর্ট ;
রেজিষ্টরী আদি, আর মারশ্যাল কোর্ট (৫)।
সুচতুর বিচারক করিয়া বিচার ;
ডিক্রী ডিস্মিসের রায় করেন প্রচার।
উকিল মোক্তার, আর বিজ্ঞ ব্যারিষ্টরে ;
বিচারক স্থানে বাদ প্রতিবাদ (৬) করে।

১। ক্লিষ্ট—দুঃখিত। ২। পার্লিমেণ্ট—ইংলণ্ডের রাজকীয় মহাসভা। ৩। সচিব—মন্ত্রি। ৪। এছমল কজ কোর্ট—ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত, ছোট আদালত। ৫। মারশ্যাল কোর্ট—সৈনিক বিচার আদালত। ৬। বাদ প্রতিবাদ—তর্ক বিতর্ক।

আইন, নজির, টীকা, ব্যবস্থা কারণ;
অতিসূক্ষ্ম রূপে করে বিচার সাধন।
বিচার প্রভাবে নাহি রয় মনোকষ্ট;
অতি সুখে নিবাসিছে প্রজালোক স্পষ্ট।
পুলিশ রেখেছে শুধু শাসন কারণ;
দুষ্টের দমন, আর শিষ্টের (১) পালন।
অত্যাচারী লোক মাথা না পারে তুলিতে;
দুষ্টলোক রাজ্য মধ্যে নাপারে থাকিতে।
কুরঙ্গের (২) বন্ধুভাব সহ কর্ব্বরের, (৩);
অত্যাচারী হবে তাহে সাধ্য কি নরের?
কি কব রাজ্ঞীর সৎ বিচারের গুণ;
জল না নিভাতে পারে জ্বলন্ত আগুন।
রণ ষড়যন্ত্র তাঁর এতেক মহীতে;
বাণী (৪) যদি শেষ (৫) হয় না পারে বর্ণিতে।
সেনাদলে সুশৃঙ্খলে (৬) রেখেছেন তিনি;
মহাবীর অতিধীর সেনাপতি যিনি।
সেনাবাস, (৭) কেল্লা আদি, ব্যাটারি (৮) নিচয় (৯);
তরবারি, কামান, বন্দুক, হস্তি, হয়।
ভিন্দিপাল (১০), ভজালি ও (১১), সাঙ্গিন (১২), ড্যাগার (১৩);

১। শিষ্টের—সাধুর। ২। কুরঙ্গের—হরিণের। ৩। কর্ব্বরের—ব্যাঘ্রের। ৪। বাণী—সরস্বতী। ৫। শেষ—বাসুকী বা সহস্র-মুখ সর্প। ৬। সুশৃঙ্খল—সুনিয়ম। ৭। সেনাবাস—সৈন্য-শিবির। ৮। ব্যাটারি—কামান ব্যবহার। ৯। নিচয়—সমূহ। ১০। ভিন্দিপাল—অস্ত্র বিশেষ। ১১। ভজালি—অস্ত্র বিশেষ। ১২। সাঙ্গিন—বন্দুকের অগ্রভাগস্থিত সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র। ১৩। ড্যাগার—ছোরা।

কলম্ব (১), কোদণ্ড (২) বর্ম্ম (৩), চর্ম্ম রিভল্ভার (৪);
মার্টিন হেনেরী (৫) নামে বন্দুক বিশেষ;
ডিনামাইটের (৬) অস্ত্র নাহি যার শেষ।
লৌহ ও আগ্নেয় আদি অস্ত্র নানামত;
ভরিয়া রেখেছে তাহে কেল্লা শত শত।
রণতরী (৭) সারি সারি সাগরে ভাসিছে;
বাষ্পরথে (৮) সেনাদল যাইছে আসিছে।
টর্পিডো (৯) নামেতে তরী অতি ভয়ঙ্কর;
সতর্কে রাখিছে ন্যায় সমুদ্র ভিতর।
সুশিক্ষিত সৈনদল মোগল, পাঠান;
রাজপুত (১০) রবিসুত (১১) দেখে উড়ে প্রাণ।
শিক (১২) সেনা রণে রত মহাবলী বীর;
যুদ্ধকালে শত্রু সৈন্যে নাহি রাখে স্থির।
ইংরেজ আইরিশাদি কটক (১৩) সকল;
লৌহ ও আগ্নেয় অস্ত্রে যুদ্ধেতে অটল।
দেশীয় ফউজ, আর কাবুলী পাঞ্জাবী;
সিকিমী (১৪), ভুটানী (১৫), সেনা, তুরকী, আরাবী।

১। কলম্ব-বাণ। ২। কোদণ্ড—ধনুক। ৩। বর্ম্ম—সাঁজোয়া। ৪। রিভল্ভার—পিস্তল বিশেষ। ৫। মার্টিন হেনেরী—বর্ত্তমান সময়ের যুদ্ধে ব্যবহার্য্য অত্যুৎকৃষ্ট বিলাতী বন্দুক। ৬। ডিনামাইট—বারুদের ন্যায় এক প্রকার দাহ্য পদার্থ, যদ্দ্বারা তাড়িত উৎপন্ন হয়। ৭। রণতরী—যুদ্ধ জাহাজ। ৮। বাষ্পরথ—কলের গাড়ি। ৯। টর্পিডো—রণপোত ভগ্ন করিবার যন্ত্রাস্ত্র বিশেষ। ১০। রাজপুত—ক্ষত্রিয় জাতি। ১১। রবিসুত—যম। ১২। শিক—জাতি বিশেষ। ১৩। কটক—সৈন্য। ১৪। সিকিমী—সিকিম দেশবাসী। ১৫। ভুটানী—ভুটান দেশবাসী, ভুটিয়া।

পদাতিক সৈন্য কত কে পারে গণিতে ;
এতকি সেনানী (১) কারো আছে এ মহীতে।
লক্ষ লক্ষ আছে তাঁর শিক্ষিত কটক ;
সমর (২) কৌশলে যার না হয় আটক।
শত্রুর কি সাধ্য পশে (৩) তাঁহার রাজ্যেতে ;
আতঙ্কে (৪) পতঙ্গ (৫) প্রায় পলায় দূরেতে।
সর্ব্ব রাজ্য মধ্যে তাঁর ভারত প্রধান ;
অশীতি (৬) কোটির যাহে আয়ের সংস্থান (৭)।
সুবুধ (৮) সচিব (৯) এক সে রাজ্য কারণ ;
শাসন করিতে তিনি করেন প্রেরণ।
যাঁর সুশাসনে সুখী আছে প্রজাকুল ;
দুঃখ দূর করে যিনি হৈয়া অনুকূল।
বর্ত্তমান প্রতিনিধি লর্ড এলগিন ;
নিতান্ত দয়ালু, জ্ঞানে সুবিজ্ঞ প্রবীণ।
শুভদিনে, শুভক্ষণে আসিয়া ভারতে ;
প্রজাগণে সুশাসনে রাখিছে কিমতে।
প্রজাকুল সুখী অতি দেখিয়া তাঁহায় ;
যশের মন্দির তিনি স্থাপিল ধরায় (১০)।
আমরা যে প্রজাবর্গ যাঁর সুশাসনে ;
বিচরণ (১১) করিতেছি আনন্দিত মনে।

১। সেনানী—সেনাপতি। ২। সমর—যুদ্ধ। ৩। পশে—প্রবেশ করে। ৪। আতঙ্কে—ভয়ে। ৫। পতঙ্গ—ফরিঙ্। ৬। অশীতি—আশি। ৭। সংস্থান—যোগাড়। ৮। সুবুধ—সুবিজ্ঞ। ৯। সচিব—মন্ত্রী। ১০। ধরায়—পৃথিবীতে। ১১। বিচরণ—বিহার।

দয়াময় লর্ড এলগিন বাহাদুর ;
করুন ঈশ্বর তব মঙ্গল প্রচুর ।
কথিত ভারত মাঝে আছে বঙ্গদেশ ;
কত সুখী বঙ্গবাসী নাহি তার শেষ ।
আমরা যে বঙ্গবাসী আছি অতিসুখে ;
অসুখের লেশ বার্ত্তা নাহি কার মুখে ।
নাএব সচিব এক বঙ্গদেশে রহে ;
লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাঁর তরে কহে ।
মেকেঞ্জি নামেতে প্রভু বসি সে আসনে ;
প্রভুত্ব করিছে অতি আনন্দিত মনে ।
যাঁর গুণ শশি (১) রশ্মি (২) প্রকাশি ধরায় ;
শাসন গগণ (৩) আলো করিল ত্বরায় ।
প্রজাগণ সুখী আছে তোমারি শাসনে ;
মোক্ষপদ (৪) পেয়ে যাও ঋভুক্ষ সদনে ।
ধন্য গো ভারত মাতা ! ধন্য তব যশঃ ;
কীর্ত্তি (৫) তব কহিতে না কুলায় বয়স ।
দুঃখিনী প্রজার দুঃখে, হও গো জননী ;
স্বর্গে সদা সুখে রবে মাতা গো আপনি ।
সুস্থির তোমার রাজ্য রাখুন ঈশ্বর ;
দীর্ঘজীবি হও মাতা অবনী ভিতর ।
মোহাম্মাদ কাজেমালি কহে বিভু স্মরি ;
জীবে দয়া কর নাথ ! এই ভিক্ষা করি ।

১। শশি—চন্দ্র। ২। রশ্মি—কিরণ। ৩। গগণ—আকাশ। ৪। মোক্ষপদ—মুক্তিপদ। ৫। কীর্ত্তি—যশঃ।

(গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী ।)

—————:০:—————

পাঠক সমীপে (১) করি এই আবেদন (২) ;
সংক্ষেপ (৩) জীবনী (৪) মম করহে শ্রবণ ।
রমণী সাজিলে পরে কমনীয় (৫) বেশে ;
মণিময় (৬) সিঁতি যথা শোভে শিরোদেশে (৭) ।
নক্ষত্র নিকর (৮) মধ্যে যথা সুধাকর (৯) ;
কাকোদর (১০) চয় মাঝে যথা ফণীশ্বর (১১) ।
সৌধ ব্যূহ (১২) মাঝে শোভা তাজ মহলের (১৩) ;
পক্ষিকুলে শোভা যথা বিহঙ্গ রাজের (১৪) ।
ভুরুহ (১৫) নিকর মধ্যে যথা বটচয় ;
ভূধর (১৬) আবলী (১৭) মাঝে যথা হিমালয় (১৮) ।
তেমতি সমস্ত এই ধরার মাঝার ;
দেখ দিব্য দেশ সেই বঙ্গ নাম যার ।
স্বর্গ স্বর্গ করি লোকে ব্যতিব্যস্ত হয় ;
বঙ্গেতে করিলে বাস সে ক্ষোভ (১৯) না রয় ।

১। সমীপে—নিকটে। ২। আবেদন—নিবেদন । ৩। সংক্ষেপ—চুম্বক। ৪। জীবনী—জীবন-বৃত্তান্ত। ৫। কমনীয়—সুন্দর। ৬। মণিময়—মণি-বিমণ্ডিত। ৭। শিরোদেশ—মস্তক। ৮। নক্ষত্র নিকর—তারা সকল। ৯। সুধাকর—চন্দ্র। ১০। কাকোদর—সর্প। ১১। ফণীশ্বর—সর্পরাজ। ১২। সৌধব্যূহ—রাজবাটী সমূহ। ১৩। তাজমহল—শাহ্জাহান বাদশাহ নির্ম্মিত আগ্রায় অবস্থিত সুরম্য হর্ম্ম্য। ১৪। বিহঙ্গরাজ—গরুড়। ১৫। ভুরুহ—বৃক্ষ। ১৬। ভূধর—পর্ব্বত। ১৭। আবলী—সমূহ। ১৮। হিমালয়—ভারতের উত্তর সীমাস্থ সুউচ্চ পর্ব্বত। ১৯। ক্ষোভ—দুঃখ।

পরমেশ পাত (১) করি করুণা আসার (২);
সকল প্রকারে করে সুসার আশার।
বঙ্গের নিবাসী গণ বিভোর আনন্দে;
মনোকষ্ট হেতু কেহ নাহি নিরানন্দে।
ছয় ঋতু বিদ্যমান আছে বঙ্গে যার;
অন্য দেশ সহতুল হয় কি তাহার ?
চর্ব্ব্য (৩), চূষ্য (৪), লেহ্য (৫), পেয় (৬), খাদ্য পরিকর (৭);
প্রদানিছে (৮) সুখময় বঙ্গ নিরন্তর (৯)।
সুবিস্তীর্ণ (১০) জেলায় জেলায় রাজপথ;
অহর্নিশ (১১) যাহে গতি করে অশ্ব-রথ।
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ (১২) বঙ্গবাসী গণ;
প্রণয়ে হরণ করে বিদেশীর মন।
বঙ্গের সদৃশ (১৩) বল আছে কোন দেশ;
যে বঙ্গে বিরাজ নাহি করে হিংসা (১৪) দ্বেষ (১৫)।
মুসল্মান, হিন্দু, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান;
নিবাসিছে (১৬) বন্ধুভাবে হয়ে এক প্রাণ।
ধর্ম্মেতে ব্যাঘাত (১৭) নাহি কার কভু হয়;
ধরায় আছে কি হেন দেশ সুখময় ?

১। পাত—বর্ষণ। ২। আসার—বৃষ্টি। ৩। চর্ব্ব্য—চর্ব্বণ উপযোগী। ৪। চূষ্য—চূষণ উপযোগী। ৫। লেহ্য—চাটিবার যোগ্য। ৬। পেয়—পানীয়। ৭। পরিকর—সমূহ। ৮। প্রদানিছে—দান করিতেছে। ৯। নিরন্তর—সর্ব্বদা। ১০। সুবিস্তীর্ণ—সুপ্রশস্ত। ১১। অহর্নিশ—দিবারাত্রি। ১২। বিশারদ—নিপুণ। ১৩। সদৃশ—মত। ১৪। হিংসা—অনিষ্ট চেষ্টা। ১৫। দ্বেষ—ঈর্ষা। ১৬। নিবাসিছে—বাস করিতেছে। ১৭। ব্যাঘাত—বাধা।

যত জেলা বঙ্গদেশে আছে বিদ্যমান (১);
চব্বিশ পর্গণা তার মধ্যে সুখ-স্থান।
কলিকাতা রাজধানী (২) মাঝে যে জেলার;
উলিয়ম দুর্গে (৩) শোভে-দেখ কি বাহার!
কলিকালে কলিকাতা ত্রিদিব ভবন (৪)।
কি বর্ণিব আমি তার সৌন্দর্য্য (৫) কেমন।
প্রাসাদ সদৃশ বড় লাটের নিবাস (৬);
লর্ড এলগিন যাহে করিছেন বাস।
রজনীতে গ্যাসের আলোকে নিরন্তর (৭);
আলোকিত করে দেখ সমস্ত নগর।
খাদ্যের অভাব নাই হোটেল বিস্তর;
স্থিতি (৮) করিবারে পাবে ভাড়াটিয়া ঘর।
হইবে যাহার যবে প্রয়োজন জলে;
অবিলম্বে মিষ্ট জল পাইবেন কলে।
যামিনীতে (৯) আলোযুক্ত সারি সারি গাড়ি;
অশ্বে টানি তারাগতি (১০) ছুটে তাড়াতাড়ি।
নিদাঘে (১১) সংযত (১২) পয়ঃ (১৩)সহিত তুষার (১৪);
পিয়ে হয় পরিতৃপ্তি (১৫) তৃষিত (১৬) জনার।

১। বিদ্যমান—বর্ত্তমান। ২। রাজধানী—রাজা বা রাজ-প্রতিনিধির নিবাস স্থান। ৩। উলিয়ম দুর্গ—কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম নামক কেল্লা। ৪। ত্রিদিব ভবন—স্বর্গ। ৫। সৌন্দর্য্য—সুন্দরতা। ৬। নিবাস—বাসস্থান। ৭। নিরন্তর—সর্ব্বদা। ৮। স্থিতি—থাকা। ৯। যামিনী—রাত্রি। ১০। তারাগতি—তারার ন্যায় দ্রুতগামী। ১১। নিদাঘ—গ্রীষ্মকাল। ১২। সংযত—জমান। ১৩। পয়ঃ—দুগ্ধ। ১৪। তুষার—বরফ। ১৫। পরিতৃপ্তি—পরিতোষিত। ১৬। তৃষিত—পিপাসিত।

গঙ্গাবক্ষে বাষ্পপোত (১) ভাসে সারি সারি ;
কি আশ্চর্য্য শোভাময় যাই বলিহারি !
তরি বক্ষে স্তম্ভ (২) শিরে গঙ্গার উপর ;
বিরাজ করিছে দেখ সেতু (৩) মনোহর।
দূর দেশ হতে বিদ্যা-ব্যবসায়ী গণ (৪) ;
বিশ্ব-বিদ্যালয়ে (৫) করে বিদ্যা উপার্জ্জন।
বিদ্যা বলে হয় কেহ পণ্ডিত প্রবর (৬) ;
ইংলণ্ডে যাইয়া কেহ হয় ব্যারিষ্টর।
শহরের কত স্থানে কত বিদ্যালয় ;
গণনা করিলে তার সঙ্খ্যা নাহি হয়।
নানাবিধ ব্যবসায়ী পণ্যাজীব গণ (৭) ;
বাণিজ্য করিয়া করে অর্থ (৮) উপার্জ্জন।
যদি কেহ চাহে সুখে কাটাতে জীবন ;
কলিকাতা নগরীতে যাউক সেজন।
বিদেশ হইতে কত ইংরাজ ফরাসী ;
সুখে আছে কলিকাতা নগরেতে আসি।
আমেরিকা, (৯) আফ্রিকা (১০), ও য়ুরোপ (১১) থাকিয়া ;
কত লোক নিবাসিছে তথায় আসিয়া।
এহেন জেলার আছে দক্ষিণ অঞ্চলে ;

১। বাষ্পপোত—কলের জাহাজ। ২। স্তম্ভ—থাম। ৩। সেতু—পুল। ৪। বিদ্যা-ব্যবসায়ী—বিদ্যাশিক্ষার্থী। ৫। বিশ্ব-বিদ্যালয়—সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার আলোচনার স্থান। ৬। প্রবর—শ্রেষ্ঠ। ৭। পণ্যাজীব—ব্যবসায়ী লোক। ৮। অর্থ—ধন। ৯। আমেরিকা—পশ্চিম ভূগোলার্দ্ধ। ১০। আফ্রিকা—পূর্ব্ব-ভূগোলার্দ্ধের একটী মহাদেশ। ১১। য়ুরোপ—পূর্ব্ব ভূগোলার্দ্ধের একটী মহাদেশ।

ডায়মণ্ড হারভার নামে চৌকি বলে।
হুগলী নদীর (১) তীরে সে চৌকি স্থাপিত ;
চিংড়ী খাল ব্যাটারিতে (২) রয়েছে রক্ষিত।
পাবকীয় (৩) অস্ত্রে পূর্ণ আছে সে ব্যাটারি ;
কামানের গোলা যার বার মন ভারি।
অরাতির (৪) রণতরী পাইলে সম্মুখে ;
প্রচণ্ড (৫) গোলায় তাহা উড়ায় খমুখে (৬)।
অই চৌকি সীমা মাঝে দেখ কুল্পী থানা ;
মুড়াগাছা নামে যাহে আছয়ে পর্গাণা।
মুড়াগাছা স্থানে বাস এ মূঢ় জনার ;
বেড়ন্দরি নামে পল্লি জন্মভূমি যার।
চারি কাল, সত্য ত্রেতা কলি ও দ্বাপরে ;
নিবাসী নিবাসে তাহে আনন্দ অন্তরে।
তারকা (৭) তথায় যেন সম (৮) পূর্ণ শশী ;
তিমির (৯) না হয় বোধ, আইলে তামসী (১০)।
মলয় (১১) অচল (১২) বাত (১৩) বহি অনুক্ষণ (১৪) ;
শোক তাপ তথাকার করিছে হরণ।
এমন সুরম্য (১৫) গ্রামে পূর্ব্ব ব্যক্তি মম ;
নামে শেখ সাদি বিজ্ঞ পুরুষ উত্তম।
জন্মস্থান যাঁর ছিল জেলা বর্দ্ধমান ;

১। হুগলী নদী—এই নদীর উপকূলে কলিকাতা স্থাপিত। ২। চিংড়ী খাল ব্যাটারি—ডায়মণ্ড হারভারের নিকটস্থ কেল্লা। ৩। পাবকীয়—আগ্নেয়। ৪। অরাতির—শত্রুর। ৫। প্রচণ্ড—প্রবল। ৬। খমুখে—শূন্যে। ৭। তারকা—তারা। ৮। সম—সমান। ৯। তিমির—অন্ধকার। ১০। তামসী—রাত্রি। ১১। মলয়—দক্ষিণাচল। ১২। অচল—পাহাড়। ১৩। বাত—বায়ু। ১৪। অনুক্ষণ—সর্ব্বদা। ১৫। সুরম্য—সুন্দর।

বর্গির (১) হাঙ্গাম কালে ত্যজিয়া সে স্থান।
পূর্ব্ব দেশে আসি এই পল্লির ভিতর ;
আবাস (২) নির্ম্মাণ (৩) তিনি করিলা সত্বর।
বহুকাল সুখে তথা করিয়া যাপন (৪) ;
দেহ ত্যজি গেলা তিনি ঋভুক্ষ সদন।
ফয়জুল্লা নামে তাঁর ছিলেন তনয় (৫) ;
বিশ্ব ছাড়ি গেলা যিনি ত্রিদিব-আলয় (৬)।
তাঁর পুত্র কালু নামে ধার্ম্মিক চূড়ান্ত ;
সময় করিল যাঁর নর-লীলা ক্ষান্ত।
আব্দুল হেলিম তাঁর তনয়ের নাম ;
ইহলোক ত্যজি যিনি গেলা স্বর্গধাম।
তাঁহার তনয় সোজা উদ্দিন নামেতে ;
ধর্ম্ম কর্ম্মে বহুকাল যাপিয়া বিশ্বেতে।
তীর্থ (৭) পর্য্যটনে (৮) করি একাগ্র (৯) মনন (১০) ;
শ্রেষ্ঠ তীর্থ মক্কাধামে করিলা গমন।
পরম পবিত্র স্থান জানিয়া মক্কায় ;
দেহ ত্যজিলেন তিনি রহিয়া তথায়।
সম্বন্ধে ছিলেন তিনি পিতামহ মম ;
ধর্ম্মশীল কাহাকে না হেরি (১১) তাঁর সম।
মম পিতা জেষ্ঠ পুত্র ছিলেন তাঁহার ;
মহম্মদ গৌহরালি নাম ছিল যাঁর।
গৌহর শব্দের অর্থ মতি মহামূল্য ;

১। বর্গি—মাহাট্টা জাতি। ২। আবাস—বাটী। ৩। নির্ম্মাণ—প্রস্তুত। ৪। যাপন—কাল ক্ষেপণ। ৫। তনয়—পুত্র। ৬। ত্রিদিব-আলয়—স্বর্গধাম। ৭। তীর্থ—পুণ্যস্থান। ৮। পর্য্যটন—ভ্রমণ। ৯। একাগ্র—একমনা। ১০। মনন—মানস। ১১। হেরি—দেখি।

মুক্তা আদি রত্ন চয় নহে যার তুল্য।
মতির সদৃশ তিনি সম্মান সহিত;
শিক্ষিত সমাজে গেলে হ'তেন গৃহিত।
কীর্ত্তির পতাকা (১) যাঁর প্রদেশ ভিতর;
অনায়াসে (২) উড্ডীন (৩) করিছে নিরন্তর (৪)।
ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি তাঁর ছিল অনুক্ষণ (৫);
এজন্য করিল মক্কা মদিনা ভ্রমণ।
সুক্রিয়া কলাপ (৬) হেতু যশঃ ঢক্কা (৭) তাঁর;
বাজিতেছে মধুর নিক্কণে (৮) অনিবার (৯)।
বুঝিয়া অন্তরে তিনি এ বিশ্ব অসার;
ত্রিদিব সদনে গেলা ছাড়িয়া সংসার।
মোরা ছয় পুত্র তাঁর এভব-ভবনে;
প্রাণেশ কৃপায় আছি জীবিত এক্ষণে।
মহম্মদ রজবালী নামে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা;
অরিন্দম (১০) মহামতি (১১) ধর্ম্মশীল দাতা।
ভ্রাতাগণ মধ্যে এই মধ্যম অধীন;
গুণের না আছে লেশ (১২) সর্ব্বগুণ হীন।
তৃতীয় নইমদ্দিন আহম্মদ নাম;
বলিয়া না শেষ হয় যাঁর গুণ গ্রাম (১৩)।
চতুর্থেতে মহম্মদ আবদুল কাদের;
ধর্ম্ম অবতার যিনি আঁধার (১৪) গুণের।

১। পতাকা—নিশান। ২। অনায়াসে—অক্লেশে। ৩। উড্ডীন—উড়ন। ৪। নিরন্তর—সর্ব্বদা। ৫। অনুক্ষণ—সর্ব্বদা। ৬। কলাপ—সমূহ। ৭। ঢক্কা—ঢাক। ৮। নিক্কণ—শব্দ। ৯। অনিবার—সর্ব্বদা। ১০। অরিন্দম—শত্রু বিজয়। ১১। মহামতি—অতিশয় বুদ্ধিমান। ১২। লেশ—চিহ্ন। ১৩। গুণগ্রাম—গুণাবলী। ১৪। আধার—পাত্র।

পঞ্চম ভ্রাতার (১) নাম মহম্মদায়াজ ;
নিপুণ (২) আছেন যিনি করিতে সুকাজ।
মজ্রু আহম্মদ নামে ষষ্ঠ ভ্রাতা মম ;
সরল স্বভাবাপন্ন গুণে অনুপম।
পিতার সযত্নে মম সর্ব্ব ভ্রাতা গণ ;
জ্ঞান ধন কিছু কিছু করিল অর্জ্জন (৩)।
প্রাণেশ (৪) প্রকাশি পূর্ণ করুণা প্রভাব (৫) ;
ভরণ পোষণে নাহি রেখেছে অভাব।
পরন্তু অরাতি (৬) কুল হইয়া বেষ্টিত (৭) ;
নিরন্তর ক্লেশ দিতে রয়েছে চেষ্টিত।
কিন্তু পরমেশ করি করুণা বিস্তর ;
রাখিয়াছে নিরাপদে (৮) নাহি কোন ডর।
অধীনের বাল্যকাল শিক্ষায় কাটিল ;
অতঃপর (৯) মানসেতে এ আশা জন্মিল।
অনধীন (১০) কোন বৃত্তি করিয়া আশ্রয় ;
সুখে রব যত দিন দেহে প্রাণ রয়।
অতএব আইন ব্যবস্থা করি শিক্ষা ;
উত্তীর্ণ (১১) হইনু দিয়া আইন পরীক্ষা।
আইনের ব্যবসায়ে আমি এইক্ষণ ;
কুশলে ও নিরাপদে যাপিছি (১২) জীবন।
বহুকাল হ'তে আছে এই অভিলাষ (১৩) ;

১। ভ্রাতার—ভাইয়ের। ২। নিপুণ—দক্ষ। ৩। অর্জ্জন—উপার্জ্জন। ৪। প্রাণেশ—ঈশ্বর। ৫। প্রভাব—ক্ষমতা। ৬। অরাতি—শত্রু। ৭। বেষ্টিত—ঘেরাযুক্ত। ৮। নিরাপদে—নির্ব্বিঘ্নে। ৯। অতঃপর—তারপর। ১০। অনধীন—স্বাধীন। ১১। উত্তীর্ণ—পার প্রাপ্ত। ১২। যাপিছি—যাপন করিতেছি। ১৩। অভিলাষ—ইচ্ছা।

কাব্য (১) এক লিখিবার করিব প্রয়াস (২)।
কিন্তু কোন রস বোধ না আছে আমার ;
সুধু মত্ত হইয়াছি ছলনে (৩) আশার।
প্রেমালাপ (৪) নাটকাদি (৫) আদিরস (৬) ভিন্ন ;
আজি কালি সমাজেতে (৭) আর সব ঘৃণ্য (৮)।
কিন্তু উহা চিরকাল যিনি সুধীজন (৯) ;
কখন না সমাদরে (১০) করেন গ্রহণ।
এই হেতু উপেক্ষিয়া (১১) সেই আদিরস ;
লিখিতে প্রয়াস পা'নু নীতি চতুর্দ্দশ।
বুধ জন (১২) স্থানে মম এই নিবেদন (১৩) ;
রচনাতে (১৪) ভ্রম যদি করেন দর্শন (১৫)।
ক্ষমা গুণে সেই ভ্রম (১৬) করি সংশোধন (১৭) ;
করিবেন নীতি বাক্য সমূহ গ্রহণ।
আশীর্ব্বাদ ! সুধী তব স্থানে এ প্রার্থনা ;
পূর্ণ হয় যেন কাব্য লেখার বাসনা।

———:০:———

১। কাব্য—কবিতাময় গ্রন্থ। ২। প্রয়াস—যত্ন। ৩। ছলনে—প্রলোভনে। ৪। প্রেমালাপ—প্রণয় উক্তি। ৫। নাটক—গীতি-কাব্য। ৬। আদিরস—প্রণয় প্রসঙ্গ। ৭। সমাজ—সভা। ৮। ঘৃণ্য—ঘৃণা জনক। ৯। সুধীজন—পণ্ডিত। ১০। সমাদরে—সযতনে। ১১। উপেক্ষিয়া—অগ্রাহ্য করিয়া। ১২। বুধজন—পণ্ডিত। ১৩। নিবেদন—প্রার্থনা। ১৪। রচনা—কাব্য বিন্যাস। ১৫। দর্শন—দেখন। ১৬। ভ্রম—ভুল। ১৭। সংশোধন—দোষ রহিত করণ।

মানব-সুহৃদ

বা

চতুর্দ্দশ নীতি-রত্ন।

—०:::०—

গ্রন্থ সূচনা (১)।

প্রাণেশ বিশ্বাসী (২) অহে প্রিয় শ্রোতা গণ !
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
মানস নিবেশি (৩) এবে করহে শ্রবণ ;
কহিতেছি আমি যাহা করিয়া যতন।
বিদ্যানিধি (৪) বিপণির (৫) বিপণী (৬) সকল ;
আর জ্ঞান বারিধির (৭) নিমজ্জক (৮) দল।
শুনিয়াছি আমি ইহা, তাঁহারা কহিল ;
বিরাট (৯) সম্রাট (১০) এক চিন রাজ্যে ছিল।
অনির্ব্বচনীয় (১১) ছিল রত্ন রাশি তাঁর ;
বিশেষ বর্ণিয়া কহে সাধ্য আছে কার।
পূর্ণ ছিল রাজকোষ (১২) রজত (১৩), কাঞ্চনে (১৪) ;
মৌক্তিক (১৫) হীরক (১৬), আর বিবিধ রতনে।
আদিত্যের (১৭) তাপ সম প্রতাপ (১৮) তাঁহার ;
অরিন্দম অরি কুলে ছিল অনিবার (১৯)।

১। সূচনা—অনুষ্ঠান। ২। প্রাণেশ বিশ্বাসী—ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন কারী। ৩। নিবেশি—স্থাপন করিয়া। ৪। বিদ্যানিধি—বিদ্যারত্ন। ৫। বিপণি—বাজার। ৬। বিপণী—বণিক। ৭। বারিধি—সমুদ্র। ৮। নিমজ্জক—ডুবুরী। ৯। বিরাট—তেজস্বী। ১০। সম্রাট—নৃপতি। ১১। অনির্ব্বচনীয়—যাহা বর্ণিয়া শেষ করা যায়না। ১২। কোষ—ভাণ্ডার। ১৩। রজত—রৌপ্য। ১৪। কাঞ্চন—স্বর্ণ। ১৫। মৌক্তিক—মুক্তা। ১৬। হীরক—হীরা। ১৭। আদিত্য—সূর্য্য। ১৮। প্রতাপ—প্রভাব। ১৯। অনিবার—সর্ব্বদা।

রেখেছিল নানাবিধ গায়ক বিহঙ্গ ;
বাজী (১) অজ (২) বৃষ (৩) আর করেণু (৪) কুরঙ্গ (৫)।
কত রাজা ছিল তাঁর অনুজ্ঞা (৬) পালক ;
আর বহু বিজ্ঞ রাজ বাচিক বাহক (৭)।
সুযোগ্য সচিব (৮) বুধ (৯) পারিষদ (১০) আর ;
সুশোভিত করে ছিল রাজসভা তাঁর।
আচার বিচার নৃপ করিত এমন ;
প্রজাপুঞ্জ তুষ্ট তাহে ছিল অনুক্ষণ।
সুশিক্ষিত চমূ (১১) এত ছিল সম্রাটের ;
অরিবৃন্দ (১২) পলাইত দম্ভেতে (১৩) তাদের।
করুণা (১৪) সুধাংশু (১৫) তাঁর বিকাশি (১৬) কিরণ ;
করিত প্রজার দুঃখ-তিমির (১৭) হরণ।
কাল-পয় (১৮) দুঃখ তক্র (১৯) করি অন্তর্হিত (২০) ;
ভুঞ্জিতে (২১) ছিলেন নৃপ সুখ-নবনীত (২২)।
সম্রাটের নাম ছিল বীরেন্দ্র বিজয় ;
যেথা যায় যশঃ পায়, সর্ব্বস্থানে জয়।
প্রধান অমাত্য (২৩) তাঁর নামটী বিদুর (২৪) ;
সর্ব্ব গুণান্বিত যিনি শাস্ত্রেতে বিদুর।

১। বাজী—অশ্ব। ২। অজ—ছাগল। ৩। বৃষ—ষাঁড়। ৪। করেণু—হস্তিনী। ৫। কুরঙ্গ—হরিণ। ৬। অনুজ্ঞা—হুকুম। ৭। বাচিক-বাহক—দূত। ৮। সচিব—মন্ত্রী। ৯। বুধ—জ্ঞানি। ১০। পারিষদ—সভাসদ। ১১। চমূ—সৈন্য। ১২। অরিবৃন্দ—শত্রু সমূহ। ১৩। দম্ভেতে—গর্ব্বেতে। ১৪। করুণা—দয়া। ১৫। সুধাংশু—চন্দ্র। ১৬। বিকাশি—প্রকাশি। ১৭। তিমির—অন্ধকার। ১৮। কাল-পয়—সময় রূপ দুগ্ধ। ১৯। দুঃখতক্র—ক্লেশ রূপ ঘোল। ২০। অন্তর্হিত—দূর। ২১। ভুঞ্জিতে—ভোগ করিতে। ২২। নবনীত—মাখন। ২৩। অমাত্য—মন্ত্রী। ২৪। বিদুর—পণ্ডিত।

বিদুরের সমুচিত (১) মন্ত্রণা (২) ব্যতিত ;
মহীপাল (৩) কভু কোন কার্য্য না করিত।
এইরূপে কিছু কাল গত হৈলে পর ;
মৃগয়ায় (৪) বাহির হইলা নৃপবর।
অনীকিনী (৫) সঙ্গে করি বীরেন্দ্র বিজয় ;
শিকার করিয়া সুখে শ্বাপদ (৬) নিচয়।
প্রাসাদে যাইতে তাঁর বাসনা হইল ;
এজন্য কটক (৭) বৃন্দে ফিরিতে কহিল।
আপনি বিদুর সহ যাইতে যাইতে ;
তাপিত (৮) হইল নৃপ তপন (৯) রশ্মিতে (১০)।
বিদুরে ডাকিয়া তবে সম্রাট তখন ;
কহে শুন মন্ত্রীবর আমার বচন।
এরূপ নিদাঘ (১১) কালে ভোগিয়া যন্ত্রণা ;
চলিয়া বিদগ্ধ (১২) হব নহে সুমন্ত্রণা।
অধিকন্তু শিবিরে (১৩) করিলে অধিষ্ঠান (১৪) ;
হইবনা স্নিগ্ধ (১৫) হবে ওষ্ঠাগত প্রাণ।
তবে যদি করি কিছু বিশ্রাম এখন ;
নিস্তার পাইব ক্লেশে বাঁচিবে জীবন।
এবার্ত্তা (১৬) শ্রবণ করি অমাত্য প্রধান ;
সানুনয়ে (১৭) কহে কিছু রাজ-সন্নিধান (১৮)।

১। সমুচিত—যথাযোগ্য। ২। মন্ত্রণা—পরামর্শ। ৩। মহীপাল—রাজা। ৪। মৃগয়া—শিকার। ৫। অনীকিনী—সৈন্য। ৬। শ্বাপদ—শিকারী পশু। ৭। কটক—সৈন্য। ৮। তাপিত—উত্তপ্ত। ৯। তপন—সূর্য্য। ১০। রশ্মিতে—কিরণেতে। ১১। নিদাঘ—গ্রীষ্মকাল। ১২। বিদগ্ধ—তাপিত। ১৩। শিবিরে—তাম্বুতে। ১৪। অধিষ্ঠান—স্থিতি। ১৫। স্নিগ্ধ—শীতল। ১৬। বার্ত্তা—কথা। ১৭। সানুনয়ে—বিনয় করিয়া। ১৮। সন্নিধান—নিকট।

নয়ন বিস্ফারি (১) হের শৈল (২) নৃপবর;
ব্যোম-(৩) ভেদী (৪) অই যার উত্তুঙ্গ (৫) শেখর (৬)।
ছায়াকর মহীরুহ (৭) বিস্তর সেখানে;
স্নিগ্ধ সমীরণ (৮) সহ পান্থকে আহ্বানে (৯)।
এস মহারাজ করি সে স্থানে গমন;
এ নিদাঘে স্নিগ্ধ হবে বাঁচিবে জীবন।
এ বার্ত্তা মধুর ভাবে কহিলে বিদুর;
হেরে নৃপ শৈল,(১০) কাছে, নহে তাহা দূর।
অক্ষৌহিনী (১১) সঙ্গে করি সম্রাট (১২) ত্বরায়;
সচিবের উপদেশে শৈল-দেশে (১৩) যায়।
উপনীত (১৪) হৈলে নৃপ গিরি (১৫) পাদ-দেশে (১৬);
ভৃত্যেরা আসন পাতে মন্ত্রীর আদেশে।
নিবিড় (১৭) পর্ণের (১৮) এক ভূরুহ (১৯) ছায়ায়;
রাজাসন (২০) অধিষ্ঠিত (২১) হইল ত্বরায়।
সে আসনে উপবিষ্ট (২২) রহি কতক্ষণ;
স্নিগ্ধ (২৩) হৈল করি নৃপ অনিল (২৪) সেবন।
অতঃপর মহীপাল বিদুরে লইয়া;

১। বিস্ফারি—প্রকাশি, অর্থাৎ খুলিয়া। ২। শৈল—পর্ব্বত। ৩। ব্যোম—মেঘ। ৪। ভেদী—ভেদকারী। ৫। উত্তুঙ্গ—উন্নত। ৬। শেখরে—চূড়াতে। ৭। মহীরুহ—বৃক্ষ। ৮। সমীরণ—বাতাস। ৯। আহ্বানে—ডাকে। ১০। শৈল—পর্ব্বত। ১১। অক্ষৌহিনী—সেনার সংখ্যা বিশেষ। ১২। সম্রাট—নরপতি। ১৩। দেশে—স্থানে। ১৪। উপনীত—উপস্থিত। ১৫। গিরি—পর্ব্বত। ১৬। পাদদেশে—মূলে। ১৭। নিবিড়—ঘন। ১৮। পর্ণের—পত্রের। ১৯। ভূরুহ—বৃক্ষ। ২০। রাজাসন—রাজার আসন। ২১। অধিষ্ঠিত—স্থাপিত। ২২। উপবিষ্ট—বসিত, স্থাপিত। ২৩। স্নিগ্ধ—শীতল। ২৪। অনিল—বায়ু।

ইতস্ততঃ (১) সেই স্থানে বেড়ায় ভ্রমিয়া (২)।
নিসর্গের (৩) শোভা কত লাগিল হেরিতে;
অপারক হইলাম সে শোভা বর্ণিতে।
বিবিধ প্রসূনে (৪) ছিল সেস্থান সজ্জিত (৫);
সমালী (৬) সদৃশ দৃশ্য (৭) কিবা কুসুমিত (৮)।
নরপতি (৯) সেই স্থানে ভ্রমিতে ভ্রমিতে;
অদ্ভুত (১০) পাদপ (১১) এক পাইল দেখিতে।
পর্ণহীন (১২) দ্রুম (১৩) সেটি সুধু শাখাধারী;
অপূর্ব্ব আকৃতি তার যাই বলিহারি।
কুব্জ (১৪) রূপ সম সেই বৃক্ষ ছিল বক্র (১৫);
অধ উর্দ্ধ কোণ তার যেন ঠিক নক্র (১৬)।
পেয়ে সে শাখীর (১৭) এক কোটরে আশ্রয়;
সুধা-চক্র (১৮) রচেছিল সরঘা (১৯) নিচয়।
সে খোঁড়লে মক্ষিকার বন্ বন্ স্বর;
বিস্মিত (২০) হইয়াছিল শুনি নৃপবর।
ইতিপূর্ব্বে না হেরিল মৌমাছি কখন;
এজন্য বিদুরে ভূপ জিজ্ঞাসে তখন।
বিশেষ করিয়া কহ শুনি মন্ত্রীবর;

১। ইতস্ততঃ—এখানে সেখানে। ২। ভ্রমিয়া—ভ্রমণ করিয়া। ৩। নিসর্গের—স্বভাবের। ৪। প্রসূন—পুষ্প। ৫। সজ্জিত—ভূষিত। ৬। সমালী—ফুলের তোড়া। ৭। দৃশ্য—সুন্দর। ৮। কুসুমিত—ফুলময়। ৯। নরপতি—রাজা। ১০। অদ্ভুত—অপরূপ। ১১। পাদপ—বৃক্ষ। ১২। পর্ণহীন—পত্রহীন। ১৩। দ্রুম—বৃক্ষ। ১৪। কুব্জ—কুঁজা। ১৫। বক্র—বাঁকা। ১৬। নক্র—কুম্ভীর। ১৭। শাখীর—বৃক্ষের। ১৮। সুধা-চক্র মৌচাক। ১৯। সরঘা—মৌমাছি। ২০। বিস্মিত—আশ্চর্য্যান্বিত।

কি হেতু ঐ লঘু-পক্ষ (১) পতঙ্গ (২) নিকর।
সমবেত (৩) হয়ে সবে শাখীতে তথায়;
সাধন করিছে কর্ম্ম কাহার আজ্ঞায়।
এবার্ত্তা (৪) শুনিয়া তবে অমাত্য বিদুর;
কহে শুন পতঙ্গের বাচিক (৫) প্রচুর (৬)।
প্রাণেশের সৃষ্টিতে উহারা একপ্রাণী;
স্বল্পশ্রমী বহুলাভী ইহা ঠিক জানি।
উহাদের আছে এক রাজা বর্ত্তমান;
মহামতি বিজ্ঞ (৭) যার নাম সূক্ষ্মজ্ঞান।
শিক্থকের (৮) সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া;
সচিব বেষ্টিত হয়ে রহে সে বসিয়া।
সভাসদ গণ তার সুবুধ (৯) এমন;
মোমেতে গঠন করে প্রকোষ্ঠ (১০) আপন।
হেরিনু (১১) তাদের যাহা কার্য্য নিপুণতা (১২);
বর্ণিয়া কি কব নৃপ তাহার বারতা (১৩)।
বিনা যন্ত্রে (১৪) সেইরূপ প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ;
করিতে নারিবে নরে করি অনুমান (১৫)।
তাহাদের গৃহ হয় গঠিত যখন;
নৃপ তাহাদিগে আজ্ঞা করেন তখন।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তোমরা রহিবে;
পবিত্র (১৬) সুখাদ্য দ্রব্য আহার করিবে।

১। লঘু পক্ষ—হাল্কা ডানাযুক্ত। ২। পতঙ্গ—পোকা। ৩। সমবেত—একত্রিত। ৪। বার্ত্তা—কথা। ৫। বাচিক—কথা, বৃত্তান্ত। ৬। প্রচুর—বহু। ৭। বিজ্ঞ—জ্ঞানি। ৮। শিক্থকের—মোমের। ৯। সুবুধ—জ্ঞানি। ১০। প্রকোষ্ঠ—কুঠরি। ১১। হেরিনু—দেখিনু। ১২। নিপুণতা—দক্ষতা। ১৩। বারতা—কথা। ১৪। যন্ত্রে—কলে। ১৫। অনুমান—আন্দাজ। ১৬। পবিত্র—শুদ্ধ।

এজন্য ঐ লঘু-পক্ষ পতঙ্গ নিকর;
সুগন্ধ প্রসূনে সুধু ভ্রমে নিরন্তর।
পরাগ (১) ও রস (২) সেই প্রসূন হইতে;
নিয়ত চেষ্টিত থাকে সংগ্রহ (৩) করিতে।
শিক্‌থক ও সুধা মোরা যাহাদিকে বলি;
আহরণ করে তারা সেই দ্রব্যাবলি।
প্রকোষ্ঠে তাহারা যবে আসে সারি সারি।
পরখিয়া (৪) লয় সবে রাজ-প্রতিহারী (৫)।
অনুজ্ঞা-পালক (৬) যাকে দ্বার-পাল (৭) পায়;
প্রকোষ্ঠে পশিতে (৮) দেয় আবাধে তাহায়।
ভূপের (৯) অবাধ্য যাকে দেখে দ্বারপাল (১০);
রাজ অনুজ্ঞায় (১১) তার ঘটায় জঞ্জাল (১২)।
কোন রাজ প্রহরীর (১৩) শৈথিল্য (১৪) কারণ;
অবাধ্য মক্ষিকা চক্রে (১৫) করিলে পশন (১৬)।
মধুমক্ষিকার রাজা সেই মক্ষিকারে;
অবিলম্বে বহু কষ্ট দিয়া প্রাণে মারে।
পরে সেই প্রহরীর বধিয়া জীবন;
করে রাজা দৌবারিক (১৭) নিযুক্ত নূতন।
অপর প্রকোষ্ঠে যদি চাহে পশিবারে;

১। পরাগ—পুষ্প রেণু। ২। রস—অর্থাৎ মধু। ৩। সংগ্রহ—যোগাড়। ৪। পরখিয়া—পরীক্ষা করিয়া। ৫। প্রতিহারী—প্রহরী। ৬। অনুজ্ঞা-পালক—আজ্ঞা পালনকারী। ৭। দ্বারপাল—দ্বারবান। ৮। পশিতে—প্রবেশ করিতে। ৯। ভূপের—রাজার। ১০। দ্বারপাল—দ্বারবান। ১১। অনুজ্ঞায়—আজ্ঞায়। ১২। জঞ্জাল—বিপদ। ১৩। প্রহরী—দ্বারবান। ১৪। শৈথিল্য—আলস্য। ১৫। চক্র—চাক। ১৬। পশন—প্রবেশ। ১৭ দৌবারিক—দ্বারবান।

প্রহরী না দেয় তাহা কোন মক্ষিকারে।
এতেক কহিল যদি বিদুর সচিব;
ফুটিল ভূপের তাহে আনন্দ রাজীব (১)।
অতঃপর (২) মহীপাল বীরেন্দ্র বিজয়;
সেই কুঞ্জবৃক্ষ তলে উপনীত (৩) হয়।
সেখানে যাইয়া হেরে সরঘা (৪) নিকর;
ভ্রমিতেছে প্রভঞ্জন (৫) রথে (৬) নিরন্তর।
পীযুষ (৭) পূরিত পয় প্রসূন হইতে;
সংগ্রহ করিয়া সুখে পাইছে পানিতে (৮)।
কেহ কার প্রতি তারা না হৈয়া বিমুখ (৯);
পরস্পর খুজিতেছে সকলের সুখ।
সক্ষম থাকিয়া সবে করিতে দংশন;
কেহ কার নাহি করে শরীর স্পর্শন।
এই সব সুপদ্ধতি (১০) দেখিয়া তাদের;
বিস্ময় (১১) উদয় হৈল অন্তরে নৃপের।
অতঃপর নরপতি বীরেন্দ্র বিজয়;
সচিব প্রবরে কিছু সম্বোধিয়া (১২) কয়।
হের হে অমাত্য এই পতঙ্গ (১৩) নিকর;
দংশিতে সক্ষম সবে আছে নিরন্তর।
কিন্তু এই মাছিগণ রহি এক স্থানে;
মরম-বেদনা (১৪) নাহি দেয় কারো প্রাণে।

১। রাজীব—পদ্ম। ২। অতঃপর—তারপর। ৩। উপনীত—উপস্থিত। ৪। সরঘা—মৌমাছি। ৫। প্রভঞ্জন—বায়ু। ৬। রথে—স্যন্দনে। ৭। পীযুষ—সুধা। ৮। পানিতে—পান করিতে। ৯। বিমুখ—অপ্রসন্ন। ১০। সুপদ্ধতি—সুনিয়ম। ১১। বিস্ময়—আশ্চর্য্য। ১২। সম্বোধিয়া—ডাকিয়া। ১৩। পতঙ্গ—কীট বিশেষ। ১৪। মরম-বেদনা—মানসিক ক্লেশ।

পরন্তু মানব গণে দেখি এ প্রকার ;
স্বজাতিকে প্রদানিছে (১) ক্লেশ অনিবার (২)।
এই মনুষ্যতা শূন্য ক্রিয়ার কারণা (৩) ;
মানবের প্রতি হয় দুখ বরিষণ (৪)।
এবার্ত্তা শুনিয়া তবে অমাত্য প্রবর ;
কহে শুন লোকনাথ (৫) করুণা সাগর (৬)।
অই যে সরঘা কুল যাহা হেরিলেন ;
সমান স্বভাবে সবে ঈশ (৭) সৃজিলেন।
কিন্তু নর ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি সহিত ;
পরমেশ করুণায় হইল সৃজিত।
এই হেতু ব্যবস্থা (৮) ও মত মানবের ;
বিভিন্ন হইল বিশ্বে (৯) হেরি সকলের।
কেহ বা বিজ্ঞান (১০) বলে পায় দিব্য জ্ঞান (১১) ;
কেহ বা মূর্খতা পূর্ণ বিষম অজ্ঞান।
বিজ্ঞান বারিধি (১২) প্রায় কাহার অন্তর (১৩) ;
অজ্ঞানতা মরু সম (১৪) কেহ নিরন্তর।
কাহার কীর্ত্তির (১৫) লোকে করিছে কীর্ত্তন (১৬) ;
সুক্রিয়া কলাপ (১৭) যার রহিবে স্মরণ।
কেহ কেহ লালসার ছলনে (১৮) পড়িয়া ;

১। প্রদানিছে—দিতেছে। ২। অনিবার—সর্ব্বদা। ৩। ক্রিয়ার-কারণ—কর্ম্মের হেতু। ৪। বরিষণ—বর্ষণ। ৫। লোকনাথ—রাজা। ৬। করুণা-সাগর—দয়ার সাগর। ৭। ঈশ—ঈশ্বর। ৮। ব্যবস্থা—বিধান। ৯। বিশ্বে—পৃথিবীতে। ১০। বিজ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞান। ১১। দিব্যজ্ঞান—চমৎকার জ্ঞান। ১২। বারিধি—সমুদ্র। ১৩। অন্তর—মন। ১৪। মরুসম—মরুভূমির ন্যায়। ১৫। কীর্ত্তির—যশের। ১৬। কীর্ত্তন—গান। ১৭। কলাপ—সমূহ। ১৮। লালসার ছলনে—লোভের ছলে।

সুরতে (১) ও সীধু (২) পানে রয়েছে মাতিয়া।
কুক্রিয়ার ঢক্কা তার কঠোর (৩) নিক্কণ;
করি, সদা ত্যক্ত করে সুধীর শ্রবণ।
চির-স্মরণীয় (৪) সেই কুকীর্ত্তি কলাপ;
না বুঝিয়া করে নরে হেন কর্ম্ম পাপ।
এতেক শুনিল যদি বীরেন্দ্র বিজয়;
বিদুর সচিব প্রতি আশু (৫) ইহা কয়।
শুনহ করহে মন্ত্রী আমার বচন;
সযতনে মম বার্ত্তা রাখিও স্মরণ।
সুকীর্ত্তির কুকীর্ত্তির মানব নিকর;
বর্ণনা করিলে যাহা আমার গোচর।
এই দুই শ্রেণীবদ্ধ (৬) মানব হইতে;
সুখী হবে তাঁহারা এ বিশাল (৭) মহীতে।
যাঁহারা বিচ্ছিন্ন করি সহবাস (৮) পাশ (৯);
জনশূন্য (১০) স্থানে গিয়া করিয়া নিবাস।
করিছেন পরমেশ গুণানুকীর্ত্তন (১১);
বুঝিয়াছি তাঁহারাই সুখী সর্ব্বক্ষণ।
শুনিয়াছিলাম এই বাক্য অভিরাম (১২);
সহবাসে হয় নর সুখী অবিরাম (১৩)।
আজি হৈতে ইহা আমি জেনেছি অন্তরে;
সহবাসে সুখী না হইবে কভু নরে।

১। সুরতে—রতি ক্রিয়ায়। ২। সীধু—মদিরা। ৩। কঠোর—কঠিন। ৪। চির স্মরণীয়—চিরকাল স্মরণ যোগ্য। ৫। আশু—শীঘ্র। ৬। শ্রেণীবদ্ধ—দলবদ্ধ। ৭। বিশাল—বৃহৎ। ৮। সহবাস—সংসর্গ। ৯। পাশ—রজ্জু। ১০। জনশূন্য—নির্জ্জন। ১১। গুণানুকীর্ত্তন—গুণ গান। ১২। অভিরাম—মনোরম। ১৩। অবিরাম—সর্ব্বদা।

কিন্তু একা একা যদি রহে নরগণ ;
পরম সুখেতে তবে যাপিবে জীবন।
নিরজন স্থান সদা সুধার ভাণ্ডার (১) ;
না বুঝিবে সহবাসী নরে সে ব্যাপার।
বিদুর শ্রবণ করি ভূপালের কথা ;
কহে নৃপ প্রকাশিলে যাহা তাহা যথা।
তার হেতু, সহবাস দুখের আলয় (২) ;
সহবাসী মানবেরা সুখী কভু নয়।
নির্জ্জন আবাস ঠিক বিপরীত (৩) তার ;
শ্রান্তি (৪) বিনাশক (৫) আর শান্তির আগার (৬)
পরন্তু মানব শ্রেষ্ঠ সুবুধ যাঁহারা ;
বর্ণিয়াছে নীতি শাস্ত্রে এরূপ তাঁহারা।
সাধু সহবাস আর সংসর্গ সুধীর ;
নির্জ্জন আবাস হৈতে শ্রেষ্ঠ ইহা স্থির।
অজ্ঞের সংসর্গ হৈতে বায়থানুক্ষণ (৭) ;
বুধজন উক্তি উহা সুখের সদন।
বিজ্ঞতা, সাধুতা, আর মনুষ্যতা ধন ;
সহবাস বিনা সিদ্ধ হয় না কখন।
মানবের প্রকৃতি ও আহার বিহার ;
হেরিয়া প্রতীতি (৮) হয় মনে এ প্রকার।
পরস্পর আনুকূল্য বিনা নরগণ ;

১। ভাণ্ডার—ভাঁড়ার, কোষ। ২। আলয়—বাটী। ৩। বিপরীত—উল্টা। ৪। শ্রান্তি—শ্রম। ৫। বিনাশক—নাশকারক। ৬। আগার—বাটী। ৭। বায়থানুক্ষণ—(বায়থা-অনুক্ষণ), বায়থা—নির্জ্জন স্থান ; অনুক্ষণ—সর্ব্বদা। ৮। প্রতীতি—বোধ।

কোন ক্রিয়া নারিবে করিতে সম্পাদন।
একি খাদ্য আহরণ করিতে নিয়ত ;
কতজন সাহায্য করিছে তাহে কত।
অয়স্কার (১), কুম্ভকার, তৈলি ও কৃষক।
সূত্রধর (২), ধীবর ও সুযোগ্য পাচক ;
উহাদের পরস্পর সাহায্য ব্যতিত ;
কভু না হইত ভক্ষ্য দ্রব্য আহরিত।
একি নর দ্বারা এই ক্রিয়া সমুদয় ;
নিষ্পাদিত হইবে না জানিবে নিশ্চয়।
এ অবস্থা মানবের হেরি বুঝি চিতে ;
নরে নরে রত রবে সাহায্য করিতে।
এই হেতু মহীপাল করি নিবেদন ;
এ সব ক্রিয়ায় দৃষ্টি রাখ অনুক্ষণ।
সচিবের নীতিবাক্য করিয়া শ্রবণ ;
বীরেন্দ্র বিজয় বলে বিদুরে তখন।
শুনহে অমাত্য বুধ মম এ বারতা ;
তব বাক্যে আমি না করিব পোষকতা।
যেহেতু চলিত যদি রহে সঙ্গি প্রথা ;
কষ্টের কারণ হবে নরের সর্ব্বথা।
তাহার নিগূঢ় শুন আমার গোচর ;
তব লাগি প্রকাশিয়া কহিছি সত্বর।
ধরাধামে সহবাসে রহিয়া যেজন ;
মহাত্য হইবে করি অর্থ উপার্জ্জন।
ক্রমে ক্রমে লোলুপ হইয়া সেইজন ;

অয়স্কার—কর্ম্মকার। ২। সূত্রধর—ছুঁতার মিস্ত্রি

রত রবে করিবারে দরিদ্র পীড়ন।
কিন্তু যদি সেই নর সংসর্গ ত্যাজিয়া;
নিরজন স্থানে স্থিতি করে মন দিয়া।
তাহা হলে উপদ্রব (১) রূপ হুতাশন (২);
কোন জনে দগ্ধ নাহি করিবে কখন।
সব প্রথা লুপ্ত (৩) হ'লে অবনী মাঝার;
দৌরাত্ম্য হবেনা আর উপরে কাহার।
বিদুর শুনিয়া সেই রাজ উপদেশ;
নৃপালের (৪) প্রতি কহে শুন সবিশেষ।
যা কহিলে সত্য বটে হে মহারাজন!
নিরজন বাসী নর সুখী সর্ব্বক্ষণ।
কিন্তু প্রভো! আছে এক ক্রিয়া এ প্রকার;
করিলে সে কর্ম্ম সুখী হইবে সংসার।
সংসর্গে (৫) রহিলে নয়ে ক্লেশ না পাইবে;
মানব জীবন তার সুখেতে কাটিবে।
কলহ ও লোভ ত্যাগ করি নরগণ;
স্বীয় অবস্থাতে তুষ্ট রবে অনুক্ষণ।
সে ক্রিয়ার সার কথা শুনহে রাজন!
বিশ্বে তাহা ব্যবস্থা (৬) ও বিচার আসন।
অর্থাৎ প্রাণেশ এই অবনী ভিতর;
যাঁহাদিকে দেখে বুধ কারুণিক (৭) নর।
সেই সব মহা প্রাজ্ঞ (৮) মানব নিকরে (৯);
অনুকম্পা করি আশু লোকনাথ (১০) করে।

১। উপদ্রব—উৎপাত। ২। হুতাশন—অগ্নি। ৩। লুপ্ত—লোপপ্রাপ্ত। ৪। নৃপাল—রাজা। ৫। সংসর্গ—সহবাস। ৬। ব্যবস্থা—বিধান। ৭। কারুণিক—দয়ালু। ৮। প্রাজ্ঞ—পণ্ডিত। ৯। নিকর—সমূহ। ১০। লোকনাথ—রাজা।

হয় যবে লোকপাল (১) তাঁহারা ধরায় ;
সারগর্ভ (২) বিধিবদ্ধ করিয়া ত্বরায়।
সুদূরদর্শিতা আর সূক্ষ্ম জ্ঞান সহ ;—
প্রজাপুঞ্জে সুশাসনে রাখে অহরহ (৩)।
দুর্ব্বলের প্রতি যদি কোন বলীজন ;
দৌরাত্ম্যের কর (৪) করে বলে সঞ্চালন।
প্রাজ্ঞ (৫) নৃপগণ সেই দুরাত্মার কর ;
কঠোর দণ্ডেতে চূর্ণ করেন সত্বর।
প্রচলিত রহে যদি রাজ-সুশাসন ;
কষ্ট ক্লেশ শূন্য হৈয়া ক্লিষ্ট নরগণ,—
অই সব লঘুপক্ষ পতঙ্গ সদৃশ ;
জীবন যাপিবে, সুখে রবে অহর্নিশ (৬)।
যদি কোন নরপতি বিপরীত তার ;
স্বীয় বর্ষে (৭) কুশাসন করিয়া প্রচার।
করেন আপন চিত্ত লালসা মণ্ডিত (৮) ;
ঐশ্বরিক (৯) দণ্ডে তিনি হবেন দণ্ডিত।
অচিরে তাঁহার বর্ষ বিনষ্ট হইবে ;
রক্ষিতে চেষ্টিলে তাহা কদাচ নারিবে।
এসব বৃত্তান্ত যদি কহিল বিদুর ;
শুনি তুষ্ট হইলেন নৃপাল চতুর।
অতঃপর কহে ভূপ বিদুরের প্রতি ;
মমবাক্য শুন অহে মন্ত্রী মহামতি !

১। লোকপাল—রাজা। ২। সারগর্ভ—হিতজনক। ৩। অহরহ—দিবারাত্র। ৪। কর—হস্ত। ৫। প্রাজ্ঞ—জ্ঞানি। ৬। অহর্নিশ—দিবারাত্র। ৭। বর্ষ—রাজত্ব। ৮। মণ্ডিত—ভূষিত। ৯। ঐশ্বরিক—ঈশ্বর সম্বন্ধীয়।

সুনৃপের করিলে যা গুণানুকীর্ত্তন ;
আর যাহা রাজনীতি করিলে বর্ণন।
বিস্তৃত বৃত্তান্ত সেইরূপ ভূপতির ;
শুনাইয়া কর মোর মানস সুস্থির।
ঔৎসুক্য (১) বাড়িয়াছে তাহারি কারণ ;
সবিশেষ কহি কর মানস রঞ্জন।
শ্রবণ করিয়া এই অনুজ্ঞা রাজার ;
বিদুর কহিল তবে সমীপে তাঁহার।
বুঝিয়াছি চিত্তে ইহা নৃপ মহাভাগ (২) ;
শুনিতে সে বার্ত্তা তব হৈল অনুরাগ।
অতএব কহি সেই মধুর কথন ;
মনযোগে শুন নৃপ করিয়া যতন।
ধরাধামে সেই ধন্য ধরণী ঈশ্বর (৩) ;
বুঝে যিনি কাল-সিন্ধু-ঊর্ম্মি (৪) নিরন্তর।
যাঁহার রাজত্ব রূপ বিমল আকাশে ;
সদা নীতি পূর্ণ বিধি শশাঙ্ক (৫) বিকাশে।
অবগত হন যিনি অবস্থা প্রজার ;
সুখী তারা কিম্বা দুঃখে আছে অনিবার (৬)।
প্রত্যেক ব্যক্তিকে যিনি রাখি যোগ্য পদে ;
স্বরাজ্য শাসন করে রহি নিরাপদে।
কুপ্রবৃত্তি লোভপূর্ণ যাদের অন্তর ;
আর যারা প্রবঞ্চক (৭) বিষম তস্কর।

১। ঔৎসুক্য—ব্যস্ততা। ২। মহাভাগ—সৌভাগ্যযুক্ত। ৩। ধরণী-ঈশ্বর—রাজা। ৪। কাল-সিন্ধু-ঊর্ম্মি—সময় রূপ সমুদ্রের তরঙ্গ রূপ বিপদ সঙ্কুল ঘটনা। ৫। শশাঙ্ক—চন্দ্র। ৬। অনিবার—সর্ব্বদা। ৭। প্রবঞ্চক—প্রতারক

স্থূলদর্শী (১) মিথ্যুক ও কর্ণেজপগণ (২);
হৃদয় যাদের নহে সরল কখন।
স্বার্থপর (৩) কুস্বভাব সম্পন্ন যাহারা;
সে নৃপ শাসনে হয় সরল তাহারা।
অর্থাৎ সুনৃপ যিনি এ ভবভবনে (৪);
রাজ দণ্ডে চূর্ণ করে সেই ব্যক্তিগণে।
নীতি পূর্ণ বিধিবদ্ধ করি সে ভূপতি;
নিরন্তর দৃষ্টি রাখে স্বরাজ্যের প্রতি।
সুবুধ সচিব সভা করিয়া গঠন;
সুমন্ত্রণা তাহাদের লয়ে অনুক্ষণ।
আপনার রাজ্য তিনি করেন শাসন;
ঘটেনা তাঁহার রাজ্যে বিপদ কখন।
কভু তাঁর বর্ষতরু (৫) শত্রু সমীরণ;—
বহিয়া নারিবে বিশ্বে (৬) করিতে পাতন।
আর তাঁর অনিবার্য্য পরাক্রমাচল (৭);
অরাতি ভাস্কর (৮) অতি করিয়া কৌশল।
কাটিয়া বিচল নাহি করিতে পারিবে;
গগন সদৃশ স্থায়ী রবেতা মহীতে।
মৃত্তিকা, মরুত (৯), ব্যোম (১০), অম্বু (১১) ও অনল (১২);
অক্ষয় অনন্ত কাল যথা এ সকল।
সেই রূপ বিজ্ঞ মহীপালের রাজত্ব;

১। স্থূলদর্শী—নির্ব্বোধ। ২। কর্ণেজপগণ—ঠকগণ। ৩। স্বার্থপর—আত্ম-গ্রাহী। ৪। ভবভবন—পৃথিবী। ৫। বর্ষতরু—রাজত্ব রূপ বৃক্ষ। ৬। বিশ্ব—পৃথিবী। ৭। পরাক্রমাচল—ক্ষমতা রূপ পর্ব্বত। ৮। ভাস্কর—প্রস্তর-শিল্পী। ৯। মরুত—বায়ু। ১০। ব্যোম—শূন্য। ১১। অম্বু—জল। ১২। অনল—অগ্নি।

বিলীন (১) হবেনা কভু থাকিতে এ মর্ত্ত (২)।
গরিমা-প্রতিষ্ঠা (৩) স্রোত ধরায় তাঁহার ;
প্রবাহিত অবাধে রহিবে অনিবার।
যশঃ স্রোতস্বিনী (৪) তাঁর কভু কাল রবি,—
শুকাতে নারিবে, দীপ্ত (৫) রবে যার ছবি।
যেমন সুবুধ ভূপ ভুবন বিজয় ;
সৃজন করিয়া নীতি পূর্ণ বিধি চয়।
মহামতি সন্ন্যাসীর উপদেশ বলে ;
রাজত্ব করিয়াছিল অবনী মণ্ডলে।
বহুকাল কাটি বিশ্বে স্বরাজ্য শাসনে ;
চরমে চলিয়া গেলা ঋভুক্ষ সদনে।
যাঁর যশঃ সরোজিনী (৬) রাজনীতি (৭) সর (৮) ;
সুশোভিত করিতেছে দেখ নিরন্তর।
রাজ্য সুশাসন-খ্যাতি এ বিশ্ব সংসারে ;
রেখেছে অমর করি চিরকাল যাঁরে।
রাজনীতি বলে সূক্ষ্ম করিতে বিচার ;
বিশ্বে কোন নৃপ নাহি সদৃশ তাঁহার।
শুনি আখ্যা (৯) ভুবন বিজয় নৃপতির ;
বিশেষণ শুনি পুনঃ বুধ সন্ন্যাসীর।
মহা আনন্দিত হৈয়া বীরেন্দ্র বিজয় ;
অবিলম্বে অমাত্য বিদুরে ইহা কয়।

১। বিলীন—ক্ষয়। ২। মর্ত্ত—পৃথিবী। ৩। গরিমা-প্রতিষ্ঠা—গৌরব কীর্ত্তি। ৪। স্রোতস্বিনী—নদী। ৫। দীপ্ত—উজ্জ্বল। ৬। সরোজিনী—পদ্ম। ৭। রাজনীতি—রাজকার্য্য চালাইবার নিয়ম। ৮। সর—জলাশয়। ৯। আখ্যা—নাম।

বাসনা শুনিতে মম সে মিষ্ট ভারতী (১) ;
ভুবন বিজয় ছিল কেমন ভূপতি।
মহামতি যোগীবর নীতিজ্ঞ কিরূপ ;
তৃপ্ত কর শুনায়ে সে বার্ত্তা অপরূপ।
এতেক শ্রবণ করি সচিব বিদুর ;
কহে শুন নৃপ সেই ভারতী মধুর।
মহম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি।
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।

—:—

মহীপাল ভুবন বিজয়ের বিবরণ।

প্রাণেশ-বিশ্বাসী অহে প্রিয় শ্রোতাগণ ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
শ্রবণ করহে এবে সে মিষ্ট ভারতী ;
কহিল অমাত্য যাহা নৃপালের (২) প্রতি।
বিদুর (৩) বিদুর তবে ভূপের গোচর ;
অতি সাবধানে ইহা বর্ণিছে সত্বর।
শুন ওহে মহাপ্রাজ্ঞ নৃপতি সুভাগ (৪) ;
কহি সে ভারতী যাহে তব অনুরাগ।
কাকলী (৫) সংযুক্ত বাক্য শাখী বাসী শুক ;
আর বাক চাতুরির বিজ্ঞ বলিভুক (৬)।
কহিল তাহারা ইহা মম সন্নিধানে ;
মহারাজ ছিল এক পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে।
ভুবন বিজয় ছিল নাম ভূপতির ;

১। ভারতী—কথা। ২। নৃপাল—রাজা। ৩। বিদুর—বিজ্ঞ। ৪। সুভাগ—সৌভাগ্য যুক্ত। ৫। কাকলী—সূক্ষ্ম মধুরস্ফুট ধ্বনি। ৬। বলিভুক—কাক

প্রবল প্রতাপ আর নিতান্ত সুধীর।
সুবর্ণ বিবর্ণ হ'ত সুবর্ণে তাঁহার;
বর্ণিতে নারিনু সেই বর্ণের আকার।
তুলনা কি দিব তাঁর কি আছে মহীতে;
অদ্বিতীয় অনুপম বিশাল বুদ্ধিতে।
বিপুল ঐশ্বর্য্য ছিল গ্রহ অনুকূল;
নির্ম্মূল করিত শত্রু হয়ে প্রতিকূল।
অগণ্য কটক ছিল সুরীতি শিক্ষিত;
যোধনে (১) নিপুণ সবে হইত লক্ষিত।
লৌহ ও আগ্নেয় অস্ত্র সমরে অটল;
বলে তাহাদের হ'ত অচল বিচল।
গিরিবৎ (২) ঐরাবত (৩) অযুত (৪) তাঁহার;
সুরঙ্গ (৫) তুরঙ্গ (৬) কত কি কহিব আর।
সুবুধ সচিব; আর বিজ্ঞ সভাসদ;
সুশিক্ষিত ছিল সবে শাস্ত্র বিশারদ (৭)।
আভরণ (৮) ছিল সবে ভূপের সভার;
অলঙ্কৃত করেছিল রাজসভা তাঁর।
সুনীতি ভূষণে শোভে সিংহাসন যাঁর;
আচার বিচার তাঁর কি বর্ণিব আর।
বেড়ি বৈরিব্রজে (৯) দিয়া শত প্রসরণ (১০);
কটাক্ষে তা সবে তিনি করিত নিধন।

১। যোধন—যুদ্ধ। ২। গিরিবৎ—পর্ব্বত সদৃশ। ৩। ঐরাবত—হস্তী। ৪। অযুত—দশ হাজার। ৫। সুরঙ্গ—সুন্দর। ৬। তুরঙ্গ—অশ্ব। ৭। বিশারদ—নিপুণ। ৮। আভরণ—অলঙ্কার। ৯। বৈরিব্রজে—শত্রু সমূহে। ১০। প্রসরণ—সৈন্যাদির চতুর্দ্দিকে ব্যাপন

সুতবৎ (১) প্রজাকুল করিত পালন;
কার তাহে নাহি ছিল দুখান্বিত (২) মন।
চিত্তঈপ্সা (৩) হত তাঁর সময়ে সাধিত;
কখন না হইতেন বাঞ্ছাতে বঞ্চিত।
এহেন ঐশ্বর্য্য পদে রহি মহারাজ;
সম্পাদন করিতেন সদা ধর্ম্ম কাজ।
একদা মানসে তাঁর হইল বাসনা;
প্রমোদ উৎসব কোন করিতে যোজনা।
বিরাট (৪) সমজ্যা (৫) এক করিল আহ্বান;
সুমন্দ বহিল তাহে আনন্দ তুফান।
সুস্বর মিলিত গীত গায়ক সুতানে;
মোহিল মানস তার যে ছিল সেখানে।
উল্লাসিত হ'ল চিত সঙ্গীতে, রাজার;—
মনোকষ্ট দূর হৈল স্পষ্টরূপে তাঁর।
হেনকালে নীতিকথা নৃপাল শুনিতে;
শ্রবণ-পিপাসা তাঁর উথলিল চিতে।
সুবুধ সচিব আর সভাসদ গণ;
সুবুদ্ধি রচিত কথা রাজাজ্ঞায় কন।
বলিতে বলিতে সবে সুনীতি বচন;
বর্ণিতে লাগিল কেহ নর বিশেষণ।
নৃগুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুদান শীলতা;
কহিলেন কেহ এই অমীয় বারতা (৬)।
যেহেতু এ বিশেষণ ঐশ্বরিক গুণ;

১। সুতবৎ—পুত্র সদৃশ। ২। দুখান্বিত—দুঃখিত। ৩। চিতঈপ্সা—মানস। ৪। বিরাট—দীপ্তিশালী। ৫। সমজ্যা—সভা। ৬। অমীয় বারতা—মধুময় বাক্য।

প্রদানিতে পরমেশ আছেন নিপুণ (১)।
বদান্য (২) গুণেতে তাঁর বেড়েছে সংসার ;
অক্ষি (৩) উন্মিলন করি হের (৪) একবার।
সর্ব্বস্থানে দান তাঁর বিরাজ করিছে ;
দান হেতু জীবগণ হাসিছে খেলিছে।
নৃপাল শুনিয়া এই মধুর বারতা ;
হইল বদান্য চিত্ত নাছিল স্থিরতা।
ধনের ভাণ্ডার তিনি মুক্ত করিলেন ;
অকিঞ্চনে (৫) দিতে অর্থ অনুজ্ঞা দিলেন।
অনাথ (৬) অনাঢ্য (৭) এত অর্থ অরপিল (৮) ;
ধরায় তাহারা আর দীন না রহিল।
এতাধিক অর্থদান করিয়া রাজন ;
রাজকার্য্যে দিবাভাগ করিল যাপন।
বিরাম-দায়িনী নিশা তোষিতে তাঁহায় ;
চন্দ্রিকা বসন পরি আইল ধরায়।
আহুত হইয়া পরে নিদ্রার আহ্বানে ;
করিল শয়ন নৃপ সুকোমল স্থানে।
দেখিলেন স্বপ্ন এক সুপ্ত (৯) অবস্থায় ;
যেন কোন ঋষি ব্যক্তি আসিয়া তথায়।
কহিতে লাগিল ইহা রাজ-সন্নিধানে ;
মনোযোগে মম বার্ত্তা শুন সাবধানে।
পরমেশ সুপ্রসন্ন হয়ে তব দানে ;
মনস্থ করিল তার সুফল প্রদানে।

১। নিপুণ—পটু। ২। বদান্য—দানশীল। ৩। অক্ষি—চক্ষু। ৪। হের—দেখ। ৫। অকিঞ্চন—দীন, দরিদ্র। ৬। অনাথ—সহায় হীন। ৭। অনাঢ্য—দরিদ্র। ৮। অরপিল—অর্পণ করিল, দিল। ৯। সুপ্ত—নিদ্রিত।

তাহার নিগূঢ় বার্ত্তা শুনহে রাজন ;
পূর্ব্ব দিকে করিবেন প্রত্যুষে গমন।
গুপ্ত অর্থ আছে তথা বহুল সঞ্চিত ;
তব দান বিনিময়ে পাবে তা নিশ্চিত।
পাইলে সে ধন তব গরিমা (১) বাড়িবে ;
যশঃ মধুঘোষ (২) রবে জগত ভরিবে।
অতএব শুন শুন ধরহে বচন ;
সে রতন পেতে কর বিস্তর যতন।
দেখিয়া সে স্বপ্ন শুভ নৃপতি নিদ্রায় ;—
চমকিয়া জাগরিত হইল ত্বরায়।
বিভাবরী (৩) পোহাইল উদিল তপন ;
বহিল সুমন্দ গতি স্নিগ্ধ সমীরণ (৪)।
উড়িল খেচরকুল উল্লাসে খমুখে ;
পালিত ভূচর দল বাহিরিলা সুখে।
তিতি (৫) শাখী নারীকুল নিশার শিশিরে ;
দাঁড়ায়ে রয়েছে যেন সরসীর (৬) তীরে।
উড়ি উড়ি বসে অলি প্রসূনে প্রসূনে (৭) ;
লৌহকার (৮) যন্ত্র তার ভরিল আগুনে।
বিদ্যালয়ে শিশুগণ যায় তাড়াতাড়ি ;
প্রবাসী (৯) প্রবাসে যায় ছাড়ি স্বীয় বাড়ী।
তস্কর (১০) পলায় দেখি উদিত ভাস্কর (১১) ;

১। গরিমা—গৌরব। ২। মধুঘোষ—কোকিল। ৩। বিভাবরী—নিশা। ৪। সমীরণ—বাতাস। ৫। তিতি—ভিজিয়া। ৬। সরসী—জলাশয়। ৭। প্রসূন—ফুল। ৮। লৌহকার—কামার। ৯। প্রবাসী—বিদেশবাসী। ১০। তস্কর—চোর। ১১। ভাস্কর—সূর্য্য।

হেরি ভানু ম্রিয়মান যত নিশাচর (১)।
ধীবর (২) লইয়া মাছ বাজারে ছুটিছে;
কৃষাণ (৩) পাঁচন (৪) হাতে মাঠেতে যাইছে।
উষার (৫) সংবেশে (৬) হায় বঞ্চিত হইয়া;
কুলবধু নিদ্রা ত্যজি উঠিল জাগিয়া।
পরমেশ প্রেম-পাশে বদ্ধ যার মন;
প্রত্যুষে (৭) আবেশে (৮) করে লোকেশ (৯) কীর্ত্তন।
এমন প্রভাতে রাজা ভুবন বিজয়;
নিদ্রা হ'তে উঠে, ত্যজি শয্যা সুখময়।
অতঃপর প্রাতঃক্রিয়া (১০) করি সম্পাদন;
ভক্তি ভাবে পূজি পুনঃ প্রাণেশ (১১) চরণ।
আশায় উন্মত্ত হয়ে সে অর্থ কারণ;
অশ্বযোগে পূর্ব্ব দিকে করিল গমন।
রাজধানী নগর ও ছাড়ি লোকালয়;
অন্তিমে (১২) প্রান্তরে (১৩) এক উপনীত হয়।
জনশূন্য স্থান যেন মরুভূমি প্রায়;
ভূচর খেচর তথা কেহ নাহি যায়।
ইতস্ততঃ (১৪) বিলোকন (১৫) করি নৃপবর;
হেরিল অদূরে এক প্রকাণ্ড ভূধর (১৬)।
দেখি সেই মহাচল ভূপতি তখন;

১। নিশাচর—রাত্রিচর প্রাণী। ২। ধীবর—জেলে। ৩। কৃষাণ—কৃষক। ৪। পাঁচন—গো-তাড়ন যষ্টি। ৫। উষা—রাত্রি শেষ। ৬। সংবেশ—নিদ্রা। ৭। প্রত্যূষ—প্রাতঃকাল। ৮। আবেশ আশক্তি। ৯। লোকেশ—ঈশ্বর। ১০। প্রাতঃক্রিয়া—প্রভাতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ১১। প্রাণেশ—ঈশ্বর। ১২। অন্তিমে—শেষে। ১৩। প্রান্তরে—মাঠে। ১৪। ইতস্ততঃ—এদিক ওদিক। ১৫। বিলোকন—দর্শন। ১৬। ভূধর—পর্ব্বত।

ধীরে ধীরে তার পাশে করিল গমন।
ভূধরের অঙ্গে এক গভীর গহ্বর (১);
তিমিরে (২) আচ্ছন্ন যাহা ছিল নিরন্তর।
যোগী এক ছিল তথা যোগেতে মগন;
ভূপের হইল তাঁর সঙ্গে দরশন।
অতঃপর ক্রমে ক্রমে যোগীর সদন;
ভক্তি সহ মহীপাল করিল গমন।
যোগ ত্যজি যোগীবর করি সম্বোধন;
নৃপকে কহিল শুন আমার বচন।
সামান্য কন্দরে (৩) আমি করিতেছি স্থিতি;
এই স্থানে হইবে কি তব মনঃ প্রীতি (৪)।
প্রাসাদে তোমার বাস পর্য্যঙ্কে (৫) শয়ন;
আমি করি শিলাতলে যামিনী (৬) যাপন।
তুলনা নাহয় কিছু তোমায় আমায়;
শশীর তুলনা কিহে! হইবে তারায়।
সম্বন্ধ নাহি যে কিছু তব মম সহ;
তবু তব অনুগ্রহ পাই অহরহ (৭)।
নৃপগণ দয়া দৃষ্টে দেখে যোগী গণে;
দুঃখী দেখি রত হয় দুঃখ বিমোচনে।
দয়া যদি হয় এস দরিদ্রের দ্বারে;
ভক্তি ভাবে ডাকিতেছি ভূপাল তোমারে।
মহীপতি হেরি সেই যোগীর মিনতি;
হয় (৮) হ'তে নামিবারে হল তাঁর মতি।

১। গহ্বর—গর্ত্ত। ২। তিমির—অন্ধকার। ৩। কন্দরে—গর্ত্তে। ৪। প্রীতি—সন্তুষ্ট। ৫। পর্য্যঙ্ক—পালঙ্ক। ৬। যামিনী—রাত্রি। ৭। অহরহ—দিন দিন। ৮। হয়—ঘোড়া।

নামি আশু নমস্কার যোগীকে করিল ;
আশীর্ব্বাদ তাঁর স্থানে সভক্তি চাহিল।
"কুশল হউক তব" কহিল সন্ন্যাসী ;
"হও দীর্ঘজীবি বিশ্বে শেষে স্বর্গবাসী"।
যাপিয়া সময় বহু বাক্ বিতণ্ডায় (১) ;
প্রাসাদে যাইতে নৃপ চাহিল বিদায়।
রাজার মানস হেরি কহে যোগীবর ;
শুন শুন মহীপতি করুণা সাগর।
কি আছে কুটীরে মন তোষিব তোমার ;
কিন্তু কিছু অর্থ আছে পূর্ব্বের আমার।
ত্যজিয়া সংসার আমি এখন সন্ন্যাসী ;
লোকালয় ছাড়িয়া হইনু গুহাবাসী (২)।
পাইয়াছি আমি যাহা অপার্থিব ধন (৩) ;
রাজ্য বিনিময়ে (৪) কেবা পাবে সে রতন।
একারণ নাহি সেই ধনে প্রয়োজন ;
ইচ্ছা হয় কর নৃপ সে অর্থ গ্রহণ।
গহ্বরেতে আছে তাহা গুপ্ত অবস্থায় ;
প্রোথিত (৫) রয়েছে যাহা যত্নে মৃত্তিকায়।
যোগীর এ বার্ত্তা নৃপ শুনিল যখন ;
স্বপ্ন উক্তি সত্য বলি জানিল তখন।
অতঃপর নরপতি পাইয়া সময় ;
স্বপ্ন কথা সন্ন্যাসীকে কহে সমুদয়।
শ্রবণি যোগেশ সেই স্বপন কথন ;

১। বাক্‌বিতণ্ডা—তর্ক বিতর্ক। ২। গুহাবাসী—পর্ব্বতের গহ্বার বাসী ৩। অপার্থিব ধন—পৃথিবীস্থ নহে অর্থাৎ স্বর্গীয়। ৪। বিনিময়ে—বদলে। ৫। প্রোথিত—পোতা।

রাজেন্দ্রের (১) প্রতি ইহা কহিল তখন।
ওহে মহীপতি! তবে যতন করিয়া;
সে গুপ্ত রতন আজি লহ উঠাইয়া।
অধিরাজ (২) শুনি সেই অমীয় (৩) বচন;
অমাত্য প্রবরে আশু ডাকিয়া তখন।
আদেশ করিল গুপ্ত অর্থ উঠাইতে;
রাজাজ্ঞায় কিঙ্করেরা লাগিল খুঁজিতে।
পাইয়া সে অর্থ তারা বহুল সন্ধানে;
ত্বরিত রাখিল আনি রাজ-সন্নিধানে।
মহামূল্য মণিমুক্তা রজত কাঞ্চন;
নরপতি পুলকিত দেখিয়া সে ধন।
অর্থ মাঝে ছিল এক সিন্দুক গোপনে;
মনোরম নিরুপম খচিত রতনে।
অঙ্কুটে (৪) আছিল বন্ধ নারিল খুলিতে;
সিন্দুকে কি আছে নাহি পাইল দেখিতে।
নাপাইয়া বহুশ্রমে কুঞ্জিকা (৫) খুজিয়া;
অগত্যা খুলিল তাহা বলেতে ভাঙ্গিয়া।
তার মাঝে ছিল এক খুঙ্গি (৬) সযতনে;
নৃপতি বুঝিল পূর্ণ আছে তা রতনে।
কিন্তু খুঙ্গি খুলি যবে নয়নে হেরিল;
তার অভ্যন্তরে কোন রত্ন না পাইল।
ছিল শুধু একখণ্ড রেসমের বাস;
হিব্রু বাক্যে লেখা কিছু তাহাতে প্রকাশ।

১। রাজেন্দ্র—প্রধান রাজা। ২। অধিরাজ—রাজা। ৩। অমৃত। ৪। অঙ্কুট—তালক, তালা। ৫। কুঞ্জিকা—চাবি। ৬। খুঙ্গি—ক্ষুদ্র আধার বিশেষ।

আশ্চর্য্য হইল ভূপ হেরি এ ঘটনা;
জানিতে সে লেখা তিনি করিল বাসনা।
অনুমানে কহে সবে যাহা মনে লয়;
অর্থের সীমার নাম কেহ আসি কয়।
কেহ বলে হবে বুঝি কবচ (১) অর্থের;
রক্ষা হেতু হস্ত হৈতে অপহারকের (২)।
এইরূপ ভিন্ন ভাবে কহে সর্ব্বজন;
নিশ্চয় বলিতে কেহ নারিল তখন।
অতএব মহীপাল বুঝিলেন মনে;
ব্যাখ্যা না করিলে অর্থ বুঝিব কেমনে।
অগত্যা নৃপতি অতি হয়ে সন্দিহান (৩);
আজ্ঞা দিল অমাত্যকে করিতে সন্ধান।
বহু ভাষা বিশারদ পাইলে তাহাকে;
অবিলম্বে মোর কাছে আনিবে তাঁহাকে।
সচিব পাইয়া সেই রাজ-উপদেশ;
তন্ন তন্ন করিলেন এদেশ সেদেশ।
চরমে পাইয়া এক পণ্ডিত সন্ধানে;
উপস্থিত করিলেন রাজ-সন্নিধানে (৪)।
কি কহিব পণ্ডিতের বিজ্ঞতা বিষয়;
তাঁর সম সুধী (৫) নাহি ছিল সে সময়।
নৃপ তাঁকে সসম্ভ্রমে (৬) নিকটে ডাকিল;
লিখিত রেসম বস্ত্র তাঁর হাতে দিল।
পাইয়া সে সুধীবর বস্ত্র স্বীয় করে;

১। কবচ—বিঘ্ন নিবারক মন্ত্রপূত পদার্থ বিশেষ, তাবিজ। ২। অপহারক—হরণ কর্ত্তা। ৩। সন্দিহান—সন্দেহ যুক্ত। ৪। সন্নিধানে—সমীপে। ৫। সুধী—বিজ্ঞ। ৬। সসম্ভ্রমে—ভক্তি সহকারে।

সবিশেষ অর্থ তার বুঝিয়া অন্তরে।
তার পর ব্যাখ্যা করি দুকুলে (১) লেখার ;—
কহিল যা সুধীবর সমীপে রাজার।
সমস্ত বৃত্তান্ত তার করিব বর্ণন ;
মানস নিবেশি শুন প্রিয় শ্রোতা গণ।
মহম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি ;
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।



বহুভাষা বিশারদ সুধীকৃত রেসমী বস্ত্র লিখিত বৃত্তান্তের সবিশেষ বিবৃতি।

প্রাণেশ বিশ্বাসী ওহে প্রিয় শ্রোতা গণ ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
শ্রাবক (২) নিকর এবে শুন সে কথন ;
লিখিত বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা যা হয় বর্ণন।
প্রতাপ আদিত্য (৩) ভূপ ভুবন বিজয় ;
বহু ভাষা বিশারদে ডাকি আশু কয়।
বিশদ বিবৃতি (৪) করি ব্যাখ্যাত (৫) বৃত্তান্ত ;
শুনাও আমারে আছি অস্থির নিতান্ত।
এ বার্ত্তা শ্রবণি বুধ, নৃপ সন্নিধানে ;—
বসনে লেখার ইহা করিতেছে মানে।
প্রথমে এ কথা লেখা কাপড়ে নিশ্চিত ;

১। দুকুল—বস্ত্র। ২। শ্রাবক—শ্রবণ-কর্ত্তা। ৩। আদিত্য—সূর্য্য।
৪। বিবৃতি—ব্যাখ্যা। ৫। ব্যাখ্যাত—কথিত।

শুন, কহি মম নাম রাজা রণজিত।
রাখিনু এ অর্থ আনি অজ্ঞাত আগারে (১);
তদসহ চতুর্দ্দশ নীতি একাধারে।
দৈববাণী যোগে আমি জেনেছি নিশ্চয়;
পাইবে এধন রাজা ভুবন বিজয়।
কিন্তু আমি করিলাম এ বার্ত্তা নির্দ্দেশ;
শুধু অর্থে ভুলিওনা লও উপদেশ।
যেহেতু এ অর্থ নাহি রবে সর্ব্বক্ষণ;
অপরের হস্তগত হইবে এ ধন।
কালের কুচক্র সদা ঘটায় জঞ্জাল (২);
ললাট প্রসন্ন কার নহে চিরকাল।
নিশ্চয় জানিও নৃপ ভুবন বিজয়;
রূপান্তর হয় বিশ্ব সময় সময়।
লোকেশ্বর (৩) লীলা ইহা বুঝিতে অক্ষম;
কহিতে বিশদ রূপে কেহনা সক্ষম।
অতএব শুন ওহে রাজ রাজেশ্বর;
চতুর্দ্দশ নীতি কর গ্রহণ সত্বর।
রাজত্ব করিলে সেই নীতি অনুসারে;
তব সম নৃপ আর কে হবে সংসারে।
রহিবে রাজত্ব তব দৃঢ় অবস্থায়;
শত্রু কুল পরাজিত রবে বসুধায় (৪)।
অর্থাৎ অমূল্য রত্ন যেন নীতিচয়;
কেবল দৃশ্যত (৫) অর্থে ভুল'না নিশ্চয়।
এইরূপে কত কথা রেসমী কাপড়ে;

১। আগার—ঘর। ২। জঞ্জাল—বিপদ। ৩। লোকেশ্বর—ঈশ্বর। ৪। বসুধা—পৃথিবী। ৫। দৃশ্যত—সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয়।

লেখা ছিল সুধীবর শুনায় তা পড়ে।
তার পর চতুর্দ্দশ নীতি পর পর ;
কহিছে বিবৃতি করি ভূপের গোচর।
প্রথমে বর্ণিত ছিল এই উপদেশ ;
ঠক বার্ত্তা করিওনা বিশ্বাস বিশেষ।
পর নিন্দুকের স্থান দিওনা সভায় ;
সমধিক অপকার হইবে তাহায়।
কর্ণেজপ গণ সদা স্বকার্য্য সাধিতে ;
মধুর চাটুয়ে চেষ্টা করে ভুলাইতে।
চাটুকারিতায় (১) ঠক সুপটু (২) এমন ;
সময় পাইলে করে অভীষ্ট (৩) সাধন।
ঠকের শত্রুতা তব প্রিয়জন সহ ;
একদা হইলে বৃদ্ধি করে সে কলহ।
চাটু বাক্যে আনি বশে তোমাকে আপন ;
তব সুহৃদের (৪) করে নিধন সাধন।
সাবধান ঠক বাক্যে ভুলিয়া কখন ;
স্বীয় প্রিয় কর্ম্মচারী কর'না নিধন।
অতএব শুন নৃপ ভুবন বিজয় ;
চাটুকার ঠক জনে কর'না প্রত্যয় (৫)।
এরূপে প্রথম নীতি বুঝাইয়া দিয়া ;
দ্বিতীয় নীতির অর্থ কহে বিবরিয়া।
নির্ম্মূল করিবে খল অতি সাবধানে ;
স্থান যেন নাহি পায় তব সন্নিধানে।
কলহ ঘটায় বিনা কারণেতে খল ;

১। চাটুকারিতায়—তোষামোদে। ২। সুপটু—নিপুণ। ৩। অভীষ্ট-মনোবাঞ্ছা। ৪। সুহৃদ—বন্ধু। ৫। প্রত্যয়—বিশ্বাস।

অন্তর তাহার নহে কখন সরল।
চরমেতে (১) খল ব্যক্তি খলতা কারণ ;
দণ্ড পায় রাজদণ্ডে, পশ্চাৎ পতন।
দেখিলে কাহার এই স্বভাব অনলে ;
নির্ব্বাণ করিবে তাহা অসি রূপ জলে।
দ্বিতীয় নীতির অর্থ এরূপ করিল ;
তৃতীয় নীতির অর্থ পরে আরম্ভিল।
সুধীবর কহিলেন শুন লোকপাল ;
সংগ্রহ করিবে বিজ্ঞ সচিব কোটাল।
সুচতুর সভাসদ (২) করিয়া যোজনা (৩) ;
সন্তোষে রাখিবে সবে পূরাবে বাসনা।
সৌহার্দ্দ (৪) আলানে (৫) বদ্ধ কর সর্ব্বজনে;
পবিত্র প্রণয় ধ্বংস নহে ত্রিভুবনে।
যতনে সংগ্রহ কর একতা রতন ;
জাননা কি তুমি তাহা বিপদ ভঞ্জন ?
অতএব নরপতি নিশ্চয় জানিবে ;
অনিবার প্রেম তব নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে।
তৃতীয় নীতির অর্থ এরূপ করিয়া ;
চতুর্থ নীতির কথা কহে বিবরিয়া।
চতুর পণ্ডিত কহে নৃপ সন্নিধানে ;
চতুর্থ নীতির শুন কহিতেছি মানে।
শত্রুর চাতুরি আর চাটুকারিতায় ;
ভুল'না ভুল'না কভু নিবেদি তোমায়।
অরির মিনতি হেরি না হও গর্ব্বিত ;

১। চরমে—শেষে। ২। সভাসদ—সভ্য। ৩। যোজনা—সংগ্রহ। ৪। সৌহার্দ্দ—বন্ধুত্ব। ৫। আলান—লৌহ-শৃঙ্খল।

স্বীয় ষড়যন্ত্রে (১) আছে জানিবে নিশ্চিন্ত।
সুদূরদর্শিতা (২) সহ বুঝিবে নিয়ত ;
নিশ্চয় অনিষ্টে তব অরি আছে রত।
কখন বিশ্বাস নাহি করিবে তাহায় ;
সময় পে'লে সে ঠিক নাশিবে তোমায়।
অতএব অরি হ'তে সতর্কে রহিবে ;
ভুলিলে তাহার বাক্যে বিপদ ঘটিবে।
চতুর্থ নীতির যদি এ অর্থ হইল ;
পঞ্চম নীতির ব্যাখ্যা সুধী আরম্ভিল।
বিক্রমী (৩) ভূপতে ! এবে করি নিবেদন ;
মনোযোগে শুন তবে আমার বর্ণন।
যখন হইবে কোন অভীষ্ট (৪) সাধন ;
সতর্কে রাখিবে তাহা করিয়া যতন।
কদাচ না ভুল তুমি রক্ষিতে তাহায় ;
নষ্ট হ'লে কষ্ট পাবে করি হায় হায়।
অতএব সাবধান অভীষ্ট সাধনে ;
সাধিত হইলে তাহা রাখ সযতনে।
পঞ্চম নীতির অর্থ করি সুধীবর ;
ষষ্ঠ নীতি ব্যাখ্যা করি কহে তার পর।
কহিল পণ্ডিত শুন রাজ্যের ঈশ্বর !
না বুঝিয়া কোন কর্ম্ম কর'না সত্বর।
বিবেচনা করি কার্য্য করিলে সাধন ;
কুফল তাহার নাহি ফলিবে কখন।
সুবিচার করি কার্য্য করা ভাল জানি ;

১। ষড়যন্ত্র—কূট-কৌশল। ২। সুদূরদর্শিতা—বহু দর্শিতা। ৩। বিক্রমী-পরাক্রান্ত। ৪। অভীষ্ট—অভিলাষ।

সুফল বিস্তর তাহে পাবে অনুমানি।
অতএব শুন নৃপ করি নিবেদন;
বিচার করিয়া কর্ম্ম করিবে সাধন।
পণ্ডিত করিয়া ব্যাখ্যা ষষ্ঠ উপদেশ;
সপ্তম নীতির অর্থ কহিছে বিশেষ।
শুন শুন দিকপাল (১) করি নিবেদন;
সুদূরদর্শিতা অতি আদরের ধন।
ভাবি কাল ভাবি ক্রিয়া কর সম্পাদন (২);
ঘটিবেনা তাহে আর বিঘ্ন বিড়ম্বন (৩)।
বিস্তারি কৌশল জাল অতি সাবধানে;
আত্মরক্ষা করিবেন স্বীয় অরি স্থানে (৪)।
ষড়যন্ত্রে থাকে যদি তব শত্রুগণ;
তাহাদের কোন জনে করিয়া ছলন।
স্বীয় বশে আনি অতি যতন করিয়া;
অরাতি দলের কথা লইবে জানিয়া।
পাতিয়া পরেতে ছল বিতংস (৫) প্রধান;
অরি-রূপ মৃগ তাহে ধরি বধ প্রাণ।
তাহা হ'লে চূর্ণ হবে অরির ছলনা;
আপনি পাইবে মুক্তি ঘুচিবে যন্ত্রণা।
এইরূপ ব্যাখ্যা করি সপ্তম নীতির;
অষ্টমের অর্থ কহে হইয়া সুস্থির।
শুন শুন নরপতি ধরহে বচন;
কহিতেছি অষ্টম নীতির বিবরণ।
বিদ্বেষী (৬) মানব হ'তে সতর্কে রহিবে;

১। দিকপাল—রাজা। ২। সম্পাদন—নিষ্পন্ন করণ। ৩। বিড়ম্বন—ক্লেশ। ৪। অরি স্থানে—শত্রুর বিপক্ষে। ৫। বিতংস—জাল। ৬। বিদ্বেষী—হিংসক।

কদাচ তাহার চাটুবাক্যে না ভুলিবে।
হিংসক মনুষ্যে নাহি কর উপকার;
উপকারে অপকার (১) হইবে তোমার।
অষ্টম নীতির অর্থ সাঙ্গ হ'লে পর;
নবম নীতির কথা কহে সুধীবর।
অনন্য-মানসে (২) নৃপ করহে শ্রবণ;
ক্ষমা গুণ জানিবেন ভূপের ভূষণ।
যদি কেহ তুচ্ছ দোষ তব স্থান করে;
ক্ষমা রূপ ছায়া কর তাহার উপরে।
তাঁহাতে সুযশ তব হইবে বিস্তর;
অতএব ব্রতী হও ক্ষমাতে সত্বর।
নবম নীতির অর্থ করিয়া পণ্ডিত;
দশমের ব্যাখ্যা করি কহিছে ত্বরিত।
সুধীবর কহিলেন শুন মহারাজ!
সুফল পাইবে পরে করিলে সুকাজ।
কুক্রিয়া করিতে যার সদা রত চিত;
সুফল তাহাকে নাহি মিলিবে নিশ্চিত।
রোপিলে নিম্বের বৃক্ষ আম্র কি ফলিবে;
আকাশ-কুসুম (৩) তাহা নিশ্চয় জানিবে।
নিরর্থক (৪) কারে নৃপ দাও যদি কষ্ট;
প্রতিফল পাবে তার কহিতেছি স্পষ্ট।
যেহেতু এ বিশ্ব বুঝ বিনিময় (৫) বাস;
কষ্ট দিলে অন্যে, ঘটে স্বীয় সর্ব্বনাশ।
অতএব সাবধান হও হে রাজন!

১। অপকার—অনিষ্ট। ২। অনন্য-মানসে—একমনে। ৩। আকাশ-কুসুম- দুরাশা। ৪। নিরর্থক—অনর্থক। ৫। বিনিময়—বদল।

বিনা দোষে কার বিঘ্ন (১) কর'না কখন।
দশম নীতির ব্যাখ্যা করি সুধীবর;
একাদশ উপদেশ কহে তার পর।
শুন শুন মহীপতি করিতেছি উক্তি;
একাদশ নীতি বুঝ করিয়া সুযুক্তি।
যে কর্ম্মের উপযুক্ত যে ব্যক্তি না হয়;
সে কর্ম্ম অর্পিলে তাকে নিস্ফল নিশ্চয়।
যেহেতু অনেক জন বহু লাভেচ্ছায়;
স্বীয় বৃত্তি (২) পরিত্যাগ করিয়া ত্বরায়;
অপরের বৃত্তি করে গ্রহণ যতনে;
কিন্তু সে অক্ষম হয় তাহা সম্পাদনে।
লাভে মূলে হারায় সে দুর্ব্বুদ্ধি কারণ;
ইতভ্রষ্ট (৩) স্তোনষ্ট (৪) চরমে পতন।
অতএব অধিরাজ শুন একমনে;
উপযুক্ত পদে রাখ যোগ্য ব্যক্তি গণে।
একাদশ নীতি-ব্যাখ্যা করি সুধী কয়;
দ্বাদশ নীতির অর্থ শুন মহোদয়।
মহানুভবতা (৫) আর ধৈর্য্য সুস্বভাব;
নির্গুণী সেজন, যার এ গুণে অভাব।
তাই বলি লোকনাথ ধরহে বচন;
এগুণে ভুষিত কর স্বভাব আপন।
এ অর্থ করিয়া প্রাজ্ঞ দ্বাদশ নীতির;
ত্রয়োদশ নীতি কহে হইয়া সুস্থির।
শুন শুন মহারাজ করি নিবেদন;

১। বিঘ্ন—অনিষ্ট। ২। বৃত্তি—কর্ম্ম। ৩। ইতভ্রষ্ট—এটা নিস্ফল। ৪। স্তোনষ্ট—সেটা নয়। ৫। মহানুভবতা—উদারতা।

বিশ্বস্ত করমচারি কর আহরণ। (১)
অবিশ্বস্ত জনে স্থান করিও না দান;
দিলে কোন পদ তাকে নাশে রাজ্য মান।
বিশ্বাস্য করমচারি হইলে রাজার;
রাজত্বের গুপ্ত কথা না হয় প্রচার।
অবিশ্বস্ত জনে যদি দাও রাজপদ;
বহুল নির্দ্দোষি জনে ঘটায় বিপদ।
এই হেতু করি মানা শুনহে রাজন;
অপ্রত্যয়ী (২) জনে পদ কর'না অর্পণ।
ত্রয়োদশ নীতি ব্যাখ্যা করি সুধীবর;
আরম্ভিলা চতুর্দ্দশ নীতি তার পর।
কালের কুচক্রে পড়ি ভোগিয়া যন্ত্রণা;
সাহস ছাড়িয়া নাহি হও ভগ্ন-মনা। (৩)
যেহেতু যে কিছু ঘটে অদৃষ্টের ফলে;
ঐশ্বরিক (৪) কাণ্ড তাহা শাস্ত্রকারে বলে।
এইরূপে নীতিচয় করিয়া বর্ণন;
কহে পুনঃ আর যাহা বসনে লিখন।
চতুর্দ্দশ নীতি যাহা হইল লিখিত;
ইহার নিগূঢ় শুন কহিব নিশ্চিত।
প্রত্যেক নীতির এক গল্প মনোহর;
বিনির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে শুন নৃপবর।
যদি চাহ শুনিতে সে গল্প মনোরম (৫);
সিংহল (৬) অচলে যাও শুন বাক্য মম।

১। আহরণ—সংগ্রহ। ২। অপ্রত্যয়ী—অবিশ্বাসী। ৩। ভগ্ন-মনা—হতাস। ৪। ঐশ্বরিক—ঈশ্বর সম্বন্ধীয়। ৫। মনোরম—সুন্দর। ৬। সিংহল—লঙ্কাদ্বীপ।

তাহা হ'লে কৃতকার্য্য হবে অভিলাষে;
এই শেষে লেখা ছিল রেসমের বাসে।
একে একে নীতি চয় করিয়া বর্ণন;
শুনাইল বুধবর নৃপকে যখন।
অসীম আনন্দ তাহে হইল তাঁহার;
এজন্য সে প্রাজ্ঞে দিল বহু পুরস্কার।
তার পর নীতিবৃন্দ করিয়া চুম্বন;
বান্ধিল বাহুতে স্বীয়, কবচ (১) যেমন।
অতঃপর বিশ্বপতি (২) বুঝিলেন মনে;
এই সে রতন যাহা দেখেছি স্বপনে।
সিন্দুক মাঝারে যত ধন রত্ন ছিল;
নীতিচয় সম কেহ হইতে নারিল।
তখন কহিছে ভূপ ভুবন বিজয়;
বিপুল ঐশ্বর্য্য মোরে দে'ছে দয়াময়।
অতএব পাইয়াছি গুপ্ত অর্থ যাহা;
সঞ্চয়কারির নামে দান করি তাহা।
রাজা রণজিৎ প্রাপ্ত হোক দান ফল;
তাহাতে মানস মম হইবে সফল।
এত বলি আজ্ঞা নৃপ দিল অনুচরে (৩);
প্রাপ্ত ধন প্রদানিতে বণীক (৪) নিকরে।
পাইয়া অনুজ্ঞা রাজ কর্ম্মচারি গণ;
দীন দুঃখী জনে দান করিল সে ধন।
তারপর মহীপাল প্রাসাদে আইল;
লঙ্কায় যাইতে কিন্তু চিন্তায় রহিল।

১। কবচ—মন্ত্রপূত বিঘ্ন নিবারক পদার্থ বিশেষ। ২। বিশ্বপতি-রাজা। ৩। অনুচরে—সহচরে। ৪। বণীক—ভিক্ষুক।

যাইয়া লঙ্কায় ঈপ্সা (১) করিয়া সাধন ;
রাজকার্য্য চালাইতে করিল মনন।
অতএব যুক্তি করি আপন অন্তরে ;
স্বীয় বুধ মন্ত্রী দ্বয়ে ডাকিয়া গোচরে।
আছিল তাঁহার যাহা মন-অভিলাষ ;
অমাত্য সম্মুখে তাহা করিল প্রকাশ।
শুন শুন মন্ত্রী দ্বয় আমার বচন ;
করিলাম প্রাপ্ত ধন দানে বিতরণ।
যাইতে সিংহলে আমি করেছি মনন ;
চেতঃগ্রাহী (২) নীতি গল্প করিতে শ্রবণ।
লঙ্কা হ'তে রাজ্যে ফিরি আসিয়া আপন ;
নীতি অনুসারে করি কার্য্য সম্পাদন।
অভিমত (৩) তোমাদের ইহাতে কি বল ;
উপদেশ দেহ মম যে হয় কুশল।
এবার্ত্তা শুনিল যদি সচিব প্রধান ;
সবিনয়ে কহিলেন রাজ-সন্নিধান।
নিবেদন করি প্রভু তোমার গোচর ;
বুঝিয়া কহিব পরে যে হয় উত্তর।
পরিক্ষিত না হইলে কনক যেমন ;
আলোচিত না হইলে মন্ত্রণা তেমন।
অতএব না বুঝিয়া কোন অভিমত ;
প্রয়োগ না করা চাই জানি শাস্ত্র মত।
এতেক কহিয়া বুধ অমাত্য প্রধান ;
সে দিবস স্বীয় বাসে করিল প্রয়াণ।

১। ঈপ্সা—বাঞ্ছা। ২। চেতঃগ্রাহী—হৃদয়গ্রাহী। ৩। অভিমত—ইচ্ছা।

পরদিন উষা যবে উদয় গিরিতে ;
বসিল সুলক্ষ্য করি তিমির নাশিতে।
মধুঘোষ (১) কুঞ্জবনে (২) উষা বিঘোষিল (৩) ;
অরুণ অম্বর অঙ্গী (৪) অরুণ উদিল।
নিশামৃগ (৫) কুল উষা নয়নে হেরিয়া ;
স্বীয় বাসা পানে ধায় বিমরষ হিয়া।
চর্ম্মচটী (৬) উলুক (৭) ও বাতুলি (৮) নিকর ;
আপন কুঁলায় মুখে উড়িল সত্বর।
উষাকল (৯) উষাকাল হেরিয়া নয়নে ;
গম্ভীর সিঞ্জন (১০) তুলি সুদূর গগণে।
সংবেশে বিমুগ্ধ যত নর নারিকুলে ;
আলোড়িত (১১) জাগরিত করি আশু ভুলে।
বিপিন নিবাসী যত পশু পক্ষিগণ ;
করিল মিলিত শব্দে বিধ্বনিত (১২) বন।
মধুলোভী মধুকর করিয়া উড্ডন ;
প্রসূনে প্রসূনে সুধা করয়ে চয়ন (১৩)।
শাখামৃগ (১৪) চয় ভ্রমে শাখায় শাখায় ;
ভক্ষ্য ফল গবেষণ (১৫) করিয়া বেড়ায়।
নিশানাথ (১৬) আভাহীন হইল উষায় ;
চন্দ্রকান্ত মণি জ্যোতি হারাইল তায়।

১। মধুঘোষ—কোকিল। ২। কুঞ্জবন—বাগান। ৩। বিঘোষিল—ঘোষণা করিল। ৪। অরুণ অম্বর-অঙ্গী—লোহিত বস্ত্র। ৫। নিশামৃগ—শৃগাল। ৬। চর্ম্মচটী—চামচিকা। ৭। উলুক—পেঁচা। ৮। বাতুলি—বাদুড়। ৯। উষাকল—কুক্কুট। ১০। সিঞ্জন—শব্দ। ১১। আলোড়িত—চমকিত। ১২। বিধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত। ১৩। চয়ন—আহরণ। ১৪। শাখামৃগ—বানর। ১৫। গবেষণ—অন্বেষণ। ১৬। নিশানাথ—চন্দ্র।

প্রাণনাথ দিননাথে (১) পঙ্কজিনী (২) কুল ;
হেরিয়া হইল প্রাপ্ত আনন্দ বিপুল।
দশ দিশ হৈতে তম (৩) বিদূর হইল ;
ভূপের সভায় মন্ত্রী যাইতে সাজিল।
উপনীত হৈয়া আশু সভার ভিতর ;
হেরে তিনি নৃপ বসি সিংহাসনোপর।
নমস্কার করি তবে সচিব প্রধান ;
নিবেদন করিলেন রাজ-সন্নিধান।
শুন শুন মহীপতি আমার মন্ত্রণা ;
সিংহলে যাইলে পাবে সমূহ যন্ত্রণা।
ভ্রমিলে বিদেশে কিছু আছে উপকার ;
সে বারতা করিলাম অবশ্য স্বীকার।
কিন্তু প্রভো ! মনে দেখ বিচার করিয়া ;
তাহে কত কষ্ট ক্লেশ আছে জড়াইয়া।
শারীরিক স্বচ্ছন্দতা (৪) বিনষ্ট হইবে ;
মানসিক চিন্তা পুনঃ আসিয়া জুটিবে।
অতএব ও দৈহিক কুশলতা ধন ;
কষ্ট সহ বিনিময় কর'না কখন।
উপস্থিত স্বাস্থ্য ধন ছাড়ি যেই জন ;
অনিশ্চিত লাভেচ্ছায় করয়ে ভ্রমণ।
তাহার অবস্থা ঠিক হয় সেই মত ;
কষ্টে পড়ে ছিল যথা এক পারাবত (৫)।
ভুবন বিজয় নৃপ এ বার্ত্তা শুনিয়া ;
কহিলেন মন্ত্রীবরে বিস্মিত (৬) হইয়া।

১। দিননাথ—সূর্য্য। ২। পঙ্কজিনী—পদ্ম। ৩। তম—অন্ধকার। ৪। স্বচ্ছন্দতা—স্বাস্থ্য। ৫। পারাবত—পায়রা। ৬। বিস্মিত—আশ্চর্য্যান্বিত।

বলহে অমাত্য শুনি কপোত (১) বারতা ;
টলিল আমার চিত্ত না আছে স্থিরতা।
কহিছেন মন্ত্রী পেয়ে ভূপের আদেশ ;
বিস্তৃত বৃত্তান্ত তার বর্ণিয়া বিশেষ।
মহম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি ;
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।

(পারাবতের উপাখ্যান।)

প্রাণেশ বিশ্বাসী ওহে প্রিয় শ্রোতাগর্ণ ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
শুন এবে মনোযোগে সে মিষ্ট কথন ;
কহিল যা মন্ত্রী ভূপে করিয়া যতন।
বর্ণিতে লাগিল তবে অমাত্য প্রধান ;
শ্রবণ করহে ভূপ ! হৈয়া সাবধান।
জঙ্গবার দেশে ছিল দুটি পারাবত ;
প্রণয় নিগড়ে (২) হয়ে আবদ্ধ সতত।
বিরহ কেশরী (৩) কভু প্রকাশিয়া বল ;
ছিড়িতে নারিত তয়ো (৪) প্রণয় শৃঙ্খল।
লোক প্রামুখাৎ (৫) আমি শুনিয়াছিলাম ;
সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি দুই কপোতের নাম।
সৌহার্দ্দ (৬) নিকুঞ্জে কাটি কিছু কাল সুখে ;
কুবুদ্ধি কহিছে তবে সুবুদ্ধি সম্মুখে।
এক স্থানে এক নীড়ে থাকি সর্ব্বক্ষণ ;

১। কপোত—পায়রা। ২। নিগড়—লৌহ-শৃঙ্খল। ৩। কেশরী—সিংহ।
৪। তয়োঃ—তাহাদের। ৫। প্রামুখাৎ—মুখ হইতে। ৬। সৌহার্দ্দ—বন্ধুত্ব।

আলোড়িত বিচলিত (১) হ'ল মোর মন।
একারণ চাহি আমি ভ্রমণ করিতে;
বহু উপকার তাহে বুঝিয়াছি চিতে।
নানাবিধ অলৌকিক (২) ঘটনা হেরিব;
মনোসুখে নানা স্থানে ভ্রমণ করিব।
বুঝি দেখ কহি আমি তব সন্নিধানে;
তরবার যতক্ষণ রহিবে পিধানে (৩)।
শোণিতে (৪) না হবে শিক্ত কভু শূরদলে (৫);
শোভিত হবে কি অসি প্রকাশ নাহ'লে?
পর্য্যটন হেতু অভ্র (৬) উৰ্দ্ধে রহিয়াছে;
অচল কারণ বিশ্ব নিম্নে পড়িয়াছে।
বিটপী (৭) পারিত যদি করিতে ভ্রমণ;
পরশুতে (৮) ছেদিত না হইত কখন।
এরূপে দৃষ্টান্ত কত কুবুদ্ধি দর্শায়;
সুবুদ্ধি সৌজন্য (৯) করি পরে কহে তায়।
দেখহে কুবুদ্ধি তুমি আপন জীবনে;
কখন না বাহিরিলে দেশ-পর্য্যটনে।
বিদেশে বিপদ কত তুমিত জাননা;
দেশ ভ্রমণেতে গেলে ভোগিবে যন্ত্রণা।
এবার্ত্তা শুনিল যদি কুবুদ্ধি কুমতি;
সগর্ব্বে কহিল তবে সুবুদ্ধির প্রতি।
যখন কহেছি আমি অভিলাষ মনে;
বিদেশের সুসৌন্দর্য্য হেরিতে নয়নে।

১। বিচলিত—চঞ্চল। ২। অলৌকিক—আশ্চর্য্য। ৩। পিধান—তরবারের খাপ। ৪। শোণিত—রক্ত। ৫। শূরদল—বীরদল। ৬। অভ্র—মেঘ। ৭। বিটপী—বৃক্ষ। ৮। পরশু—কুঠার। ৯। সৌজন্য—দয়া।

হোক না তাহাতে মম হয় যত দুখ;
কদাচ সে কার্য্যে আমি নাহব বিমুখ।
একথা শুনিয়া তবে সুবুদ্ধি তখন;
কুবুদ্ধিকে কহিলেন করি সম্বোধন।
ভুবন ভ্রমিয়া তার সৌন্দর্য্য দর্শন;
শুভ নহে করা তাহা ছাড়ি প্রিয় জন (১)।
বিরহ অসিতে কাটি প্রণয় কুরঙ্গ;
কি তৃপ্তি দেখিলে হবে ঐহিক (২) সুরঙ্গ।
যে সকল ক্লেশ ভোগ ঘটে অহরহ;
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুহৃদ বিরহ।
অতএব নাহি জ্বাল বিচ্ছেদ অনল (৩);
উপস্থিত স্বচ্ছন্দতা কর'না বিচল।
যাহা কিছু আহারীয় আছে আহরিত;
লোভে যেন তাহা নাহি হয় অপহৃত (৪)।
বিবেকী (৫) হইয়া আশু ত্যজি লালসায়;
নির্ব্বিঘ্নে নিবাস তুমি আপন কুলায়।
বিরহ কলম্ব (৬) ধরি রহিয়াছে কাল;
বিরহীর বক্ষে হানি ঘটাইবে কাল।
এই হেতু করি মানা দেশ পর্য্যটনে (৭);
বুঝিয়া করিবে ক্রিয়া যাহা লয় মনে।
সুবুদ্ধির উপদেশ গ্রাহ্য না করিয়া;
কুবুদ্ধি কহিছে তবে গর্ব্বিত হইয়া।
শুনহে সুহৃদবর! আমার বচন;

১। প্রিয়জন—বন্ধুজন। ২। ঐহিক—পার্থিব। ৩। অনল—অগ্নি। ৪। অপহৃত—চুরিকৃত। ৫। বিবেকী—জ্ঞানী। ৬। কলম্ব—বাণ। ৭। পর্য্যটন—ভ্রমণ।

বিরহের বার্ত্তা মুখে তুলনা কখন।
বান্ধবের অভাব কি আছে বসুধায় (১);
বিদেশেতে বহু বন্ধু মিলিবে ত্বরায়।
যেহেতু লিখিত আছে বুধের বচন;
কহিসে বারতা আমি শুন দিয়া মন।
"একি বন্ধু সহ প্রেম ক'রনা স্থাপন;
একি দেশে স্থিতি নাহি কর সর্ব্বক্ষণ।
যেহেতু ঈশের (২) রাজ্য রয়েছে বিস্তর;
মানবেতে পূর্ণ যাহা আছে নিরন্তর।
ভ্রমণ করিলে সেই রাজ্যে অনুক্ষণ;
উপার্জ্জিত বহুল হইবে জ্ঞান ধন।"
অতএব প্রিয় সখা করিহে! প্রার্থনা;
পর্য্যটন-ক্লেশ-বার্ত্তা কর্ণেতে তুল'না।
এবার্ত্তা শুনিল যদি সুবুদ্ধি সুমতি;
সম্বোধিয়া (৩) কহে কিছু কুবুদ্ধির প্রতি।
চির প্রণয়ীর বাক্য টালি (৪) অনায়াসে;
যাইতে যখন পার তুমি পরবাসে (৫)।
তখন তোমাকে আর উপদেশ দিয়া;
উপকার নাহি হবে দেখেছি বুঝিয়া।
ইহাতে অরির বাঞ্ছা সফল হইবে;
মোদের বিরহ দেখি আনন্দে রহিবে।
এরূপ উভয়ে তর্ক করিয়া বিস্তর;
বিদায় গ্রহণ শেষে করে পরস্পর।
তার পর সুবুদ্ধিকে সেখানে ছাড়িয়া;

১। বসুধায়—পৃথিবীতে। ২। ঈশের—ঈশ্বরের। ৩। সম্বোধিয়া—আহ্বান করিয়া। ৪। টালি—অগ্রাহ্য করিয়া। ৫। পরবাসে—প্রবাসে।

কুবুদ্ধি পবন পথে চলিল উড়িয়া।
ছাড়ি গেল লোকালয় স্বদেশ নগর;
গিরিগুহা উপত্যকা (১) বারিধি (২) প্রান্তর (৩)।
উদ্যান ও শস্য ক্ষেত্র নিকুঞ্জ (৪) কানন;
উড়ে চলে দেখি আর কত পুষ্পবন।
এমন সময় এক মনোহর স্থান;
নয়নে হেরিয়া তার জুড়াইল প্রাণ।
সুগন্ধি কুসুম করি গন্ধ বিতরণ;
প্রভঞ্জন (৫) সহকারে মানস রঞ্জন।
মহীরুহাবলি (৬) যথা ফল ভরে নত;
আহ্বানিতে পান্থ জনে যেন অবনত।
কোথায় জলের স্রোত বহিয়া চলেছে;
কোথা বা সবুজ ক্ষেত্র পড়িয়া রয়েছে।
শতদলে (৭) পরিপূর্ণ কত সরোবর (৮);
তাহাতে করিছে কেলি (৯) যত জলচর।
কুবুদ্ধি সেস্থান দেখি বিস্মিত হইল;
এদিকে যামিনী আসি ধরায় উদিল।
সুধাংশু বিকাশি অংশু (১০) তিমির নাশিল;
বিহঙ্গম কুজনিয়া (১১) কুলায় (১২) আইল।
সুমন্দ গতিতে বহি সান্ধ্য (১৩) সমীরণ;
তাপিত তনুর (১৪) তাপ করিল হরণ।

১। উপত্যকা—দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান। ২। বারিধি—সমুদ্র। ৩। প্রান্তর—মাঠ। ৪। নিকুঞ্জ—লতাদি বেষ্টিত সুরম্য স্থান। ৫। প্রভঞ্জন—বায়ু। ৬। মহীরুহাবলি—বৃক্ষ সমূহ। ৭। শতদল—পদ্ম। ৮। সরোবর—জলাশয়। ৯। কেলি—খেলা। ১০। অংশু—কিরণ। ১১। কুজনিয়া—রব করিয়া। ১২। কুলায়—বাসায়। ১৩। সান্ধ্য—সায়ংকালীন। ১৪। তনু—শরীর।

সে সময়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য হেরিয়া ;
যেছিল যেখানে তার বিমোহিত হিয়া।
কুবুদ্ধি হেরিয়া সেই স্থান মনোহর ;
স্থিতি করিবারে তথা নামিল সত্বর।
ক্ষণিক বিশ্রাম সে না করিতে করিতে ;
তিমিরে ঘেরিল বিশ্ব দেখিতে দেখিতে।
তড়িৎ (১) মোড়িত হৈয়া নিরদ মালায় ;
তাড়িত বেগেতে আসি উদিল তথায়।
বারি সহ ইরম্মদ (২) গভীর গর্জ্জনে ;
পতিত হইতেছিল হেরিল নয়নে।
নিরাশ্রয় হয়ে মনে কুবুদ্ধি ডরিল (৩) ;
কোনক্রমে আশ্রয়ের স্থান না পাইল।
ভূরুহ শাখায় কভু করি অবস্থান ;
কভু বা পর্ণের (৪) আড়ে বাঁচাইল প্রাণ।
নিশিতে সেখানে বহু যন্ত্রণা ভোগিয়া ;
শর্ব্বরী (৫) হইলে গত চলিল উড়িয়া।
উড়িতে উড়িতে দ্বিধা (৬) উপজিল (৭) মনে ;
কুলায় যাইবে কিম্বা বিদেশ ভ্রমণে।
এমন সময় হায় এমন সময় ;
বিপদ তাহার এক হইল উদয়।
বাজ বিহঙ্গম এক দেখিতে দেখিতে ;
কুবুদ্ধিকে সেইস্থানে গেল আক্রমিতে।
রবিসুত (৮) সম অরি দেখি কপোতের ;—

১। তড়িৎ—বিদ্যুৎ। ২। ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি। ৩। ডরিল—ভয় পাইল। ৪। পর্ণের—পত্রের। ৫। শর্ব্বরী—রাত্রি। ৬। দ্বিধা—দ্বিভাব। ৭। উপজিল—উপস্থিত হইল। ৮। রবিসুত—যম।

অন্তরে হইল আসি উদয় ভয়ের।
"জীবন দেউটী (১) মম হয়ত সত্বরে;
নির্ব্বাণ হইবে তীব্র বাজের নখরে।"
এইরূপে কত চিন্তা করিতে লাগিল;
স্বীয় মূর্খতার প্রতি অনেক নিন্দিল।
সে সময়ে চিত্তে ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়া;
আপনাকে আপনি সে কহে সম্বোধিয়া।
যদি রক্ষা পাই এবে এই বিপদেতে;
দেশ ভ্রমণের বার্ত্তা না লব মুখেতে।
যত দিন জীব ভবে প্রিয়জন সহ;—
আর না করিব আমি কখন বিরহ।
এইরূপে বহু চিন্তা করে মনে ত্রাসে (২);
ঈগল (৩) আসিয়া এক এই সাবকাশে।
বাজের সহিত মহাসংগ্রাম (৪) করিয়া;
চাহে কি কপোতে লয় বলেতে কাড়িয়া।
বাজ দেখি ঈগলকে ক্রোধান্ধ হইল;
নিধন করিতে তাকে সিদ্ধান্ত করিল।
এইরূপে অনুমান করি পরস্পর;
রত হৈল পক্ষি দ্বয় করিতে সমর।
রণেতে হইল রত তাহারা যখন;
কুবুদ্ধির অবসর (৫) মিলিল তখন।
অবিলম্বে গিয়া এক প্রস্তর গহ্বরে;
কুবুদ্ধি সুবুদ্ধি করি পশিলা সত্বরে।
বহুকষ্টে বিভাবরী (৬) কাটিয়া সেখানে;

১। দেউটী—প্রদীপ। ২। ত্রাসে—ভয়ে। ৩। ঈগল—শিকারি পক্ষি বিশেষ। ৪। সংগ্রাম—যুদ্ধ। ৫। অবসর—সাবকাশ। ৬। বিভাবরী—রাত্রি।

প্রত্যুষে আড়ষ্ট দেহে চলে অন্য স্থানে।
চিন্তায় বিহ্বল (১) হৈয়া লাগিল উড়িতে;
ভীত চিত্তে ইতস্ততঃ লাগিল দেখিতে।
হঠাৎ কপোত এক হেরিল্ নয়নে;
পিঞ্জরে আবদ্ধ আছে অতি সযতনে।
খাদ্য শস্য নানাবিধ সম্মুখে তাহার;
পতিত রয়েছে কত কে বুঝে ব্যাপার।
সুরঙ্গে (২) করিছে কেলি (৩) কৌশল করিয়া;
কুবুদ্ধি হইল তুষ্ট তাহাকে হেরিয়া।
জঠর পাবকে (৪) ছিল বিস্তর কাতর;
স্বজাতি হেরিয়া আশু (৫) গেল তার ডর।
সেখানে বসিল আসি উড়ি ধীরে ধীরে;
খাইতে পতিত খাদ্য চাহে ফিরে ফিরে।
এক বিন্দু ভক্ষ্য (৬) নাহি খাইতে খাইতে;
আবদ্ধ হইল পাশে (৭) দেখিতে দেখিতে।
প্রথম বিপত্তি হ'তে প্রাণেতে বাঁচিয়া;
কুবুদ্ধি দ্বিতীয় কষ্টে পড়িল আসিয়া।
বিতংসে (৮) পড়িয়া ভোগি বিষম যন্ত্রণা;
উপায় নাপায় কিছু করিয়া ভাবনা।
খাঁচাস্থ কপোতে করি বহু তিরস্কার;
কুবুদ্ধি কহিছে পুনঃ শুন গুণাধার।
"তোমাকে এখানে আমি স্বজাতি হেরিয়া;
আসিয়াছিলাম প্রাণে বাঁচিব বলিয়া।

১। বিহ্বল—ব্যাকুল। ২। সুরঙ্গে—আমোদে মাতিয়া। ৩। কেলি—খেলা। ৪। পাবক—অগ্নি। ৫। আশু—শীঘ্র। ৬। ভক্ষ্য—খাইবার বস্তু। ৭। পাশ—দড়ি, এখানে ফাঁদ। ৮। বিতংস—জাল বা ফাঁদ।

পতিত হয়েছি জালে তোমারি কারণ;
সঙ্কটে পড়িয়া বুঝি যায় হে জীবন।
কিজন্য ভদ্রতা গুণে বঞ্চিত হইলে;
এই বিপত্তির (১) বার্ত্তা কেননা কহিলে।
জানিতাম আগে যদি আমি এ ঘটনা;
ভোগিতে হইত নাহি মম এ যন্ত্রণা।"
স্থানীয় (২) কপোত যদি এবার্ত্তা শুনিল;
ক্রোধভরে কুবুদ্ধিকে কহিতে লাগিল।
"শুন ভ্রাতঃ কহি আমি জেন হে সকল;
অহর্নিশ (৩) পাই মোরা ললাটের (৪) ফল।
বিতংসে পড়েছ তুমি ললাটের ফলে;
তা নহিলে একল কি অন্য হেতু ফলে?
কুবুদ্ধি তখন অতি বিমর্ষ হইয়া;
স্থানীয় কপোতে কিছু কহে সম্বোধিয়া।
"শুন ভ্রাতঃ মম প্রতি করুণা (৫) করিয়া;
উপায় থাকেত কিছু দাও হে বলিয়া।"
স্থানীয় কপোত শুনি কুবুদ্ধির উক্তি;
কহিছে তাহাকে কিছু করিয়া সুযুক্তি।
"শুনহে কুবুদ্ধি কহি তোমাকে এখন;
যদি জানিতাম কোন কৌশল এমন।
নিজের বিপত্তি নাহি হইত কখন;
অন্যের না হইতাম বিপদ কারণ।
অতএব দেখি সেই অবস্থা তোমার;
উষ্ট্র শাবকের দশা যেমন প্রকার।"

১। বিপত্তি—বিপদ। ২। স্থানীয়—সেই স্থান নিবাসী। ৩। অহর্নিশ-দিবা রাত্রি। ৪। ললাট—কপাল, অদৃষ্ট, ভাগ্য। ৫। করুণা—দয়া।

একথা শুনিল যদি কুবুদ্ধি কুমতি;
স্থানীয় কপোতে কহে করিয়া মিনতি।
উষ্ট্র শাবকের দশা কিরূপ নাজানি;
প্রকাশ করিয়া বল শুনিব সে বাণী।
পিঞ্জরস্থ পারাবত (১) এবার্ত্তা শুনিয়া;
ক্রমেল (২) শাবক বার্ত্তা কহে বিবরিয়া।
মহম্মদ কাজেমালি কহে বিভু স্মরি;
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।

—০:::০—

পিঞ্জরস্থ পারাবত, উষ্ট্রী ও তাহার বৎসের উপাখ্যান বর্ণনা করিতেছেন।

শুন প্রিয় শ্রোতাগণ, শুন প্রিয় শ্রোতাগণ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
তবে বদ্ধ পারাবত, তবে বদ্ধ পারাবত;
কুবুদ্ধিকে কহে "আমি শুনেছি এমত।
এক ক্রমেল শাবক, এক ক্রমেল শাবক;
শ্রান্তিতে চলিতে পথে হৈয়া অপারক।
স্বীয় মাতাকে কহিল, স্বীয় মাতাকে কহিল;
এবে বুঝি তব পুত্র প্রাণেতে মরিল।
কষ্ট না পারি সহিতে, কষ্ট না পারি সহিতে;
চরণ বিকল হৈল না পারি চলিতে।
অম্বা (৩) হৃদয়ে তোমার, অম্বা হৃদয়ে তোমার;
করুণার লেশ (৪) কিছু নাহি দেখি আর।

১। পারাবত—পায়রা। ২। ক্রমেল—উষ্ট্র। ৩। অম্বা—মাতা। ৪ লেশ—চিহ্ন।

করি কৃপা বিতরণ, করি কৃপা বিতরণ;
বিশ্রাম করুন মম রক্ষিতে জীবন।
উষ্ট্রী শুনি এ বারতা (১), উষ্ট্রী শুনি এ বারতা;
শাবকে কহিছে কিছু করিয়া মমতা।
পুত্র দেখ একবার, পুত্র দেখ একবার;
অপরের হস্তে দেখ মুখস (২) আমার।
আছি আবদ্ধ নিয়ত, আছি আবদ্ধ নিয়ত;
সাধ্য কি বিশ্রাম করি স্বীয় ইচ্ছা মত।
যদি ক্ষমতা রহিত, যদি ক্ষমতা রহিত;
তব আর মম কিছু শ্রম না হইত।
শুনি গল্প মনোহর, শুনি গল্প মনোহর;
কুবুদ্ধির হৃদয়েতে হৈল বহু ডর।
পরে শুন দয়া করি, পরে শুন দয়া করি;
মহম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি।
প্রাণেশ বিশ্বাসী ওহে প্রিয় শ্রোতাগণ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
কুবুদ্ধি কপোত ভালে (৩) যাহা তার পর;—
ঘটিল তা শুন ওহে শ্রাবক (৪) নিকর (৫)।
ক্রমেলক (৬) শাবকের শুনি উপাখ্যান;
হৃৎকম্পে বিকম্পিত কুবুদ্ধির প্রাণ।
পাশ সহ লম্ফ ঝম্প করিতে লাগিল;
উড্ডীন করিতে বহু প্রয়াস পাইল।
প্রয়োগি প্রচুর বল বিতংস ছিঁড়িয়া;

১। বারতা—কথা। ২। মুখস—মুখ-রজ্জু, লাগাম। ৩। ভালে—অদৃষ্টে।
৪। শ্রাবক—শ্রোতা। ৫। নিকর—সমূহ। ৬। ক্রমেলক—উষ্ট্র।

কুবুদ্ধি কুলায় (১) স্বীয় চলিল উড়িয়া।
যাইতে যাইতে অতি দুঃখাকুল মনে;
ধ্বংসিত কর্ব্বট (২) এক হেরিল নয়নে।
কালচক্রে হইয়াছে চূর্ণ অধিবাসী;
তিলেক রহিতে নারে সেখানে প্রবাসী।
সেইপল্লী মধ্যে এক সুভগ্ন প্রাচীরে;
কুবুদ্ধি উড়িয়া গিয়া বসিল অচিরে (৩)।
প্রাচীরের সন্নিহিত (৪) ছিল শস্য ক্ষেত্র;
কুবুদ্ধির দেখি তাহা যুড়াইল নেত্র।
জনেক যুবক ছিল তাহার প্রহরি;
কৃতান্ত (৫) দেখিয়া যারে পলাইল ডরি।
বল মদে মত্ত যেন বলিষ্ঠ বারণ (৬);
দুর্ব্বার তাহার গতি কে করে বারণ (৭)।
কার্ম্মুক (৮) কলম্ব (৯) করে কৌশলে করিয়া;
বহুল বিহঙ্গ বাণে বধিত বিন্ধিয়া।
যুবক ভীষণ সাজে সজ্জিত হইয়া;
শস্যক্ষেত্রে ইতস্তুতঃ বেড়ায় ভ্রমিয়া।
কুবুদ্ধিকে অকস্মাৎ হেরিয়া নয়নে;
গাণ্ডীবে (১০) জুড়িল তীক্ষ্ণ ইষু (১১) সযতনে।
সরোষে শিঞ্জিনী (১২) টানি আকর্ণ (১৩) পূরিয়া;
নিক্ষেপ করিল বাণ কুবুদ্ধি লক্ষিয়া।

১। কুলায়—বাসায়। ২। কর্ব্বট—ক্ষুদ্র নগর বা গ্রাম। ৩। অচিরে—শীঘ্র। ৪। সন্নিহিত—নিকটবর্ত্তী। ৫। কৃতান্ত—যম। ৬। বারণ—হস্তী। ৭। বারণ—নিষেধ। ৮। কার্ম্মুক—ধনুক। ৯। কলম্ব—তীর। ১০। গাণ্ডীব—ধনুক। ১১। ইষু—তীর। ১২। শিঞ্জিনী—ধনুর্গুণ। ১৩। আকর্ণ—কর্ণমূলাবধি।

সোঁ৷ স্বুরী (১) শিঞ্জনে (২) শর গর্জ্জিয়া চলিল ;
যাইয়া তাহার পক্ষে বিষম বিন্ধিল।
যম দণ্ডাঘাত সম আঘাত পাইয়া ;
সন্নিহিত এক কূপে পড়িল যাইয়া।
কপোত পড়িল কূপে যুবক দেখিয়া ;
মহামনস্তাপে শূর চলিল ফিরিয়া।
এখানে কুবুদ্ধি পড়ি কূপের ভিতর ;
সারা নিশীথিনী (৩) কষ্ট ভোগিল বিস্তর।
প্রাতে তমনাশি যবে পতঙ্গ (৪) উদিল ;
তারাকুল জ্যোতি হারা তাহাতে হইল।
প্রকৃতি উঠিল জাগি সাজি নব সাজে ;
প্রাণী চয় বাহিরিল স্বীয় স্বীয় কাজে।
কূপ হৈতে উঠি সেই ভাস্বর (৫) প্রভাতে ;
কুবুদ্ধি ভোগিয়া ক্লেশ চলিল বাসাতে।
যাইয়া উত্তীর্ণ যদি হইল কুলায় ;
সম্মানিতে তাকে তবে সুবুদ্ধি ত্বরায়।
গিয়া তার কাছে দেখে করি নিরীক্ষণ ;
কৃশ হইয়াছে অতি কুবুদ্ধি দুর্জ্জন।
শৌর্য্য ও লাবণ্য তার সকল গিয়াছে ;
অমাংস (৬) কঙ্কাল (৭) দেহে সুধু প্রাণ আছে।
তখন সুবুদ্ধি অতি দুঃখিত হইয়া ;
জিজ্ঞাসিছে তিরস্কার তাহাকে করিয়া।
শুন অহমিকাকারী (৭) দুরাকাঙ্ক্ষী জন ;

১। স্বুরী—স্বরযুক্ত। ২। শিঞ্জনে—অব্যক্ত ধ্বনিতে। ৩। নিশীথিনী—রাত্রি। ৪। পতঙ্গ—সূর্য্য। ৫। ভাস্বর—দীপ্তিযুক্ত। ৬। অমাংস—দুর্ব্বল, কৃশ। ৭। কঙ্কাল—হাড়। ৮। অহমিকাকারী—গর্ব্বকারী।

এত দিন কোথা ছিলে বল তা এখন।
কেন এ অবস্থা তব ঘটিয়াছে বল ;
শুনিতে মানস মম হইল বিহ্বল।
এবার্ত্তা শ্রবণ করি কুবুদ্ধি তখন ;
কহিল "কেমনে বর্ণি সেই বিবরণ।
ক্লেশ ভোগিয়াছি কত দেখেছি ঘটনা ;
অসংখ্য অসীম তার না হয় বর্ণনা।
শুনিয়াছিলাম ইহা আপন শ্রবণে ;
দরশন জ্ঞান হয় অর্জ্জিত (১), ভ্রমণে।
আমি কিন্তু পেয়েছি এ দরশন জ্ঞান ;
বিদেশে যাবনা আর থাকিতে এ প্রাণ।
যতদিন বিশ্ব মাঝে জীবিত রহিব ;
বিরহের বার্ত্তা কভু মুখে না লইব।
তব সহবাসে রহি যাবৎ-জীবন ;
কাটাইতে রব কাল করেছি মনন।"
কপোতের গল্প শেষ করি মন্ত্রীবর ;
কহিছেন নবভাবে ভূপের গোচর ;
"শুন শুন মহীপাল মম নিবেদন ;
পায়রার উপাখ্যান (২) বলি এ কারণ।
যাতনা-কণ্টক পূর্ণ ভ্রমণের পথ ;
পর্য্যটক (৩) হয় তাহে বিদ্ধ দেহ রথ।
প্রভো! যদি যান অন্য দেশ পর্য্যটনে ;
ঘটিবে বিষম বিঘ্ন তব স্বাস্থ্য-ধনে।
অতএব ক্ষিতি-পাল লও উপদেশ ;

১। অর্জ্জিত—লাভ। ২। উপাখ্যান—গল্প। ৩। পর্য্যটক—যে ব্যক্তি ভ্রমণ করে, ভ্রমণকারী।

অভিলাষ ত্যাগ কর যাইতে বিদেশ।”
এবার্ত্তা শুনিয়া রাজা ভুবন-বিজয় ;
সম্বোধিয়া (১) সবিশেষ মন্ত্রীবরে কয়।
“শ্রবণ করহ বুধ অমাত্য প্রধান ;
বিদেশের কষ্ট লভ্য না হয় সমান।
স্বদেশে রহিলে কিছু ক্লেশ নাহি হয় ;
বিদেশেতে কষ্ট ভোগ জেনেছি নিশ্চয়।
বিদেশ ভ্রমণে কিন্তু উপকার অতি ;
যাহে হয় মানসিক বৃত্তির উন্নতি।
তত্ত্ব ও দর্শন-জ্ঞান হইবে উদয় ;
দক্ষতা ও চতুরতা বাড়িবে নিশ্চয়।
দেখ নাই কিহে তাহা নয়নে কখন ;
অহরহ হয় যাহা প্রত্যক্ষ ঘটন ?
পদাতিক চতুরঙ্গ কেলির কেমন ;
ছয় ঘর ভ্রমি পায় পদের বর্দ্ধন ?
চতুর্দ্দশ নিশি করি শশাঙ্ক (২) ভ্রমণ ;
পূর্ণেন্দু (৩) কিরূপে হয় কর তা ঈক্ষণ (৪)।
যেব্যক্তি নাযায় কভু বিদেশ ভ্রমণে ;
কেবল নিয়ত রহে স্বীয় নিকেতনে।
বিশ্বের (৫) সৌন্দর্য্য সে বা জানিবে কেমনে ;
যেহেতু সে কভু তা না হেরিল নয়নে।
সুধীজন সন্নিধানে যশঃ কিসে পায় ;
যাবৎ জীবন তার বৃথা কাজে যায়।
দেখ, একি স্থানে যদি বারি বদ্ধ রয় ;

১। সম্বোধিয়া—ডাকিয়া। ২। শশাঙ্ক—চন্দ্র। ৩। পূর্ণেন্দু—পূর্ণচন্দ্র। ৪। ঈক্ষণ—দর্শন। ৫। বিশ্বের—পৃথিবীর।

রঙ্গ স্বাদ স্বভাবতঃ তার লুপ্ত হয়।
কিন্তু নদী প্রবাহিত মধুর জীবন (১);
সকলের প্রিয় আর আদরের ধন।
"শুন সেই বাজ যদি কুলায় রহিত;
দেশ পর্য্যটনে যদি নাহি বাহিরিত।
কখন না পাইত সে নৃপ করে স্থান;
বর্দ্ধিত হইত নাহি তাহার সম্মান"।
সচিব (২) এবার্ত্তা শুনি কহিছে রাজায়;
বাজের বৃত্তান্ত কিবা বলুন আমায়।
এতেক শ্রবণি তবে কিন্তু ক্ষিতিপতি;
বাজের বৃত্তান্ত বর্ণি কহে মন্ত্রী প্রতি।
মহম্মদ কাজেমালি কহে বিভু স্মরি;
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।

—০:০:—

মহারাজ ভুবন বিজয় স্বীয় সচিবকে একটি বাজ বিহঙ্গের (৩) বিবরণ কহিতেছেন।

প্রাণেশ বিশ্বাসী ওহে প্রিয় শ্রোতাগণ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
অতঃপর শুন সবে সে মিষ্ট ভারতী (৪);
কহিল যা ভুবন বিজয় লোকপতি।
ভূপতি কহিছে তবে শুন মন্ত্রীবর;
বাজের বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচর।
"এক তুঙ্গ (৫) শৈল-শৃঙ্গে (৬) নির্ম্মাণি কুলায়;

১। জীবন—জল। ২। সচিব—মন্ত্রী। ৩। বিহঙ্গ—পক্ষী। ৪। ভারতী—গল্প। ৫। তুঙ্গ—উচ্চ। ৬। শৈলশৃঙ্গ—পর্ব্বতের চূড়া।

বাজের দম্পতী (১) এক নিবাসিত তায়।
কাটিলে সুদীর্ঘ কাল নিধুবনোল্লাসে (২);
শাবক রতন এক জন্মে বাজ বাসে।
অপত্যের (৩) স্নেহে অতি হ'য়ে বিগলিত;
আহারীয় (৪) আহরণে (৫) সর্ব্বদা ভ্রমিত।
এইরূপে কিছুকাল গত হ'লে পর;
বাজের শাবক অল্প হইল ডাগর।
এক দিন শ্যেন (৬) শ্যেনী ভক্ষ্য (৭) গবেষণে (৮);
বাহিরিল একা পুত্রে রাখিয়া ভবনে।
তাদের বিলম্ব হইল ফিরিয়া আসিতে;
এদিকে শাবক জ্বলি জঠর বহ্নিতে।
প্রকম্পিত কলেবর হইয়া ক্ষুধায়;
নীড়ের (৯) ধারেতে শিশু ভ্রমিয়া বেড়ায়।
হঠাৎ কুলায় থাকি শাবক তখন;
পতিত হইতেছিল দৈবের ঘটন।
এমন সময় এক চিল সুচতুর;
আহার লাগিয়া অতি হইয়া ফতুর (১০)।
সেই মহীধর-চূড়া (১১) দেশে বসি ছিল;
শ্যেন শিশু নীড় হতে পড়িছে হেরিল।
আতায়ী (১২) বুঝিল স্বীয় মানসে এমন;
হইতেছে উহা ঠিক মূষিক (১৩) পতন।

১। দম্পতী—স্ত্রী ও পুরুষ। ২। নিধুবনোল্লাসে—স্ত্রী সংসর্গ আমোদে। ৩। অপত্য—সন্তান। ৪। আহারীয়—খাইবার দ্রব্য। ৫। আহরণ—যোগাড়। ৬। শ্যেন—বাজপক্ষী। ৭। ভক্ষ্য—খাদ্য দ্রব্য। ৮। গবেষণ—অন্বেষণ। ৯। নীড়—বাসা। ১০। ফতুর—ক্ষীণ। ১১। মহীধর—পর্ব্বত। ১২। আতায়ী—চিল। ১৩। মূষিক—ইন্দুর।

দৈবাৎ অপর চিল নখর থাকিয়া;
স্খলিত (১) হইয়া উহা যাইছে পড়িয়া।
এইরূপে চিন্তা চিত্তে করি সে তখন;
ক্ষণিকা (২) বেগেতে করে শাবকে ধারণ।
নখরে ধরিয়া তাকে অতি ধীরে ধীরে;
উপনীত হ'ল চিল কুলায় অচিরে।
শাবকে বিশেষ করি হেরিল যখন;
চঞ্চু (৩) করশূকে (৪) হৈতে বুঝিল তখন।
মৃণ্ময় পক্ষির ইহা শাবক নিশ্চয়;
নহিলে চঞ্চু ও নখ ওরূপ কি হয়?
স্বজাতি বলিয়া যবে চিনিতে পারিল;
অন্তরে মমতা তার উদয় হইল।
পরমেশে ধন্যবাদ করিয়া অর্পণ (৫);
প্রকাশ করিয়া চিল কহিছে তখন।
"অসীম বদান্যগুণ (৬) দেখি লোকেশের (৭);
রক্ষিলেন যিনি প্রাণ এই শাবকের।
যদি নাহি রহিতাম আমি সেখানেতে;
শাবক হইত হত পড়িয়া শৈলেতে (৮)।
পাষাণ উপরে তার ও দেহ চঙ্কুর (৯);
পতিত হইলে হ'ত নিশ্চয় বিচূর (১০)।
প্রাণেশের করুণার প্রভাবে (১১) যখন;
রক্ষিয়াছি আমি তার অমূল্য জীবন।

১। স্খলিত—ছাড়িয়া পড়া। ২। ক্ষণিকা—বিদ্যুত। ৩। চঞ্চু—ঠোঁট। ৪। করশূক—নখর। ৫। অর্পণ—প্রদান। ৬। বদান্যগুণ—দানশীলতা। ৭। লোকেশের—ঈশ্বরের। ৮। শৈল—পাহাড়। ৯। চঙ্কুর—রথ। ১০। বিচূর—চূর্ণ। ১১। প্রভাব—শক্তি।

তখন মদীয় (১) পুত্র কলত্র সহিত;
লালন পালন তাকে করিব নিশ্চিত।
স্বীয় সুত রূপে তারে করিব গ্রহণ;
করিলাম এই স্থির সিদ্ধান্ত এখন।
এবার্ত্তা বলিয়া চিল শাবকে লইয়া;
আপন কুলায় রাখে যতন করিয়া।
সুতবৎ করে তাকে লালন পালন;
পিতৃবৎ স্নেহ-নেত্রে হেরে অনুক্ষণ।
এইরূপে সুখে কাল লাগিল যাপিতে;
কভু কোন চিন্তা চিত্তে নারিল উদিতে।
শ্যেন (২) শিশু ক্রমে যবে যুবক হইল;
জাতীয় নখর চঞ্চু প্রকাশ পাইল।
তখন সে স্বীয় চিত্তে করে অনুমান;
বোধ করি আমি ঠিক আতায়ী সন্তান।
পরন্তু দেখিছি ভিন্ন আকৃতি আমার;
ইহাতে সংশয় বহু হয় বারম্বার।
কিন্তু যদি নহি আমি চিলের শাবক;
তবে কেন সে হইল আমার পালক?
পালঙ্ক (৩) সন্তান এই গভীর দ্বিধায় (৪);
নিমগ্ন হইল রহি চিলের কুলায়।
তারপর একদিন চিল সকাতরে;
জিজ্ঞাসিল স্নেহে বাজ-শাবকের তরে।
কেন পুত্র হেরি তব বিরস বদন;
চিন্তানলে দহে কেন ও হৃদয় বন?

১। মদীয়—আমার। ২। শ্যেন—বাজপক্ষী। ৩। পালঙ্ক—বাজপক্ষী
৪। দ্বিধা—চিন্তা।

কিজন্য এ মনোকষ্ট করহে প্রকাশ ;
অচিরে করিব পূর্ণ তব অভিলাষ।
পালঙ্ক শাবক শুনি চিলের বচন ;
প্রকাশ করিয়া কহে তাহাকে তখন।
চিন্তা সর্ব্বভুক্ (১) শিখা অন্তরে আমার ;
সত্য বটে প্রজ্জলিত আছে অনিবার।
পরন্তু তাহার হেতু করিয়া নির্ণয় ;
বুঝিতে নাপারি কিছু শুন মহাশয়।
যাহা কিছু বুঝিয়াছি তাহার বৃত্তান্ত :
প্রকাশিতে না পারিয়া রহিয়াছি ক্ষান্ত।
এজন্য এ আবেদন (২) করি মহাশয় ;
অনুজ্ঞা (৩) প্রচার, তাহে উচিত যে হয়।
স্থির চিত্তে শুন তাতঃ (৪)! মম সে প্রার্থনা ;
বিদেশ ভ্রমিতে আমি করেছি বাসনা।
যেহেতু হেরিয়া বহু সৌন্দর্য্য বিশ্বের ;—
বিদূরিত হবে চিন্তা মদীয় চিত্তের।
শান্তির শশাঙ্ক আস্য হেরিব নয়নে ;
এই অভিলাষ তাতঃ! করিয়াছি মনে।
ইহাতে সুযুক্তি মোরে করিয়া অর্পণ ;
অনুমতি দাও পিতঃ করিতে ভ্রমণ।
বিরহের বার্ত্তা চিল্ শুনিয়া কর্ণেতে ;
হায় হায় করি উঠে মনের দুঃখেতে।
যে বাণী বলিলে সুত বলিওনা আর ;
শেল (৫) সম বিন্ধিল সে অন্তরে আমার।

১। সর্ব্বভুক—অগ্নি। ২। আবেদন—প্রার্থনা। ৩। অনুজ্ঞা—অনুমতি
৪। তাতঃ—পিতা। ৫। শেল—শূল অস্ত্র বিশেষ।

অতএব শুন মম অবোধ সন্তান ;
ভ্রমেও দিওনা মনে ও কুচিন্তা স্থান।
পর্য্যটন বিভীষণ (১) বিশাল মৃগারি (২) ;
নিরন্তর পর্য্যটকে খায় প্রাণে মারি।
অজানিত দেশে গেলে সচ্ছন্দতা নষ্ট ;
আর কত ঘটে তথা বিদেশির কষ্ট।
কিজন্য যাইবে তুমি বিদেশ ভ্রমণে ?
কিসের অভাব বল তব নিকেতনে ?
অক্লেশে মিলিছে দেখ ভরণ পোষণ ;
পাইছ সর্ব্বদা তাহা যাহে প্রয়োজন।
সর্ব্বাঙ্গজাপেক্ষা (৩) ভাল বাসি হে তোমায় ;
কিহেতু হইল তব এ কুআশা হায় !
অন্য পুত্র চয় মম রহি অনুগত ;
অনুজ্ঞা পালনে তব সদা আছে রত।
রক্ষ ভবদীয় (৪) এই সচ্ছন্দতা ধন ;
বিদেশের কষ্ট ভোগ করো'না গ্রহণ।
অতএব প্রিয়পুত্র গ্রাহ্য উপদেশ ;
ওরূপ কুকার্য্যে মন করো'না নিবেশ।
এবার্ত্তা শুনিয়া বাজ-শাবক তখন ;
চিলকে কহিছে কিছু করি সম্বোধন।
শুন শুন প্রিয় তাতঃ ! মম নিবেদন ;
তব কৃপা-কূপোদক (৫) পানি (৬) অনুক্ষণ।
রয়েছে এদেহাগারে মম এ জীবন ;

১। বিভীষণ—ভয়ানক। ২। মৃগারি—সিংহ। ৩। সর্ব্বাঙ্গজাপেক্ষা—(সর্ব্ব+অঙ্গজ+অপেক্ষা) সকল পুত্র অপেক্ষা। ৪। ভবদীয়—তোমার ৫। কূপোদক+(কূপ+উদক) কূপের জল। ৬। পানি—পান করিয়া।

নহিলে অচিরে তাহা হইত পতন।
কিন্তু পিতঃ সবিশেষ করহে শ্রবণ;
উপস্থিত অবস্থায় তৃপ্ত নহে মন।
অধিকন্তু মম চিত্তে যে ভাব উদয়;
প্রকাশিয়া তাহা কিছু বলিবার নয়।
বাজ-শাবকের বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ;—
সুচতুর চিল, চিত্তে কহিছে তখন।
দেখিতেছি বস্তু সব ক্ষিতিতলাবাসে (১);
সময়েতে স্বীয় গুণ অবশ্য বিকাশে (২)।
হইল বাহির এবে সে নিগূঢ় ভাব;
শ্যেন-শিশু প্রকাশিল আপন স্বভাব।
এতেক কহিয়া চিল, শাবকে তখন;
কহে শুন প্রিয়পুত্র আমার বচন।
যতনে গ্রহণ কর মম উপদেশ;
বিরত রহহে বাছা যাইতে বিদেশ।
চঞ্চলতা ছাড়ি কর ধীরতা ধারণ;
স্বীয় অবস্থাতে তুষ্ট রহ অনুক্ষণ।
জড়িত হয়োনা কভু লালসার (৩) পাশে;
দুরাকাঙ্ক্ষী জনে লোভ নিরন্তর নাশে।
লোলুপের নাহি হয় অভীষ্ট সাধন;
লোভের লাগিয়া তার যায় মান ধন।
লুব্ধ (৪) হৈয়া ত্যজ যদি সুখের আবাস;
ক্ষুব্ধ (৫) হবে যবে তব ঘটিবে বিনাশ।

১। ক্ষিতিতলাবাসে—(ক্ষিতি+তল+আবাসে) পৃথিবীরূপ গৃহে। ২। বিকাশে—প্রকাশ করে। ৩। লালসা—আশা। ৪। লুব্ধ—লোভী। ৫। ক্ষুব্ধ—দুঃখিত।

যেমন মার্জ্জার (১) এক লোলুপ (২) হইয়া ;
বহু ক্লেশ পেয়েছিল নিবাস ছড়িয়া।
সেইরূপ দেখিতেছি তোমাকে এখন ;
যন্ত্রণা ভোগিবে বুঝি,ছাড়ি নিকেতন।
শাবক এবার্ত্তা শুনি বিস্মিত হইল ;
চিল সন্নিধানে তবে কহিতে লাগিল।
মার্জ্জারের গল্প কভু কর্ণে শুনি নাই ;
এজন্য হে পিতঃ তাহা শুনিবারে চাই।
এতেক শুনিয়া চিল কহিছে তখন ;
মার্জ্জারের বার্ত্তা তবে শুন দিয়া মন।
মহাম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি।
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।

সুচতুর চিল, বাজ-শাবককে একটী মার্জ্জারের বিবরণ কহিতেছে।

প্রাণেশ বিশ্বাসী ওহে প্রিয় শ্রোতা গণ ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
মনোযোগে শুন এবে সেবার্ত্তা মধুর ;
কহিল যা শ্যেন সুতে আতায়ী চতুর।
শাবকে কহিছে চিল করি সম্বোধন ;
শুন শুন প্রিয় পুত্র আমার বচন।
কোন দেশে পূর্ব্বে এক প্রাচীনা (৩) ললনা (৪) ;
অতি ধীর ছিল নাহি জানিত ছলনা।

১। মার্জ্জার—বিড়াল। ২। লোলুপ—অতি লোভী, লোভযুক্ত। ৩ প্রাচীনা—বৃদ্ধা। ৪। ললনা—স্ত্রীলোক।

তিমিরে আচ্ছন্ন এক সুজীর্ণ কুটীরে ;
নিবাসিত নিয়ত সে ভাসি দুঃখ-নীরে।
স্থবিরার (১) ছিল এক পালিত মার্জ্জার ;
সে ব্যতিত সঙ্গী কেহ নাহি ছিল তার।
পলল (২) সুগন্ধ আর রুটির বরণ ;
কিরূপ না জানিল সে বিলাল কখন (৩)।
যদি কভু তাকে এক মূষিক মিলিত ;
আনন্দে অন্তর তার প্রফুল্ল হইত।
সপ্তাহ কাটিত সেই মূষিক ভক্ষিয়া ;
শীর্ণ (৪) কলেবরে (৫) ছিল প্রাণেতে বাঁচিয়া।
আহার অভাবে অতি হইয়া নির্ব্বলী ;
ভোগিতে রহিয়াছিল যন্ত্রণা আবলি (৬)।
এইরূপে একদিন দুঃখিত অন্তরে ;
উঠিল যাইয়া এক সৌধের উপরে।
সেই স্থানে ইতঃস্ততঃ ভ্রমিতে ভ্রমিতে ;
অপর মার্জ্জার এক পাইল দেখিতে।
সন্নিহিত অন্য এক সৌধ শিরোদেশে ;
সে মার্জ্জার বেড়াইতে আছিল আবেশে (৭)।
ছিল সে বলিষ্ঠ হৃষ্টপুষ্ট দীর্ঘকায় ;
মরাল (৮) বারণ গতি চলিয়া বেড়ায়।
লাবণ্য (৯) ও কলেবর দেখিয়া তাহার ;
বিস্মিত হইয়াছিল বৃদ্ধার মার্জ্জার।
তখন সে ডাকি তারে করিল জিজ্ঞাসা ;

১। স্থবিরার—বৃদ্ধার। ২। পলল—মাংস। ৩। বিলাল—বিড়াল। ৪। শীর্ণ—কৃশ। ৫। কলেবর—দেহ। ৬। আবলি—সমূহ। ৭। আবেশে—মনসংযোগে। ৮। মরাল—রাজহংস। ৯। লাবণ্য—সৌন্দর্য্য।

সুমন্দ গতিতে তব কোথা হৈতে আসা
কিরূপে হইলে তুমি পুষ্ট কলেবর ;
প্রকাশি শীতল কর আমার অন্তর।
অপর পয়স্য (১) তবে এ বার্ত্তা শুনিয়া ;
প্রাচীনার মার্জ্জারকে কহে প্রকাশিয়া।
সম্রাটের ভুক্ত অবশিষ্ট রহে যাহা ;
আহার করিয়া মম পুষ্ট কায় তাহা।
অহরহ প্রত্যুষেতে রাজ-নিকেতনে ;
গমন করিয়া থাকি প্রফুল্লিত মনে।
প্রস্তুত হইলে পরে নৃপের আহার ;
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ প্রকার।
মহীপাল যবে যান করিতে ভোজন ;
আহারের কালে করি আমিও গমন।
পিষ্টক পায়স পয় পলল পলান্ন (২) ;
মনোহরা (৩) মতিচুর মাখন মিষ্টান্ন (৪)।
এইরূপে নানাবিধ খাদ্য তৃপ্তিকর ;
নৃপ-সন্নিধানে খাই পূরিয়া উদর।
এই হেতু নাহি চিন্তা আহার লাগিয়া ;
কিসের অভাব মম দেখ হে বুঝিয়া।
বৃদ্ধার বিড়াল যদি এ বার্ত্তা শুনিল ;
অপর মার্জ্জারে ইহা প্রকাশ করিল।
মিষ্টান্ন পলান্ন কভু নাহেরি নয়নে ;
দেখা দূরে থাক্ কভু নাশুনি শ্রবণে।
প্রাচীনার উটজের (৫) মূষিক ব্যতীত ;

১। পয়স্য—বিড়াল। ২। পলান্ন—মাংস পক্ক অন্ন, পোলাও। ৩। মনোহরা—মিষ্টান্ন বিশেষ। ৪। মিষ্টান্ন—মিঠাই। ৫। উটজের—পর্ণশালার।

অন্য আহারীয় কভু নাপাই নিশ্চিত।
পীবর (১) পয়স্য যদি এবার্ত্তা শুনিল ;
হাস্য করি তার প্রতি কহিতে লাগিল।
এ কারণ লূতা (২) সম আকৃতি তোমার ;
প্রভেদ নাদেখি কিছু শুন সে ব্যাপার।
কেবল লাঙ্গুল কর্ণ হেরি মার্জ্জারের ;
বাকি দেহ তব সম উরণনাভের (৩)।
অতএব শুন ভ্রাতা আমার বচন ;
যদি তুমি যাও কভু নৃপের ভবন।
সুগন্ধি আহার গন্ধে মাতিয়া উঠিবে ;
বিগত যৌবন ধন ফিরিয়া পাইবে।
স্থবিরার আখুভুক (৪) এবার্ত্তা শুনিয়া ;
প্রতিবেশী (৫) মার্জ্জারিকে কহে বুঝাইয়া।
দয়া করি যদি এই বলহীন জনে ;
বারেক লইয়া যাও নৃপ নিকেতনে।
কিছুকাল ভক্ষি তথা রুটি ও পলল ;
তব অনুগ্রহে হই পীবর সবল।
পীন (৬) আখুভুক তার মিনতি দেখিয়া ;
প্রতিজ্ঞা করিল সঙ্গে যাইতে লইয়া।
বৃদ্ধার বিড়াল যদি এতেক শুনিল ;
ধীরে ধীরে সৌধ হ'তে নামিয়া আইল।
অতঃপর এবারতা কহে প্রাচীনায় ;
স্থবিরা শুনিয়া দেয় উপদেশ তায়।

১। পীবর—মোটা। ২। লূতা—মাকড়সা। ৩। উরণনাভের (উর্ণনাভ) মাকড়সার। ৪। আখুভুক—বিড়াল। ৫। প্রতিবেশী—পড়সী। ৬। পীন—মোটা।

শুন শুন মম বার্ত্তা প্রিয় অনুচর ;
তব বার্ত্তা শরে বিন্ধে আমার অন্তর।
অন্যের প্রলোভ বাক্যে ভু'লনা কখন ;
লালসার পাশে পড়ি হারাবে জীবন।
যাহা কিছু আহারীয় (১) মিলে অহরহ ;
তুষ্ট হৈয়া তাহে কাল কাঠাইয়া রহ।
যেহেতু বিলুব্ধ জন লোভের কারণ ;
বহুক্লেশ ভোগি হয় অন্তিমে পতন।
অতএব শুন শুন গ্রাহ্য উপদেশ ;
প্রলোভ বাক্যেতে মন করোনা নিবেশ।
কিন্তু সে মার্জ্জার এত লুব্ধ হৈয়া ছিল ;
প্রাচীনার উপদেশ গ্রাহ্য না করিল।
পরদিন প্রত্যুষেতে উঠি সে ত্বরায় ;
পীবর পয়স্য পানে দ্রুতগতি ধায়।
বিকম্পিত কলেবর হইয়া ক্ষুধায় ;
পীন আখুভুক সহ প্রাসাদেতে যায়।
পরন্তু পূর্ব্বাহে ঘটেছিল এ ব্যাপার ;
সমবেত (২) হৈয়া বহু অপর মার্জ্জার।
অবাধ্যতা প্রকাশিয়া নৃপ-সন্নিধানে ;
বিরক্ত করিল তাঁকে কি ভাবে কেজানে।
সম্রাট কুপিত তাহে হইয়া বিস্তর ;
আমাত্যে অনুজ্ঞা ইহা করিল সত্বর।
কএক কার্ম্মুক-ধারী কর নিয়োজিত (৩) ;
কোদণ্ড কলম্ব সহ থাকুক সজ্জিত।
এখন হইতে কোন বিড়াল এখানে ;

১। আহারীয়- খাদ্য। ২। সমবেত—মিলিত। ৩। নিয়োজিত—নিযুক্ত।

আসিলে তাহাকে আশু বধ বিন্ধি বাণে।
এ আজ্ঞা পাইয়া তবে চাপধারী (১) গণ;
তীক্ষ্ণ শরে সুসজ্জিত রহে অনুক্ষণ।
বৃদ্ধার মার্জ্জার তার নাজানে সন্ধান;
ইষুগতি ধায় পেয়ে পলান্নের ঘ্রাণ।
পশামাত্র নৃপালের ভোজন আগারে,—
জনেক গাণ্ডীবধারী বিন্ধে শরে তারে।
শোণিতে (২) হইল আর্দ্র (৩) সর্ব্ব কলেবর;
পিছু নাহি তাকে ডরে পলায় সত্বর।
বল বুদ্ধি সব তার হইল বিগত;
শরাঘাতে ক্রমে হৈল প্রাণ ওষ্ঠাগত।
তখন সে বলে ইহা হইয়া হতাশ;
এবে কিছু নাহি মোর বাঁচিবার আশ।
জীবেশ (৪) বাঁচায় যদি এ যাত্রা জীবনে;
আর না করিব কভু দুরাকাঙ্ক্ষা মনে।
যত দিন ক্ষিতি বক্ষে জীবিত রহিব;
বৃদ্ধার কুটীরে থাকি মূষিক ভক্ষিব।
পয়স্যের গল্প শেষ আতায়ী করিয়া;
বাজের তনয়ে কিছু কহে সম্বোধিয়া।
মার্জ্জারের বিবরণ বলি এ কারণ;
লুব্ধ হৈয়া নাহি ত্যাগ করিও ভবন।
যাহা কিছু ভক্ষ্য বস্তু মিলিছে তোমায়;
সচ্ছন্দে ভক্ষিয়া (৫) তাহা নিবাস (৬) কুলায়।

১। চাপধারী—তীরন্দাজ। ২। শোণিতে—রক্তে। ৩। আর্দ্র—সিক্ত, ভিজা। ৪। জীবেশ—পরমেশ্বর। ৫। ভক্ষিয়া—খাইয়া। ৬। নিবাস—বাসকর।

যেহেতু করিলে বহু দুরাকাঙ্ক্ষা মনে;
ইতভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট (১) জানে সর্ব্বজনে।
এ বার্ত্তা শুনিয়া বাজ-শাবক তখন;
চিলকে কহিছে কিছু করি সম্বোধন।
শুন প্রিয় তাত কহি তোমার গোচর;
মোর প্রতি করিয়াছ করুণা বিস্তর।
কিন্তু পিতঃ চিত্তে মোর যে ভাব উদয়;
প্রকাশ করিয়া তাহা বলিবার নয়।
সবিশেষ বুঝিয়া দেখহ স্বীয় মনে;
তুচ্ছ খাদ্য প্রাপ্তে তুষ্ট রহিব কেমনে।
তুষ্ট থাকা তুচ্ছ দ্রব্যে প্রাচীনার (২) কর্ম্ম;
হয় কি না হয় দেখ বুঝিয়া সে মর্ম্ম।
পরন্তু মানসে যার উচ্চ অভিলাষ;
উন্নত জানিবে তার সাহস প্রয়াস (৩)।
শ্যেন-শাবকের বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ;
চিল কিছু কহে তাকে করিয়া যতন।
অভিসন্ধি যাহা বৎস করেছ অন্তরে;
পূরণ হইবে ঠিক জানিবে কিকরে।
প্রয়োজন হয় তাহে বহু আয়োজন;
তোমার কিছুই তাহা নাদেখি এখন।
পরিষ্কার করিতেছ দুরাশার (৪) পথ;
কখন না হবে তুমি পূর্ণ মনোরথ (৫)।
এতেক শ্রবণ করি বাজের তনয়;
যতন করিয়া কিছু চিল প্রতি কয়।

১। ইতভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট—এটানষ্ট সেটানষ্ট। ২। প্রাচীনার—বুড়ীর। ৩ প্রয়াস—যত্ন। ৪। দুরাশার—দুষ্ট মানসের। ৫। মনোরথ—বাঞ্ছা।

মম মন ঈপ্সা (১) পূর্ণ করিবার তরে;
আয়োজন নাহি তাত জানিলে কি করে।
দেখ দেখি নেত্র মেলি চঞ্চু ও নখর;
বাঞ্ছা পূর্ণ হেতু উহা অস্ত্র তেজস্কর।
আপনি কি শুন নাই সে বীর কথন;
যেজন হইল ভূপ বীরত্ব (২) কারণ।
একথা শুনিয়া চিল কহিল তাহায়;
বীরের বৃত্তান্ত কিবা বল হে আমায়।
শুনিয়া চিলের বার্ত্তা বাজের সন্তান;
শূরের (৩) বৃত্তান্ত কহে চিল-সন্নিধান।
মহাম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি;
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।

বাজ শাবকের কথিত একটী বীরের বিবরণ।

প্রাণেশ বিশ্বাসী গণ, ওহে শ্রোতা প্রিয়জন,
তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষা করি।
অতঃপর সে যোদ্ধার (৪), শুন বিবরণ সার,
শ্যেন, চিলে কহে যা নিডরি।
সুচতুর চিল স্থান, বাজ সুত বুদ্ধিমান,
কহে শুন বৃত্তান্ত বীরের।
পূর্ব্বকালে একজন, ছিল যার ধর্ম্মে মন,
দ্বেষ (৫) শূন্য ধার্ম্মিক চূড়ান্ত।

১। ঈপ্সা—বাঞ্ছা। ২। বীরত্ব—বিক্রম। ৩। শূরের—বীরের। ৪। যোদ্ধার—বীরের। ৫। দ্বেষ—হিংসা।

ভ্রাতা দারা (১) পরিজন, ছিল তার বহুজন,
তাহে বান্ধা দারিদ্র শৃঙ্খলে।
যাহা কিছু উপার্জ্জন, করিত সে অনুক্ষণ,
দিনপাত তাহে নাহি চলে।
পরমেশ করুণায়, পুত্র এক দিল তায়,
কি কহিব তাহার লক্ষণ।
স্থুললাট শশধর (২), ভাগ্যে তার নিরন্তর,
দিতেছিল প্রকাশে কিরণ।
জন্মিলে সে পুত্ররত্ন, পিতা তার করি যত্ন,
স্নেহে করে লালন পালন।
সেই কাল হৈতে তার, প্রাক্তনের গেহ দ্বার,
বিধাতা করিল উদঘাটন (৩)।
দেখি সেই সুত ধন, ধার্ম্মিক সন্তোষ মন,
ক্রমে হৈল পুত্র যুবা তার।
অতঃপর সেই বীর, করে করি চাপ তীর,
সদা ভ্রমে করিয়া শিকার।
পিতা তার বুঝাইয়া, দিত পাঠে পাঠাইয়া,
বিদ্যালয়ে শিক্ষার কারণ।
কিন্তু সেই বীরেশ্বর (৪), রণ-প্রিয় নিরন্তর,
এই হেতু পাঠে নহে মন।
পিতৃ বাক্য পরকাশে, টানি বীর অনায়াসে,
রণ বিদ্যা শিখে নিরন্তর।
অল্প কালে সেই শূর (৫), রণ পাঠে হৈল সূর (৬),
উঠে পূর্ণ যৌবন ভাস্কর (৭)।

১। দারা—স্ত্রী। ২। শশধর—চন্দ্র। ৩। উদঘাটন—মোচন। ৪। বীরেশ্বর—বীরশ্রেষ্ঠ। ৫। শূর—বীর। ৬। সূর—পণ্ডিত। ৭। ভাস্কর—সূর্য্য।

সে কাল কি ভয়ঙ্কর, বুঝিয়াছে সে বিস্তর,
যে জন সম্ভোগ করিয়াছে।
বয়ক্রম দেখি তার, পিতা ভাবে এইবার,
পরিণয় (১) দিতে হইয়াছে।
এইরূপ স্থির মনে, করি পিতা সযতনে,
প্রিয় পুত্রে জিজ্ঞাসা করিল।
শুন প্রিয়তম সুত, তুমি অতি গুণযুত,
মম চিত্তে এ আশা জন্মিল।
তব পরিণয় দিব, নেত্র মম জুড়াইব,
বাসনা করেছি ইহা মনে।
ইহাতে কিমত তব, প্রকাশিলে সুখী হব,
বল দেখি শুনিব শ্রবণে।
পিতার মানস শুনি, কহে বীর মহাগুণী,
প্রিয় তাত করহে শ্রবণ।
সংগ্রহ করিতে দার, সাহায্য না চাহি কার,
তোমার না চাহি কিছু ধন।
পাণিগ্রহণের (২) ব্যয়, যাহা আবশ্যক হয়,
তার জন্য চিন্তা কিবা বল।
পিতা শুনি বার্ত্তা তার, জানিবারে সে ব্যাপার,
চিত্ত তার হইল বিহ্বল।
পরে করি সম্বোধন, কহে পিতা বিচক্ষণ,
বল দেখি চতুর সন্তান।
করিবে যে পরিণয়, কোথা তব অর্থ চয়,
দেখাও তা মম সন্নিধান।

১। পরিণয়—বিবাহ। ২। পাণিগ্রহণের—বিবাহের

একথা শুনিয়া বীর, চলে দ্রুত যেন তীর,
শীঘ্র পশে স্বীয় বাস ঘরে।
এক খড়্গ (১) খরশান (২), নিষ্কাশিয়া (৩) দিয়া টান,
দেখাইল পিতার গোচরে।
হের তাত এই দিকে, যে সাম্রাজ্য (৪) কামিনীকে (৫),
ইচ্ছাকর করে করি দান (৬)।
পরিণয় ব্যয় তার, বেশি কি লাগিবে আর,
চাহি এই সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ (৭)।
সেই বীর তার পর, যুদ্ধ করি ভয়ঙ্কর,
রাজা হৈল রাজ্য করি জয়।
রাজ সুত সবিশেষ, বীরের বৃত্তান্ত শেষ,
করি পিল স্থানে কিছু কয়।
শুন তাত দয়াবান, কহি তব সন্নিধান,
বীরের শুনিলে বিবরণ।
যদি না বীরত্ব করি, গৃহে সে রহিত ডরি,
ভূপাল কি হইত কখন?
মদীয় সৌভাগ্য দ্বার, উদ্ঘাটিব (৮) এইবার,
কুঞ্জিকা (৯) তাহার মোর কাছে।
কর পিতা দরশন, চঞ্চু (১০) ও নখর ধন,
যাহা মোরে প্রাণেশ দিয়াছে।
চঞ্চু আর নখরেতে, যাহা বাঞ্ছা মানসেতে,
সিদ্ধ তাহা হইবে নিশ্চয়।

১। খড়্গ—তরবারি। ২। খরশান—তীক্ষ্ণ। ৩। নিষ্কাশিয়া—বাহির করিয়া। ৪। সাম্রাজ্য—অধিরাজত্ব। ৫। কামিনীকে—নারীকে। ৬। ইচ্ছাকর করে করি দান—বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি। ৭। কৃপাণ—তরবারি। ৮। উদ্ঘাটিব—মুক্ত করিব, খুলিব। ৯। কুঞ্জিকা—চাবি। ১০। চঞ্চু—পক্ষির ঠোঁট।

কার কথা না শুনিব, কোন বাধা না মানিব,
ভ্রমণেতে নাহি করি ভয়।
বাজ শাবকের বাণী, চিল শুনে অনুমানি,
বুঝিল মানসে আপনার।
কোন ক্রমে শ্যেন সুত, হইবে না বাঞ্ছাচ্যুত,
তবে বৃথা চেষ্টা কেন আর।
বুঝি চিল সূক্ষ্মমতি (১), দিল বাজে অনুমতি,
যথা ইচ্ছা করিতে ভ্রমণ।
বাজ পেয়ে অনুমতি, চিল স্থানে শীঘ্র গতি,
করে তবে বিদায় গ্রহণ।
তার পর কিবা হয়, শুন সর্ব্ব মহোদয়,
মনোযোগ করি সযতনে।
স্মরি এবে পরমেশ, বর্ণি তায় সবিশেষ,
মহাম্মদ কাজেমালী ভণে।

শ্যেঁন শাবকের শেষ বিবরণ।

প্রাণেশ্ব বিশ্বাসী ওহে প্রিয় শ্রোতাগণ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
অতঃপর শুন একে সে মিষ্ট ভারতী;
ভুবন বিজয় যাহা কহে মন্ত্রী প্রতি।
নরপতি অমাত্যকে করি সম্বোধন;
কহে শুন প্রিয় মন্ত্রী আমার বচন।
বাজ শাবকের কহি শেষ বিবরণ;
মনোযোগে মম স্থানে কর তা শ্রবণ।

১। সূক্ষ্মমতি — সূক্ষ্মবুদ্ধি।

বিদায় গ্রহণ করি চিল সন্নিধানে।
শ্যেন বিহঙ্গম উড়ি চলি অন্য স্থানে,—
এক নগ (১) শির-দেশে যাইয়া বসিল ;
প্রকৃতির সুসৌন্দর্য্য হেরিতে লাগিল।
হেন কালে দেখে এক বরলা (২) সুন্দর ;
কলকণ্ঠা (৩) ভ্রমে করি কলকণ্ঠ (৪) স্বর।
শ্যেন শিশু হংসে তবে পাইয়া দেখিতে ;
মানস করিল তাকে শিকার করিতে।
হর্ষে পাকশাট মারি চলিল উড়িয়া ;
শিকার করিল তারে নখরে বিন্ধিয়া।
তার পর মাংস তার ভক্ষিয়া যতনে ;
কহিতে লাগিল বাজ পুলকিত (৫) মনে।
এমন সুস্বাদ যুক্ত মাংস পূর্ব্বে আর ;
কভুনা খাইনু এই জীবনে আমার।
বাহির না হইতাম যদি ভ্রমণেতে ;
কখন না পাইতাম এ পলল খেতে।
চিলের কুলায় ভক্ষি বিস্বাদ পলল ;
নিরন্তর স্বাস্থ্য মম হইত বিচল।
উনবুকা সাঙ্গী দল ক্ষুদ্র নীড় আর ;
ত্যজিয়া সফল হৈল মানস আমার।
তুঙ্গ (৬) গিরি (৭) চূড়াদেশে এসেছি এখন ;
দেখি কিবা ঘটে ভাগ্যে বিধির লিখন।
এরূপ চিন্তিয়া চিত্তে শ্যেনের সন্তান ;

১। নগ—পর্ব্বত। ২। বরলা—হংসী। ৩। কলকণ্ঠা—হংসী। ৪। কলকণ্ঠ কল কল ধ্বনি। ৫। পুলকিত—আহ্লাদিত। ৬। তুঙ্গ—উচ্চ। ৭। গিরি-পর্ব্বত।

শিকার করিয়া ভ্রমে অরণ্য উদ্যান।
অতঃপর এক দিন প্রফুল্ল অন্তরে ;
বসিয়া সে ছিল এক ভূধর উপরে।
সেই গিরি নিম্নদেশে হঠাৎ হেরিল ;
কোথা হৈতে একদল কটক আইল।
বিবিধ শিকারী জন্তু সঙ্গেতে লইয়া ;
শিকার করিয়া চমূ (১) বেড়ায় ভ্রমিয়া।
বাজের তনয় তবে বুঝিল তখন ;
সামন্ত (২) আইল কোন শিকার কারণ।
সত্য বটে প্রদেশীয় নরপতি যিনি ;
মৃগয়া করিতে তথা আসিয়াছে তিনি।
ইতিমধ্যে রাজা এক শিকার দেখিয়া ;
আপন শিক্ষিত বাজ দিলেন ছাড়িয়া।
নৃপের সে বাজ তবে শিকার উপর ;
আক্রমণ করিবারে চলিল সত্বর।
বাজের তনয় ছিল বসিয়া গিরিতে ;
ভূপের বাজকে দেখি শিকার করিতে।
উল্কা (৩) বেগে আসি বিন্ধি শিকার নখরে ;
নৃপের বাজের অগ্রে লইল সত্বরে।
বিক্রম (৪) ও চতুরতা বাজ শাবকের ;
হেরিয়া বিস্ময় বোধ হইল নৃপের।
পুষিবার হেতু বাজ শাবকে ভূপতি ;
ধরিতে তাহাকে হৈল ত্বরান্বিত অতি।
প্রসিদ্ধ শিকারী যারা চমূ দলে ছিল ;

১। চমূ—সৈন্য বিশেষ। ২। সামন্ত—সামান্য রাজা। ৩। উল্কা—আকাশ হইতে পতিত অগ্নি। ৪। বিক্রম—শক্তি।

রাজ অনুজ্ঞায় তারা ত্বরিত চলিল।
সুকৌশলে ধৃত করি বাজের সন্তানে;
আশু উপস্থিত করে নৃপ-সন্নিধানে।
রাজশিক্ষা গুণে বাজ তনয় ত্বরিত;
শিকার কৌশলে অতি হইল শিক্ষিত।
আখেটক (১) হৈল শ্যেন, সামন্ত হেরিয়া;
স্বীয় করে বসাইল যতন করিয়া।
ললাট প্রসন্ন দেখ বাজের হইল;
নৃপালয়ে রহি কাল কাটিতে লাগিল।
বাজ শাবকের গল্প বলি সমুদয়;
মন্ত্রীবরে কহে রাজা ভুবন বিজয়।
শ্রবণ করহে বুধ অমাত্য প্রধান;
কুলায় রহিয়া সদা শ্যেনের সন্তান।
আতায়ীর পুত্র আর কলত্র (২) সহিত;
যদ্যপি হইত ক্রমে লালিত পালিত।
অধিকন্তু যদি না সে করিত ভ্রমণ;
নৃপ করে স্থান কিহে পাইত কখন।
এই হেতু কহি মন্ত্রী শুন হে বচন;
সিংহলে যাইতে মোরে কর না বারণ।
সুবিজ্ঞ ভূপতি যদি এতেক কহিল;
প্রথম অমাত্য শুনি নিরস্ত হইল।
দ্বিতীয় সচিব তবে উঠিয়া তখন;
আরম্ভিলা কৃতাঞ্জলিপুটে (৩) নিবেদন।
শুন শুন মহীপতি মদীয় প্রার্থনা;

১। আখেটক—শিকারী, ব্যাধ। ২। কলত্র—পত্নী। ৩। কৃতাঞ্জলিপুটে—যোড় হস্ত করিয়া।

ভ্রমণের লভ্য যাহা করিলে বর্ণনা।
সত্য সত্য জানি তাহা নিঃসন্দেহ ঘটে;
বহু উপকার হয় পর্য্যটনে বটে।
কিন্তু প্রভু মনে ইহা করহে বিচার;
প্রজা কুল সুখী থাকে দর্শনে রাজার।
বিদেশ ভ্রমিবে যদি ত্যজি প্রজাগণ;
তাহারা কি সুখে রবে হে প্রজা-রঞ্জন।
ছাড়িয়া স্বদেশ যেবা হয় বুধজন,—
বিদেশের ক্লেশ ভোগ করেনা কখন।
অতএব শুন নৃপ ধরহে বচন;
স্বদেশে রহিয়া সুখে যাপহে জীবন।
ভুবন বিজয় নৃপ এবার্ত্তা শুনিয়া;
সচিব প্রবরে কিছু কহে সম্বোধিয়া।
শুন ওহে মন্ত্রীবর আমার বচন;
শ্রম লাগি সৃজিত হইল নরগণ।
শ্রম কাঁটা না হইলে নৃপপদ বিদ্ধ;
মনোরথ কভু তাঁর না হইবে সিদ্ধ।
সাহস বারণোপর করি আরোহণ;
যদি নৃপ নাহি ভ্রমে বিপদ কানন।
প্রজা-ব্রজ কিসে বল পাইবে সম্পদ;
কিরূপে হইবে তারা কষ্টে নিরাপদ।
আর কিছু মনে বুঝি দেখ হে সচিব;
ঈশ্বর সৃজিল দুই শ্রেণী নর জীব।
প্রথম শ্রেণীতে বুঝ মহীপাল গণ;
পরমেশ যাঁহাদের দিল রাজ্য ধন।
দ্বিতীয় শ্রেণীতে বুঝ প্রজা সমুদয়;

রাজ অনুগ্রহে যারা নিরাপদে রয়।
যেজন হইবে নরপতি এই ভবে;
প্রজা সুখ হেতু তাঁকে ক্লেশ পেতে হবে।
আপনি হইয়া রাজা, ভুলিয়া প্রজায়;
যদি কোন নরপতি সুখ ভোগ চায়।
সে রাজার রাজ্য ধন কিছু না রহিবে;
প্রজা কষ্টে তাঁর বর্ষ বিনষ্ট হইবে।
অতএব প্রজা সুখী যাহাতে নিশ্চিত;
বিধিমত চেষ্টা তার সুধীর উচিত।
আর বুধ উক্তি ইহা রাখিও স্মরণ;
চেষ্টা বলে হয় সব আকাঙ্ক্ষা (১) সাধন।
যেমন শার্দ্দূল এক উদ্যম (২) কারণ;
পূর্ণ মনোরথ (৩) দেখ হইল কেমন।
এবার্ত্তা শুনিয়া মন্ত্রী কহেন তখন;
শার্দ্দূলের (৪) গল্প কিবা শুনাও রাজন।
এতেক শুনিয়া রাজা ভুবন বিজয়;
মন্ত্রী প্রতি কর্ব্বরের (৫) কহে পরিচয়।
মহাম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি;
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।

মহামতি মহীপাল ভুবন বিজয়, স্বীয় অমাত্য সমীপে একটী শার্দ্দূলের উপাখ্যান বর্ণনা করিতেছেন।

প্রাণেশ বিশ্বাসী ওহে প্রিয় শ্রোতাগণ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।

১। আকাঙ্ক্ষা—বাঞ্ছা। ২। উদ্যম—চেষ্টা। ৩। মনোরথ—বাঞ্ছা।
৪। শার্দ্দূলের—বাঘের। ৫। কর্ব্বরের—বাঘের।

অতঃপর শুন তাহা যত মহোদয়;
কহে যাহা মন্ত্রী প্রতি ভুবন বিজয়।
দ্বিতীয় সচিব প্রতি কহেন রাজন;
শ্রবণ করহে মন্ত্রী কর্ব্বর-কথন।
তুরস্কের সম্রাটের (১) রাজ্য অধিকারে;
ছিল দিব্য দ্বীপ এক সমুদ্র মাঝারে।
সমীরণ সেবন করিয়া তথাকার;
মনোদুঃখ দূর হয় দুঃখিত জনার।
কি সুরম্য দৃশ্য তার নয়ন রঞ্জন (২);
সৌন্দর্য্য কি কব যার না হয় বর্ণন।
বিটপিতে পূর্ণ এক অটবি তথায়;
মানস বিমুগ্ধ হয় হেরিয়া যাহায়।
ফল পুষ্পে সুশোভিত উদ্যান সমান;
কাকলি লহরি যাহে বিহঙ্গের গান।
সুমিষ্ট সুধার সম সুগন্ধ পূর্ণিত;
সর্ব্বস্থানে বারি স্রোত ছিল প্রবাহিত।
তার সম রম্য স্থান না আছে মহীতে;
উপমা তাহার কিছু নাহি পারি দিতে।
সে বনের ছিল এক শার্দ্দূল ভূপতি;
যাহার প্রতাপে ভীত হৈত মৃগপতি (৩)।
সমুদয় বনসত্ত্ব (৪) সেই কাননের,—
ভক্তি সহ মানিত অনুজ্ঞা কর্ব্বরের।
বহুকাল এইরূপে রাজত্ব করিল;
হতাশের লেশ তার চিত্তে না উদিল।

১। সম্রাটের—মহীপালের। ২। রঞ্জন—হর্ষজনন। ৩। মৃগপতি—সিংহ।
৪। বনসত্ত্ব—বন্যজন্তু।

দেখিতে দেখিতে এক অতি সুকুমার ;
জন্মিল আলয়ে আসি শার্দ্দূল রাজার।
ব্যাঘ্র সেই পুত্র রত্ন করিয়া দর্শন ;
মহানন্দে করে তার লালন পালন।
এতাধিক পুত্রে ভাল বাসিত শার্দ্দূল ;
মুহূর্ত্তে না হেরে তারে হইত আকুল।
মানস হইল ইহা শার্দ্দূল রাজার ;
এক বরষের (১) যবে হইবে কুমার।
সক্ষম যখন হবে শকতি রাখিতে ;
স্বীয় বলে সিংহ সহ সংগ্রাম সাধিতে।
যৌবরাজ্যে (২) অভিষিক্ত (৩) করিয়া তখন ;
কুমারে করিব এই রাজত্ব অর্পণ।
অবশিষ্ট কাল মম জীবনের যাহা ;
প্রাণেশ চিন্তায় পরে কাটাইব তাহা।
এরূপে মানস করি শার্দ্দূল বনেশ (৪) ;
কাটাইতে ছিল কাল আশায় বিশেষ।
কিন্তু এ মানস পূর্ণ হইবার আগে ;
মরণ হইল তার লেখা ছিল ভাগে।
অরি চয় অবসর পাইয়া দেখিতে ;
রত হৈল শীঘ্র সবে স্বকার্য্য সাধিতে।
শার্দ্দূল কুমার প্রতি বিধি হৈল বাম ;
শত্রুকুল আরাম্ভল করিতে সংগ্রাম।
অতঃপর অন্য এক শার্দ্দূল প্রবর ;

১। বরষের—বৎসরের। ২। যৌবরাজ্যে—পিতৃস্বত্বে রাজপদ প্রাপ্তি। ৩। অভিষিক্ত—পদস্থ, কর্ম্মে নিযুক্ত। ৪। বনেশ—বনের ঈশ্বর, অর্থাৎ বনের রাজা।

হারাইয়া ব্যাঘ্র সুতে করিয়া সমর।
অধীশ্বর হইল সে সেই অটবির (১);
ইহাতে কর্ব্বর সুত হইল অস্থির।
সমরে অক্ষম হয়ে শার্দ্দূল কুমার;
রাজ্য ছাড়ি অরণ্যেতে ভ্রমে অনিবার।
অচল কন্দর (২) আর শেখর উপরে;
অহর্নিশি চরে অতি দুঃখিত অন্তরে।
শেষে ব্যাঘ্র সুত এক কাননে পশিয়া;
ভূচর (৩) নিকরে তথা কহে সম্বোধিয়া।
শুন ওহে অধিবাসী এই অরণ্যের;
প্রকাশিয়া কহি কষ্ট মদীয় (৪) চিত্তের।
পিতৃ ত্যক্ত রাজ্য মম সংগ্রাম করিয়া;
দ্বিতীয় শার্দ্দূল এক লইল কাড়িয়া।
না দেখি উপায় কিছু রাজত্ব মুক্তির;
সুযুক্তি বলিয়া দাও হয়েছি অস্থির।
যদি কিছু সহায়তা কর মোর তরে;
যুদ্ধ করি পুনঃ রাজ্য লইব সত্বরে।
এবার্ত্তা শুনিয়া সেই কর্ব্বর সুতের;
উদিল আসিয়া ভয় যত ভূচরের।
ইহাতে কহিল তাঁরা শার্দ্দূল কুমারে;
সমরের যুক্তি আর না দিব তোমারে।
দ্বিতীয় শার্দ্দূল সহ করিয়া সংগ্রাম;
আর না পাইবে তুমি স্বীয় রাজ্য ধাম।
সমরে সাহস কিছু নাহি পারি দিতে;

১। অটবির—বনের। ২। কন্দর—পর্ব্বতের গুহা। ৩। ভূচর—স্থলচর
৪। মদীয়—আমার।

যে হেতু অক্ষম মোরা সাহায্য করিতে।
অতএব এই ঠিক সুযুক্তি এখন ;
দ্বিতীয় বাঘের কর আশ্রয় গ্রহণ।
অনুজ্ঞা পালন তাঁর করি অনুক্ষণ ;
কাটাইতে রহ তুমি কুশলে জীবন।
এযুক্তি সঙ্গত ভাবি শার্দ্দূল কুমার ;
সুমঙ্গল ঠিক তাহে জানি আপনার,—
অন্তরে আপন ইহা করে অনুমান ;
দ্বিতীয় বাঘের কাছে যদি পাই স্থান।
তাহা হ'লে আজ্ঞাবহ (১) হইয়া তাঁহার ;
সেবায় সন্তুষ্ট রাখি এ বাঞ্ছা আমার।
নব ব্যাঘ্র-রাজ দয়া ইহাতে করিয়া ;
কোন পদ দিতে পারে আশ্রিত ভাবিয়া।
এইরূপ চিন্তা চিত্তে করিতে করিতে ;
ফিরিল ভরসা বান্ধি সেস্থান হইতে।
অতঃপর নব-ব্যাঘ্র-রাজার সভায় ;
অতি সন্দিহান (২) চিত্তে ব্যাঘ-সুত যায়।
পথিমধ্যে পেয়ে এক রাজ অনুচর ;
মনোভাব কহে তারে কুমার কর্ব্বর (৩)।
দুরবস্থা শুনি সেই শার্দ্দূল সুতের ;
উদিল সহানুভূতি (৪) সুধী সদস্যের (৫)।
অতএব তার লাগি বনেশ গোচর ;
করুণা করিতে কিছু কহিল বিস্তর।

১। আজ্ঞাবহ—আজ্ঞাকারী। ২। সন্দিহান—সন্দেহ যুক্ত। ৩। কর্ব্বর-ব্যাঘ্র। ৪। সহানুভূতি—সমদুঃখ বোধ। ৫। সদস্যের—সভ্যের।

আমূল (১) বৃত্তান্ত শুনি ব্যাঘ্র কুমারের ;
উদিল অন্তরে দয়া শার্দ্দূল রাজের।
এই হেতু এক রাজ পুরুষের কাজ ;
ব্যাঘ্র সুতে প্রদানিল নব-ব্যাঘ্ররাজ।
ইহাতে সে সুখে কাল লাগিল কাটিতে ;
দিন দিন পদ তার লাগিল বাড়িতে।
নব ব্যাঘ্ররাজ কিসে সন্তুষ্ট রহিবে ;
রাজ্য অর্থ কিসে তার শ্রীবৃদ্ধি পাইবে।
ইহার উদ্যমে ব্রতী রহে ব্যাঘ্র সুত ;
কোনক্রমে নাহি হয় সেই বাঞ্ছাচ্যুত।
বনরাজ দেখি তার সুকার্য্য কলাপ (২) ;
ব্যাঘ্র সুত সহ বাড়ে তাঁহার আলাপ।
ইহাতে বিদ্বেষী হৈয়া সভাসদ গণ ;
বাঘ পুত্র প্রতি রুষ্ট রহে অনুক্ষণ।
কিন্তু কি করিবে তারা বাঘের কুমারে ;
যখন শার্দ্দূল রাজ ভালবাসে তারে।
এইরূপে কিছু কাল কাটিলে কুমার ;
আবশ্যক (৩) কার্য্য এক পড়িল রাজার।
অগ্নিবৎ অরুণের (৪) উত্তপ্ত কিরণ ;
সহিয়া সুদূর বনে করিলে গমন,—
সে কার্য্য হইবে সিদ্ধ এতেক সঙ্কটে ;
ভাবে রাজা কারে প্রেরি কে আছে নিকটে।
এমন সময় সেই শার্দ্দূল কুমার ;
আসি উপস্থিত হৈল নিকটে তাঁহার।

১। আমূল—মূল পর্য্যন্ত। ২। কলাপ—সমূহ। ৩। আবশ্যক—প্রয়োজনীয়। ৪। অরুণের—সূর্য্যের।

ব্যাঘ্ররাজে দেখিয়া সে চিন্তিত তখন;
জিজ্ঞাসিল সসম্ভ্রমে চিন্তার কারণ।
সবিশেষ বর্ণি তবে ব্যাঘ্র বনপতি (১);
যে কার্য্য করিতে হবে কহে তার প্রতি।
এত শুনি ব্যাঘ্র সুত বনেশ বচন;
সে কার্য্য করিতে ভার করিয়া গ্রহণ।
এক দল সেনা বল সঙ্গেতে লইয়া;
বিদায় হইল রাজ সভায় থাকিয়া।
সহন করিয়া তপ্ত তপন (২) কিরণ;
দ্বিপ্রহর দিবা যবে করিল গমন।
যাইয়া সে দূরদেশে স্বকার্য্য সাধিয়া;
অবিলম্বে ফিরে বীর সে স্থান ত্যজিয়া।
পথিমধ্যে জনেক তদীয় (৩) অনুচর;
সানুনয়ে কহে কিছু তাহার গোচর।
সম্পন্ন করিলে কার্য্য রাজ আদেশিত;
এবে তব এ নিদাঘে (৪) বিশ্রাম উচিত।
বিশ্রাম করেন যদি আপনি এখন;
শীতল জীবন পানে জুড়াই জীবন।
সত্য বটে যা কহিলে প্রবীণ সদস্য;
কিন্তু তুমি নাহি জান মদীয় রহস্য (৫)।
যে হেতু বনেশ (৬) ইহা আছেন বিদিত;
কোন কার্য্যে কভু আমি না হই কুণ্ঠিত।
অতএব পরিত্যাগ করি অলসতা;
শীঘ্র দিব তাঁকে কার্য্য সিদ্ধের বারতা।

১। বনপতি—বনের রাজা। ২। তপন—সূর্য্য। ৩। তদীয়—তাহার। ৪। নিদাঘ—গ্রীষ্মকাল। ৫। রহস্য—গুপ্ত বিষয়। ৬। বনেশ—বনের রাজা।

রাজ-বার্ত্তাবহ যেবা ছিল সে সমাজে ;
অবিলম্বে এ সংবাদ দিল বনরাজে।
বাঘ সুত করিয়াছে আদেশিত কাজ ;
শুনিয়া প্রশংসা তাকে ক্যরে ব্যাঘ্ররাজ।
রাজ ভৃত্য এরূপ না হ'লে শ্রমীজন ;
প্রজাকুল সচ্ছন্দতা পায় কি কখন ?
এই ভাবে নানাবিধ সুখ্যাতি করিয়া ;
অটবীশ (১) ব্যাঘ্র সুতে আনে ডাকাইয়া।
তার পরে রাজ পদে করিয়া বরণ (২) ;
বনবর্ষ (৩) দিল তাকে কর্ব্বর রাজন।
পুনশ্চ কানন রাজ্য পেয়ে বাঘ সুত ;
কাটাইতে রহে কাল হৈয়া হর্ষযুত।
শার্দ্দূলের গল্প যদি সমাপ্ত হইল ;
ভুবন বিজয় রাজা কহিতে লাগিল।
শ্রবণ করিলে ওহে অমাত্য প্রবর ;
কর্ব্বর সুতের গল্প কিবা মনোহর।
যদ্যপি সে অভিমান করিয়া অন্তরে ;
না যাইত নবব্যাঘ্র রাজার গোচরে।
পিতৃ রাজ্য পুনঃ যদি প্রাপ্তির কারণ ;
উদ্যমে না রহিত সে করিয়া যতন।
তা হইলে পিতৃ ত্যক্ত রাজ্য পুনরায় ;
কোনরূপে আর নাহি বর্ত্তিত তাহায়।
অতএব প্রিয় মন্ত্রী জানিও নিশ্চয় ;
চেষ্টা বিনা কার্য্য সিদ্ধ কভু নাহি হয়।

১। অটবীশ—বনের রাজা। ২। বরণ—নির্দ্ধারণ। ৩। বনবর্ষ—বনের রাজত্ব।

দীর্ঘপথ হেরি পান্থ (১) ক্ষান্ত দিলে পরে ;
গন্তব্য (২) স্থানে সে বল যাইবে কি ক'রে।
মৃণাল (৩) লইতে কার হইলে বাসনা ;
না পাইবে তাহা, বিনা কণ্টক যাতনা।
কষ্টে কৃষ্ণসার (৪) নাহি শিকার করিলে ;
কস্তুরী (৫) কাহাকে কভু কটাক্ষে কি মিলে ?
সাহসের ঐরাবতে (৬) করি আরোহণ ;
সিংহলে যাইতে বাঞ্ছা করেছি যখন।
ইহাতে হইলে ক্লেশ ক্ষান্ত না হইব ;
অভীষ্ট কুরঙ্গে ধরি সত্বরে ফিরিব।
ইহা যদি কহে ভূপ ভুবন বিজয় ;
মন্ত্রীগণ পুনঃ আর কিছু নাহি কয়।
মানসে সচিব বৃন্দ বুঝিল তখন ;
নৃপ আর নীতি নাহি করিবে গ্রহণ।
তবে কেন বৃথা আর বকি অকারণ ;
দেশ ভ্রমণের এবে করি আয়োজন।
সংগ্রহ করিয়া সর্ব্ব দ্রব্য ভ্রমণের ;
সংবাদ পাঠায় শীঘ্র সমীপে নৃপের।
মহীপাল এ শুভ সন্দেশ যদি পায় ;
প্রধান অমাত্যে তবে ডাকিল ত্বরায়।
মহিনের (৭) মহা মহা করম নিকর ;
ভারার্পণ দিয়া সেই সচিব উপর।
নানাবিধ উপদেশ প্রদানি তাহায় ;

১। পান্থ—পথিক। ২। গন্তব্য—গমন যোগ্য। ৩। মৃণাল—পদ্মের নাল। ৪। কৃষ্ণসার—কালসার, কস্তুরী মৃগ। ৫। কস্তুরি—মৃগনাভি। ৬। ঐরাবত—হস্তী। ৭। মহিনের—রাজ্যের।

সিংহলে যাইতে নৃপ হইল বিদায়।
এক দল সুশিক্ষিত অনুচর সহ;
যায় নৃপ ভুবন বিজয় অহরহ।
রাজধানী স্বদেশ ও স্বরাজ্য ছাড়িয়া;
কোন্ দেশে কিবা দেখে কি কব বর্ণিয়া।
সুরম্য অরণ্য কত উদ্যান সমান;
সুরম্য বিহঙ্গ চয় করে যাঁয় গান।
শিখী (১) কুল করে কেলি অচল উপরে;
শতদল (২) নিরমল ভাসে সরোবরে।
প্রান্তর (৩) ও প্রবাহিত কত পয়োনিধি (৪);
হেরি চলে নৃপ যাহা সৃজিলেন বিধি।
শীতল অতি ও উষ্ণ প্রধান প্রদেশ;
কত দেশ বেড়াইল নাহি তার শেষ।
এইরূপে নানা দেশ ভ্রমি অবশেষে;
উপস্থিত সিংহলের হৈল আনি (৫) দেশে।
স্নিগ্ধ সমীরণ করি সেবন লঙ্কার;
প্রচুর শীতল হৈল মস্তিষ্ক রাজার।
কিছুদিন স্থিতি করি নগর ভিতর;
স্বীয় পথ শ্রান্তি দূর করে নৃপবর।
তার পর সঙ্গী দল সঙ্গেতে লইয়া;
লঙ্কাচলে উপনীত হইল যাইয়া।
গিয়া সেই মহোতুঙ্গ (৬) নগেন্দ্র (৭) উপর;
ইতস্ততঃ বিলোকন করি নৃপবর।

১। শিখী—ময়ূর। ২। শতদল—পদ্মফুল। ৩। প্রান্তর—ময়দান। ৪। পয়োনিধি—সমুদ্র। ৫। আনি—সীমা। ৬। মহোতুঙ্গ—অতি উচু। ৭। নগেন্দ্র—পর্ব্বত।

হঠাৎ কন্দর এক হেরি শৈল অঙ্গে ;
চলিল তথায় নৃপ সঙ্গিগণ সঙ্গে।
লোক প্রমুখাৎ ইহা শুনিল নৃপতি ;
জনেক যোগীন্দ্র করে তথায় বসতি।
পরম ধার্ম্মিক সেই তাপস শার্দ্দূল (১) ;
প্রতিভা (২) সঞ্চিত যার অন্তরে বিপুল।
নাম তাঁর মহামতি অতি দয়াবান ;
লোকালয় ত্যাগী, যাঁর শৈলে অধিষ্ঠান।
ভূপের হইল ইহা অভিলাষ মনে ;
যাইবারে একবার যোগীর সদনে।
এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া অন্তরে ;
উপনীত হৈল নৃপ যোগীর কন্দরে।
মহর্ষি দেখিয়া নৃপে আহ্বান করিল ;
ইহাতে নৃপতি তাঁর সমীপে যাইল।
পরে নৃপ ঋষি সহ আলাপ করিয়া।
সুধী-দ্বিজ (৩) বলি তাঁকে লইল জানিয়া।
সুত দারা পরিজন না আছে তাঁহার ;
একা থাকে তাপসেন্দ্র (৪) নগেন্দ্র মাঝার।
আহ্বান করিয়া তবে তাপস শেখর ;
সঙ্কেত করিল নৃপে বসিতে সত্বর।
গুহা মধ্যে সমাসীন (৫) হইলে নৃপতি ;
সম্বোধিয়া তাঁকে ইহা কহে মহামতি।
কিজন্য আইলে ভূপ এ গিরি কন্দরে ;

১। তাপস শার্দ্দূল—মহাযোগী। ২। প্রতিভা—জ্ঞান। ৩। সুধী-দ্বিজ—পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। ৪। তাপসেন্দ্র—মহাযোগী। ৫। সমাসীন—সম্যক্ প্রকারে উপবিষ্ট।

প্রকাশিয়া তৃপ্ত কর আমাকে সত্বরে।
এতেক শুনিয়া তবে ভুবন বিজয়;
কহে তাঁকে আসিবার হেতু সমুদয়।
যে রূপেতে স্বপ্ন শুভ হেরিল নিদ্রায়;
যেরূপে রত্ন ও নীতি যোগী স্থানে পায়।
যেরূপে লিখিত বাস পাইয়া সন্ধানে;
অর্থ তার জানি ভাষা-বিশারদ (১) স্থানে।
মনোহর নীতি-গল্প শ্রবণ কারণ;
আশা করি আসিয়াছে সিংহলে এখন।
একে একে সমুদয় করিয়া বর্ণন;
শুনাইল আদ্যোপান্ত মুনীন্দ্র (২) রাজন।
এসব বৃত্তান্ত শুনি যোগী মহামতি;
কহে তবে তুষ্ট বাক্যে ভূপালের প্রতি।
নীতি-গল্প শুনিবারে করি অভিলাষ;
ধন্য তুমি ত্যজিয়াছ স্বীয় রাজ্যাবাস।
ধন্য তব সদাশয় ভুবন বিজয়;
পূর্ণ হবে তাহা, যাহা করেছ আশয়।
অতঃপর কহে ইহা সন্ন্যাসী প্রবর;
শুনিবারে চাহ যদি গল্প মনোহর।
একে একে তবে সেই নীতি সমুদয়;
শুনাও আমাকে নৃপ ভুবন বিজয়।
তাহা হ'লে প্রত্যেক নীতির ব্যাখ্যাছলে;
মনোরম গল্প কহি শুন কুতূহলে।
এবার্ত্তা কহিল যদি ঋষি মহামতি;
কহে নীতি চতুর্দ্দশ তাঁহাকে নৃপতি।

১। ভাষা-বিশারদ—পণ্ডিত। ২। মুনীন্দ্র—তাপস-রাজ।

এক এক নীতি বাক্য শুনি যোগীবর ;
ব্যাখ্যাছলে গল্প তার করিল বিস্তর।
এইরূপে গল্প যাহা মহর্ষি বর্ণিল ;
নৃপের সদস্য এক সে সব লিখিল।
এবে সেই সমুদয় গল্প মনোরম ;
শুনাইতে শ্রোতাবৃন্দে করিব উদ্যম।
কিন্তু কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ আছি অনুক্ষণ ;
তবে যদি পারগতা দেন নিরঞ্জন।
অবশিষ্ট সর্গ চয়ে এ মহাকাব্যেতে ;
লিখিব সে গল্প চয় শুনিবে কর্ণেতে।
প্রথম সরগ এবে এ বাক্যের যাহা ;
নামে উপক্রমণিকা সাঙ্গ হ'ল তাহা।
মহাম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি ;
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।



দ্বিতীয় সর্গ।

একটী প্রার্থনা।

১

অসীম অনন্ত (১) পরমেশ,
বর্ণনায় নাহি হও শেষ,
মনে হেন অনুমানি, ভাষায় নাহি সে বাণী,
গুণ তব বর্ণিতে বিশেষ!

২

ত্রৈলোক্য সংসারে তুমি সার,
আর যত সকল অসার,
তব নাম সংকীর্ত্তনে, কত সুখ হয় মনে,
অদৃশ্য পদার্থ নিরাকার।

৩

যে বস্তুর প্রতি করি দৃষ্টি,
সে সব পদার্থ তব সৃষ্টি,
প্রাণিকুলে জ্ঞান,প্রাণ, বিনা মূল্যে করি দান,—
দেখাও সকলে তব বিষ্টি (২)।

৪

সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বশক্তিমান,
সর্ব্বস্থানে তুমি বিদ্যমান,
সর্ব্বজ্ঞ তোমার নাম, কেবল করুণাধাম,
রসনা করুক তব গান।

১। অনন্ত—অশেষ। ২। বিষ্টি—অবৈতনিক পরিশ্রম, বেগার।

৫

ত্রিলোক তোমার রঙ্গালয় (১),
সব তব খেলনা (২) নিশ্চয়,
কে বুঝিবে সে ব্যাপার, সাধ্য বল আছে কার,
সে রহস্য জ্ঞান গম্য নয়।

৬

আজ্ঞাবহ তোমার তপন,
মৃগাঙ্ক (৩) মেদিনী সমীরণ,
অহর্নিশি অম্বুরাশি (৪), সাগরে যাইছে ভাসি,
তব করে বিনাশ সৃজন।

৭

পূর্ণ তব অনন্ত ভাণ্ডার,
অভাব না আছে তার আর,
নিরভাবী ওহে প্রভু, নির্দ্দয় না হবে কভু,
উপরে এ অধীন জনার।

(৮)

প্রতিভাভা (৫) বিহীন অন্তরে,
বোধ বিধু (৬) বিকাশি সত্বরে,
চিত্ত যদি আলোকিত, কর, হই পুলকিত,
এ প্রার্থনা তোমার গোচরে।

৯

মূর্খতা দুর্গন্ধ মানসেতে,
রচনা কস্তূরী (৭) কুঙ্কুমেতে (৮),

১। রঙ্গালয়—যে গৃহে আমোদ প্রমোদ হয়। ২। খেলনা—ক্রীড়ার বস্তু। ৩। মৃগাঙ্ক—চন্দ্র। ৪। অম্বুরাশি—জলরাশি। ৫। প্রতিভাভা—(প্রতিভ+আভ)=জ্ঞানরশ্মি। ৬। বিধু—চন্দ্র। ৭। কস্তূরী—মৃগনাভি। ৮। কুঙ্কুমেতে—সুগন্ধ দ্রব্য বিশেষে, জাফরাণে।

স্থুরভীত একক্ষণ, কর প্রভো নিরঞ্জন,
করিয়াছি এ আশা মনেতে।

১০

রচনায় আমি হীন বল,
করুণায় কর উর্জ্জস্বল,
মানস পুলাকী (১) যাহা, কবিত্ব প্রসূনে তাহা,
শোভ ওহে নির্ব্বলের বল।

১১

কাব্য নীতি চতুর্দ্দশ রত্ন,
লিখিবারে করিতেছি যত্ন,
দ্বিতীয় সরগ তার, আরম্ভিব এই বার,
কিন্তু বুঝি এ সংবেশ স্বপ্ন।

১২

সফল হবে কি এ মানস,
বোধ নাহি মম কোন রস,
কাব্য এক রুচিবার, কেবল দুরাশা সার,
অজ্ঞ হয়ে চাহি বিজ্ঞ যশঃ।

১৩

তব নাম লইয়া রসনা,
আরম্ভিল করিতে কল্পনা,
মহাম্মদ কাজেমালী, রচনার সুপ্রণালী,
পাবে তব স্থানে, এ বাসনা।

পুলাকী—বৃক্ষ

প্রথম নীতির ব্যাখ্যাছলে গল্প আরম্ভ হইবার সূচনা।

প্রাণেশ বিশ্বাসী ওহে প্রিয় শ্রোতাগণ ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
এবে সবে মনোযোগে করহে শ্রবণ ;
সন্ন্যাসী ও ভূপ বার্ত্তা করিব বর্ণন।
ভুবন বিজয় নৃপ সিংহল ভূধরে ;
গেলা যবে মহামতি যোগীর কন্দরে।
আহ্বান করিয়া তাঁরে ঋষি মহামতি ;
নীতিচয় প্রকাশিতে করে অনুমতি।
এ বার্ত্তা শ্রবণি ভূপ ভুবন বিজয় ;
রেসমী অম্বরে লেখা নীতি চয় কয়।
প্রথম নীতি যে লেখা রেসমের বাসে ;
ঠক্ বার্ত্তা বিশ্বাস করো'না অনায়াসে।
কর্ণেজপ স্বীয় কার্য্য করিতে সাধনা ;
চাটুকারিতার (১) খুলে সুমিষ্ট রসনা।
এ বার্ত্তা শ্রবণ করি সন্ন্যাসী শেখর ;
কহে শুন মহীপাল রাজ্যের ঈশ্বর।
আদ্য নীতি যাহা তুমি করিলে বর্ণন ;
তাহার নিগূঢ় ব্যাখ্যা করহে শ্রবণ।
নৃপালের ভালবাসা হ'লে কোন জন ;
রাজানুকম্পায় সুখী রহে সর্ব্বক্ষণ।
ইহাতে ক্ষোভিত হৈয়া অরাতি তাহার ;
অধিক অনিষ্টে রত রহে অনিবার।

১। চাটুকারিতার—খোসামুদির।

বিকল্পিত (১) কুৎসা (২) কত কহিয়া রাজায় ;
রাজ দ্বেষ ভাজন করিতে তাকে চায়।
এইরূপ স্বার্থপর (৩) কর্ণেজপ গণ ;
রঞ্জিত কথায় চাহে অভীষ্ট সাধন।
অতএব মহীপাল শুন সাবধানে ;
পাইলে রঞ্জিত (৪) বাক্য হেন কার স্থানে।
অকস্মাৎ প্রত্যয় না করিয়া সে কথা ;
সূক্ষ্ম জ্ঞানযোগে তাহা বুঝিবে সর্ব্বথা।
যদবধি সুসরল উক্তি না পাইবে ;
কদাচ ঠকের বাক্য গ্রাহ্য না করিবে।
সুবুধের উক্তি ইহা রাখিও স্মরণ ;
নিকটে না যেন স্থান পায় ঠক জন।
মধুর রসনাধারী কর্ণেজপ গণ ;
নীল (৫) পূর্ণ কুম্ভ (৬) যথা মুখেতে মাখন।
চাটুকার স্বার্থপর ঠক সমুদয় ;
বাহিরে সুমধুর ভাব কিন্তু চিত্তে নয়।
মহাকাল (৭) ফল যথা বহিরঙ্গে (৮) শোভে ;
কিন্তু তার মধ্য তিক্ত রসে সবে ক্ষোভে।
ইহা শুনি মহীপাল ভুবন বিজয় ;
মহামতি মহর্ষিকে সম্বোধিয়া কয়।
চাটুবাক্য হেতু কভু হেন কি ঘটেছে ;
মিত্রতা হইয়া নষ্ট শত্রুতা জন্মেছে।

১। বিকল্পিত—মিথ্যা। ২। কুৎসা—নিন্দা। ৩। স্বার্থপর—আপন কার্য্যে তৎপর। ৪। রঞ্জিত—রঙ্গিণ। ৫। নীল—বিষ। ৬। কুম্ভ—কলসী। ৭। মহাকাল—মাকাল। ৮। বহিরঙ্গে—বহির্ভাগে।

কিম্বা কিম্বদন্তি (১) ইহা অবনী ভিতর ;
কথায় কথায় শুধু কহে পরস্পর।
মহাভাগ (২) মহামতি সত্য করি বল,
ইহা কি হে তব বহুদর্শিতার (৩) ফল ?
এতেক শুনিয়া তবে মহর্ষি শেখর ;
ভুবন বিজয়ে কহে শুন নৃপবর।
ঠকেতে ঠকায় ঠিক চাটুকারিতায় ;
প্রত্যক্ষ ঘটনা ইহা ঘটেছে ধরায়।
অতএব গল্পছলে ঠক বিবরণ ;
কহি তবে শুন নৃপ করিয়া যতন।
মহাম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি ;
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।

———০ঃঃ০———

কর্ণেজপ গণের উক্তি বিশ্বাস করিলে উপকার কি
অপকার, তাহা মহীপাল ভুবন বিজয়কে নানা
প্রকার গল্পচ্ছলে বুঝাইয়া দিবার জন্য,
যোগীন্দ্র মহামতি প্রথমতঃ একটী
বণিক ও তাহার পুত্রগণের
গল্প আরম্ভ করিলেন।

প্রাণেশ বিশ্বাসী ও প্রিয় শ্রোতাগণ ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
মনোযোগে শুন এবে সে মিষ্ট ভারতী ;
প্রকাশ করিল যাহা ঋষি মহামতি।

১। কিম্বদন্তি—জনরব। ২। মহাভাগ—মহাভাগ্য যার। ৩। বহুদর্শিতা-অনেক দিন দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান জন্মায়।

সম্বোধিয়া মুনিবর কহে মহীপালে ;
প্রসিদ্ধ বণিক এক ছিল পূর্ব্ব কালে।
পূর্ণ ছিল নানা রত্নে কোষাগার তাঁর ;
নীলকান্ত (১) চন্দ্রকান্ত (২) সূর্য্যকান্তে আর।
চুনি পান্না পদ্মরাগ হীরা মরকত ;
মণি মাণিক্যের নাহি ছিল সংখ্যা কত।
বিপুল ঐশ্বর্য্য ছিল সেই বণিকের ;
কিছু নাহি ছিল তাঁর কারণ কষ্টের।
অর্জ্জন করি সে অর্থ বহু পরিশ্রমে ;
কাটাইতে ছিল কাল রহিয়া আশ্রমে।
বণিকের ছিল তিন পুত্র যুবজানি ;
ভবিষ্যতে কি হইবে তাহারা না জানি,
যৌবন সুলভ ভোগ বিলাস কারণ ;
শ্রেণীগত বৃত্তি প্রতি নাহি দিয়া মন,—
তারুণ্য (৩) সীধুতে (৪) মত্ত হয়ে পুত্রগণ ;
উড়াইতে-ছিল পিতৃ শ্রমার্জ্জিত ধন।
ইহাতে ক্ষণেক সাধু না হইয়া রুষ্ট ;
নীতি শিক্ষা দিত সবে হইয়া সন্তুষ্ট।
এইরূপে একদিন উপদেশ ছলে ;
বিপণী (৫) অঙ্গজগণে (৬) সম্বোধিয়া বলে।
শুন ওহে প্রিয়তম পুত্রগণ মম ;
কুকার্য্য ত্যজিয়া কর যে কার্য্য উত্তম।
দূরদর্শিতায় নাহি বুঝিয়া এখন ;

১। নীলকান্ত—মণি বিশেষ। ২। চন্দ্রকান্ত—হীরক বিশেষ। ৩। তারুণ্য—যৌবন সুলভ। ৪। সীধু—মদিরা বা মদ। ৫। বিপণী—দোকানদার। ৬। অঙ্গজগণ—পুত্রগণ।

মহোল্লাসে ব্যয়িছ যা করেছি অর্জ্জন।
কিন্তু অর্জ্জনের কত ক্লেশ না জানিছ;
শুভাশুভ না ভাবিয়া কেবল ব্যয়িছ।
এই হেতু সুধিগণ তোমাদের তরে;
মহা মুগ্ধজন (১) বলি জানিবে অন্তরে।
স্নিগ্ধ ভাবে না পারিবে যাপিতে জীবন;
করিতে হইবে কাল দুঃখেতে হরণ।
অধিকন্তু পুত্রগণ রাখিও স্মরণ;
সুখ ও পুণ্যের হেতু জানিও যে ধন।
অর্থাৎ অর্থেতে সিদ্ধ সুখ ধর্ম্ম কর্ম্ম;
নির্ব্বোধ সে জন যেনা বুঝে তার মর্ম্ম।
আর ইহা বুধ উক্তি শুন পুত্রচয়;
আশ্রমীর আবশ্যক তিনটী বিষয়।
প্রথম, স্বচ্ছন্দে কাল করিতে হরণ;
দ্বিতীয় মর্য্যাদা কিসে হইবে বর্দ্ধন।
তৃতীয় প্রাণেশে তুষ্ট রাখা প্রয়োজন;
এই তিন চাহি তারে আশ্রমী যে জন।
কিন্তু অই তিন ক্রিয়া সিদ্ধ নাহি হয়,—
না করিলে অবলম্ব এ চারি বিষয়।
একে একে কহি তাহা তোমাদের তরে;
সবিশেষ শুনি তবে বুঝহ অন্তরে।
প্রথমে সুকার্য্যে করা অর্থ উপার্জ্জন;
দ্বিতীয় তা রক্ষা করা সহিত যতন।
তৃতীয় সুব্যয় করা মিত ব্যয়ে তাহা;
চতুর্থ বর্জ্জন (২) করা দূষ্য ক্রিয়া যাহা।

১। মুগ্ধজন—অজ্ঞান ব্যক্তি। ২। বর্জ্জন—ত্যাগ

অবলম্ব এ চারি বিষয় নাহি যার ;
সুখ আর ধর্ম্ম কর্ম্ম তারে মিলা ভার।
অতএব পুত্ত্রগণ গ্রাহ্য উপদেশ ;
আশু শ্রম প্রতি কর মানস নিবেশ।
দেখিছ যাপিতে কাল মোকে যে প্রথায় ;
তোমরা বুঝিয়া কর গ্রহণ তাহায়।
এ বার্ত্তা শুনিয়া জ্যেষ্ঠ বণিক নন্দন ;
সসম্ভ্রমে পিতৃ স্থানে কহিছে তখন।
হে তাতঃ ! কহিছ শ্রম করিবার তরে ;
আবশ্যক নাহি তাহা বুঝেছি অন্তরে।
যে হেতু যা কিছু আছে প্রাক্তনে (১) আমার ;
গতি তার রুদ্ধ করে সাধ্য নাহি কার।
ললাটের ফল মম অবশ্য ফলিবে ;
যাহা কিছু ভাগ্যে আছে নিশ্চয় ঘটিবে।
তবে কেন তার লাগি ক্লেশ পরিশ্রম ;
কি জন্য উদ্যম বৃথা এ যে মহাভ্রম।
করি বা না করি শ্রম পাব ভাগ্য ফল ;
কেন হব তার লাগি চিন্তায় বিহ্বল।
অদৃষ্টের ফল জন্য ক্লেশ নহে যুক্তি ;
কিম্বদন্তি নহে ইহা জানি শাস্ত্র উক্তি।
ললাটে যদি না রহে কি হবে চেষ্টায় ;
শ্রম কেন তবে পিতঃ বলিছে তোমায়।
তাহার নিগূঢ় কহি সমীপে তোমার ;
দুই রাজ কুমারের গল্প সাক্ষী তার।
এ বার্ত্তা শুনিল যদি বণিক সুজন ;

১। প্রাক্তন—কপাল, ভাগ্য

জ্যেষ্ঠ পুত্রে কহে তিনি করি সম্বোধন।
রাজ কুমারের গল্প কভু শুনি নাই;
প্রিয় পুত্র এজন্য শুনিতে তাহা চাই।
পিতার আদেশে কহে বণিক নন্দন;
রাজ কুমারের গল্প করিয়া বর্ণন।
মহাম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি;
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।

——:——

সাধু সুতের বর্ণিত দুই রাজ কুমারের গল্প

প্রাণেশ বিশ্বাসী ওহে প্রিয় শ্রোতাগণ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
মনোযোগে শুন সবে সে মিষ্ট কথন;
সাধু সুত কহিছে যা পিতাকে আপন।
তবে সেই সুচতুর বিপণী নন্দন;
পিতৃ স্থানে কহে তাতঃ কর হে শ্রবণ।
হল্লব প্রদেশে ছিল এক মহীপাল;
বিশ্বসুখে (১) কাটাইতে ছিল যিনি কাল।
ক্রমশঃ কুমার দুই জন্মিল নৃপের;
সময়ে যৌবন রবি উদিল যাঁদের।
তারুণ্য সুরায় মাতি রাজ পুত্রগণ;
দিতেছিল সুরত (২) সমুদ্রে সন্তরণ।
আর তাঁরা তৌর্য্যত্রিকে (৩) অনুরাগী অতি;
অধিকন্তু বিলাসিতা ব্রতে ছিল ব্রতী।
কুমার দ্বয়ের এই দেখি আচরণ;

১। বিশ্বসুখে—পার্থিব সুখে। ২। সুরত—স্ত্রী সংসর্গ। ৩। তৌর্য্যত্রিক-গীত বাদ্য ও নৃত্য।

চিন্তায় নিমগ্ন ছিল হল্লব রাজন।
দূরদর্শিতায় পরে বুঝিয়া অন্তরে;
মহামূল্য রত্ন কিছু লইয়া সত্বরে।
পরম সন্ন্যাসী এক বিপিনে পাইয়া;
রত্ন রাজি তাঁর কাছে রাখে লুকাইয়া।
অতঃপর নৃপবর কহে যোগীবরে;
স্মরণ রাখিও যাহা কহি তব তরে।
আমার কুমার দ্বয় কাল ক্রমে যবে;
শূন্য-কোষ হইবেন এ বিশাল ভবে।
অর্থাভাবে দীন হীন হইবে যখন;
এ গুপ্ত অর্থের দিও সংবাদ তখন।
হয়ত ভুগিয়া ক্লেশ মম পুত্রগণ;
এ ধনে সন্তুষ্ট হবে পাইবে যখন।
মিতব্যয়ী সদাচারী হইয়া মহীতে;
হয়ত স্বচ্ছন্দে কাল পারিবে যাপিতে।
এইরূপ উপদেশ দিয়া যোগীবরে;
স্বীয় প্রাসাদেতে নৃপ ফিরিল সত্বরে।
তার পর প্রাসাদের কোন এক স্থানে;
নির্দ্দেশ করিল ভূপ ইহা সাবধানে।
ধন রত্ন মম যাহা রাজ কোষে ছিল;
এই স্থানে তাহা সব সঞ্চিত রহিল।
এরূপ কৌশল নৃপ করি সম্পাদন;
স্বীয় পুত্রগণে শীঘ্র ডাকিয়া তখন।
তাঁহাদিকে কহে এই অলীক সন্ধান;
রেখেছি গোপনে রত্নচয় এই স্থান।
তোমাদের প্রয়োজন অর্থে হবে যবে;

এই স্থানে খনন করিলে পাবে তবে।
কুমার দিগকে তবে কহিয়া এমন;
পুনঃ রাজকার্য্যে রত হইল রাজন।
অতঃপর বিশ্ব মাঝে কাটি কিছু কাল;
ঋভুক্ষ (১) সদনে গেলা যোগী ও নৃপাল।
ইহাতে অটবী (২)মধ্যে ঋষির সদনে;
ভূপের সঞ্চিত অর্থ রহিল গোপনে।
রাজার কুমার দ্বয় কিম্বা কোন জন;
সে অর্থের সন্ধান না জানিত তখন।
অনিত্য সংসার-লীলা সম্বরি (৩) এ ভবে;
নিত্য সুখালয় স্বর্গে নৃপ গেলা যবে।
কুমারেরা পিতৃ রাজ্য বিভাগ কারণ;
পরস্পর রত হৈল করিবারে রণ।
নৃপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র করিয়া কৌশল;
কনিষ্ঠ কুমার প্রতি প্রয়োগিয়া বল।
রাজত্ব ও রত্ন রাজি যাহা কিছু ছিল;
আপনি সে সমুদয় গ্রহণ করিল।
ইহাতে দুঃখিত হৈল কনিষ্ঠ কুমার;
উথলিল শোক সিন্ধু অন্তরে তাঁহার।
তদীয় মানস ক্ষেত্রে সন্তাপ কারণ;
চিন্তা বীজ অঙ্কুরিত হইল তখন।
ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি কহিতে লাগিল;
সৌভাগ্য মিহির মম কালাভ্রে (৪) ঢাকিল।
তবে বৃথা পার্থিব ঐশ্বর্য্য হেতু আর;

১। ঋভুক্ষ—স্বর্গ। ২। অটবী—অরণ্য, বন। ৩। সম্বরি—ত্যাগ করিয়া
কালাভ্র—কাল মেঘ, সময় রূপ মেঘ।

কেন করি ভ্রাতা সহ দ্বন্দ্ব বারম্বার।
কেন বা রাজত্ব লাগি এত পরিশ্রম;
অহর্নিশ শোকাকুল এযে মহাভ্রম।
এখন করিনু ইহা অন্তরে বিশ্বাস;
অনর্থ অর্থের লাগি উদ্যম প্রয়াস।
পিতৃ ত্যক্ত রাজ্য আর রত্ন সমুদয়;
যখন ত্যজিল মম হইয়া নির্দ্দয়।
তখন হইব আমি নিরজন বাসী;
আর না হইব কভু রাজ্য অভিলাষী।
যাহা কিছু আছে আর মম আয়ুধন;
প্রাণেশ চিন্তায় তাহা করিব ক্ষেপণ।
কনিষ্ঠ কুমার ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া;
পশিল (১) বিপিনে এক, নগর ছাড়িয়া।
যাইয়া অরণ্যে তবে রাজার কুমার;
সন্ধান করিতে ছিল স্থান রহিবার।
ক্রমে ক্রমে উপনীত সেখানে হইল;
যেখানেতে যোগীবর যোগে মগ্ন ছিল।
মনোনীত করিলেন দেখিয়া সে স্থান;
যোগ সাধনের যোগ্য করে অনুমান।
সে খানেতে ছিল এক পর্ণের কুটীর;
যোগালয় ছিল যাহা স্বর্গীয় যোগীর।
নর সহবাস পাশ করিয়া ছেদন;
সে উটজে (২) রাজ সুত পাতে যোগাসন।
এক কূপ কুমারের ছিল সন্নিহিত;

১। পশিল—উপস্থিত হইল। ২। উটজ—পত্র রচিত গৃহ; পর্ণ কুটীর

উদক (১) বিহীন তাহা তিনি না জানিত।
অকস্মাৎ রাজ সুত জলেরি কারণ;
কূপের সমীপে আশু করিল গমন।
নিক্ষেপিল পাত্র তাহে উত্তোলিতে নীর;
মিলিল না তোয় (২) দেখি হইল অস্থির।
নৃপ সুত জানিলেন পুঙ্খানুপুঙ্খেতে;
কূপটী সলিল-শূন্য হয়েছে কালেতে।
জীবন রক্ষার হেতু জীবন (৩) কারণ;
ভাবিতে লাগিল ইহা মানসে আপন।
যদ্যপি পানীয় জল না মিলে এ কূপে;
জীবন বিহনে প্রাণ রহিবে কিরূপে?
অতএব করা চাই এ কূপ সংস্কার;
তাহা হৈলে জলাভাব ঘুচিবে আমার।
ইহা চিত্তে স্থির যুক্তি কুমার করিয়া;
কূপ অভ্যন্তরে শীঘ্র নামিল যাইয়া।
তৃণ আদি মলা মর্চ্চা তাহে যাহা ছিল;
তিনি তাহা দূরীভূত করিতে লাগিল।
কূপের কলঙ্ক যবে হৈল পরিষ্কার;
দেখে তাহে নেত্র মেলি নৃপতি কুমার।
রহিয়াছে কত রত্ন রজত কাঞ্চন;
হীরক মাণিক্য মুক্তা আর কত ধন।
এই সে সঞ্চিত অর্থ, যাহা নরপতি,—
গোপনে রাখিতে দিয়াছিল যোগী প্রতি।
কারুণিক প্রাণেশের কৃপায় এক্ষণে;
মিলিল সে রত্ন রাজ সুতের প্রাক্তনে।

১। উদক—জল। ২। তোয়—জল। ৩। জীবন—জল।

পাইয়া সে ধন তিনি বিস্মিত হইল ;
পরমেশে ধন্যবাদ প্রদান করিল।
অতঃপর তিনি ইহা কহে স্বীয় মনে ;
পাইনু বিপুল অর্থ আসিয়া এ বনে।
তাহা বলি ঈশ চিন্তা উপেক্ষা (১) করিয়া।
এ নশ্বর অর্থে নাহি রহিব ভুলিয়া।
প্রাণেশ চিন্তায় কিন্তু নিযুক্ত রহিব ;
অভাব হ'লে এ ধন খরচ করিব।
লোকেশের প্রতি রব করিয়া নির্ভর ;
তাহা হ'লে ভাগ্য ফল মিলিবে সত্বর।
এতেক কহিয়া তবে নৃপতি কুমার ;
সমাসীন হইলেন যোগে আপনার।
পিতার সমীপে কহে বিপণী নন্দন ;
পরে কি হইল তাতঃ করুণ শ্রবণ।
জ্যেষ্ঠ রাজসুত যবে রত হৈল রণে ;
রাজ্য ছাড়ি কনিষ্ঠ কুমার গেলা বনে।
ইহাতে হইল তুষ্ট জ্যেষ্ঠ নৃপ-সুত ;
যে হেতু অনুজ তার হৈল রাজ্যচ্যুত।
সিংহাসনে বসিলেন করি ধূম ধাম ;
বাঞ্ছা তার পূর্ণ হৈল থামিল সংগ্রাম।
রাজ্য অর্থ পেয়ে জ্যেষ্ঠ ভূপতি তনয় ;
করিতে লাগিল সদা বিলাসিতা ব্যয়।
কিন্তু চিত্তে ছিল তার বিশ্বাস এমন ;
প্রাসাদে সঞ্চিত আছে পিতৃ গুপ্ত ধন।
হইবে তাঁহার যবে অর্থে প্রয়োজন ;

। উপেক্ষা—তাচ্ছিল্য

ব্যয়িবেন সেই ধন করি উত্তোলন।
এই হেতু অনিশ্চিত অর্থে করি ভর ;
অপব্যয়ে ব্যয়িতে লাগিল স্বীয় কর।
অর্থাভাবে ক্রমে কষ্টে কটক তাহার ;—
করিতে রহিয়াছিল সদা হাহাকার।
অকালাভ্র (১) কালে তার সুকাল সুধাংশু ;
আবরিল তাহে হৈল বিলীন তারাংশু (২)।
যেহেতু অরাতি এক অকস্মাৎ তাঁর ;
রণভেরি বাজাইল রাজ্যের মাঝার।
বিদ্রোহের বৈজয়ন্তী (৩) করি উত্তোলন ;
প্রেরিল সংবাদ শীঘ্র সমর কারণ।
জ্যেষ্ঠ ভূপাঙ্গজ (৪) পেয়ে সংগ্রাম সন্দেশ ;
ত্রাসে বিকম্পিত হৈল তাঁর বক্ষ দেশ।
স্বরাজ্য রক্ষিতে যুক্তি করিয়া বিস্তর ;
যুদ্ধ আয়োজনে রত হইল সত্বর।
কিন্তু রাজকোষ শূন্য চমূ (৫) বিশৃঙ্খল ;
হেরিয়া হইল তিনি চিন্তায় বিহ্বল।
অকস্মাৎ চিত্তে তাঁর হইল স্মরণ ;
পিতার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আছে গুপ্তধন।
এই হেতু সে অর্থের চলিল সন্ধানে ;
উপনীত হৈল আশু (৬) পিতৃ গুপ্ত স্থানে।
কিঙ্করে কহিল ক্ষিতি করিয়া খনন ;
উত্তোলন কর অর্থ করি অন্বেষণ।

১। অকালাভ্র—অকালরূপ মেঘ। ২। তারাংশু—নক্ষত্র কিরণ। ৩ বৈজয়ন্তী—পতাকা, ধ্বজা। ৪। ভূপাঙ্গজ—রাজপুত্র। ৫। চমূ—সৈন্য। ৬। আশু—শীঘ্র।

বিস্তর সন্ধান করি দেখিল তথায় ;
কোন ক্রমে না মিলিল গুপ্তধন তাঁয়।
শোক পূর্ণ হৃদে তিনি সে স্থান ত্যজিয়া ;
ত্বরিত আসিয়া রাজ সভায় ফিরিয়া,—
সেনানীর প্রতি আজ্ঞা করিল প্রচার ;
সামরিক আয়োজন যা আছে তোমার।
আশু তাহা সুসজ্জিত করিয়া যতনে ;
চমূবৃন্দ সহ চল সমর প্রাঙ্গণে।
রাজ কুমারের এই অনুজ্ঞা পাইয়া ;
সেনাপতি বাহিরিল যে আজ্ঞা বলিয়া।
ত্বরিত পশিয়া তিনি আবাসে সেনার ;
সাজিতে সমরে আজ্ঞা করিল প্রচার।
সেনানীর আদেশে কটক সমুদয় ;
সুসজ্জিত হইল করিতে সমুদয় (১)।
যোধনাস্ত্রে (২) বিভূষিত করি বীর ব্রজে ;
চলিল কুমার তবে রণে পদব্রজে।
নানা রঙ্গে সংগ্রাম দুন্দুভি (৩) বাজাইয়া ;
দশ দিক সুগম্ভীর রবে কাঁপাইয়া।
উত্তীর্ণ সমর ক্ষেত্রে হইয়া কুমার ;
যোধন করিতে আজ্ঞা করিল প্রচার।
ইহা শুনি শত্রু সৈন্য গর্জ্জিয়া উঠিল ;
সংগ্রাম পাবক শিখা অম্বরে তুলিল।
শস্য রাশি সম দুই দলে সেনাকুল ;
রণ ক্রীড়া করিবারে হইল ব্যাকুল।

১। সমুদয়—যুদ্ধ। ২। যোধনাস্ত্র—যুদ্ধ করিবার অস্ত্র। ৩। দুন্দুভি ভেরী।

নানাবিধ যুদ্ধ যন্ত্র করি সঞ্চালন ;
পরস্পরে রত ছিল করিতে যোধন।
কুমারের সেনাপতি লইয়া কৃপাণ (১) ;
কাটে শত্রুকুলে যথা কদলী (২) উদ্যান।
শূরকুলে (৩) আরোহিয়া পীবর (৪) রাজীব (৫) ;
হুঙ্কারিয়া চলে দ্রুত টঙ্কারি গাণ্ডিব।
কেহবা ধাইছে পরি অয়স (৬) কবচ (৭) ;
কেহবা বাজায় সুখে সমর কবচ (৮)।
কোন কোন বীর বর চালায়ে বরশা,—
দলে দলে শত্রুকুল করিল ফরসা।
দ্রুতগ তুরগ-সাদি (৯) খগ (১০) বেগে ধায় ;
প্রতাপ প্রভাবে যার অরাতি পলায়।
বহ্ন্যস্ত্র (১১) নির্গত ধূম্র জীমূত মাঝার ;
কিবা শোভা লৌহ অস্ত্র অংশু চপলার (১২)।
রণ বিপণিতে বীর বিপণী নিকর ;
যুদ্ধ পণ্য বিপণ করিছে পরস্পর।
হেনকালে অরাতির চমূ একজন ;
সুযোগ সমর ক্ষেত্রে পাইল যখন।
তখনি বিষাক্ত বাণ চাপে (১৩) বসাইয়া ;
নিক্ষেপিল আশু জ্যেষ্ঠ কুমারে লক্ষিয়া।

১। কৃপাণ—তরবারি, অসি। ২। কদলী—কলা। ৩। শূরকুল—বীরগণ। ৪। পীবর—মোটা। ৫। রাজীব—হস্তী। ৬। অয়স্—লৌহ নির্ম্মিত। ৭। কবচ—সাঁজোয়া। ৮। কবচ—নাগরা বাদ্য যন্ত্র। ৯। তুরগ-সাদি—অশ্বারোহী যোদ্ধা। ১০। খগ—পক্ষী। ১১। বহ্ন্যস্ত্র—(বহ্নি+অস্ত্র) আগ্নেয় অস্ত্র। ১২। চপলা—বিদ্যুৎ, সৌদামিনী। ১৩। চাপ—ধনুক, কোদণ্ড।

ভবতী (১) রোহিণী (২) বেগে সর্ সর্ স্বরে ;
বিষম বিন্ধিল আসি কুমারে সত্বরে।
শরীর হইতে তাঁর রুধির বহিল ;
অবিলম্বে সেই স্থানে পঞ্চত্ব পাইল।
ইতিমধ্যে কুমারের চতুর সেনানী ;
কার্ম্মুকে জুড়িয়া ইষু সরোষেতে টানি।
অরাতির দলপতি চিনিয়া সন্ধানে ;
ছাড়িয়া অমোঘ (৩) বাণ বধিল পরাণে।
অরি-দলপতি গেলে শমন সদন ;
করিল কটক তার ত্রাসে পলায়ন।
এইরূপে দু দলের রণ হুতাশন (৪) ;
নির্ব্বাণ সময় চক্রে হইল যখন।
তখন সচিব (৫) বৃন্দ রাজ কুমারের,—
আহ্বানিল বিজ্ঞ প্রজাবর্গে সে রাজ্যের।
তাঁহাদের সন্নিধানে অমাত্য নিকর ;
এই অভিমত ব্যক্ত করিল সত্বর।
যখন মোদের ভূপ ত্যজিয়া সংসার ;
অরাতি কর্ত্তৃক গেলা ত্রিদিব (৫) মাঝার।
তখন বুঝহ সবে সুযুক্তি করিয়া ;
নৃপাল চাহি যে এক এ রাজ্য লাগিয়া।
অতএব সকলেতে করি অন্বেষণ ;
এরাজ সংসারে জান যাঁহারে সুজন।
তাঁহাকে এ বর্ষ মোরা অর্পণ করিব ;
সুশৃঙ্খল ভাবে রাজকার্য্য চালাইব।

১। ভবতী—বিষাক্ত শর। ২। রোহিণী – বিদ্যুৎ। ৩। অমোঘ—অব্যর্থ।
৪। হুতাশন – অগ্নি। ৫। সচিব – মন্ত্রী। ৬। ত্রিদিব – স্বর্গ।

ইহাতে হইল তুষ্ট যত প্রজাগণ ;
তথাস্তু বলিয়া উঠে সকলে তখন।
অতঃপর সবিশেষ সন্ধান করিয়া ;
কনিষ্ঠ কুমারে সবে বিপিনে পাইয়া,—
রাজাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া তাঁহায় ;
রাজভক্তি প্রকাশিল প্রজা সমুদায়।
ললাটে লিখিত ইহা কুমারের ছিল ;
বিনাশ্রমে রাজ্যধন এজন্য পাইল।
কুমার দ্বয়ের এই গল্প মনোহর ;
সাধু সুত প্রকাশিয়া পিতার গোচর,—
কহিতেছে শুন তাত করি নিবেদন ;
এই উপন্যাস আমি বলি এ কারণ।
অলিক (১) ফলকে যার যা আছে লিখিত ;
অলীক (২) পলকে তাহা না হয় কিঞ্চিত।
প্রাক্তনে (৩) যে কিছু থাকে নিশ্চয় মিলিবে ;
কোন বিড়ম্বনা তাহে কভু না ঘটিবে।
তার জন্য পরিশ্রম আবশ্যক নহে ;
শাস্ত্রের সঙ্গত ইহা সুধীজন কহে।
এতেক কহিল যদি বণিক নন্দন ;
শ্রবণ করিয়া তাহা বিপণী সুজন।
সম্বোধিয়া কহে শুন সুবোধ তনয় ;
যাহা প্রকাশিলে সত্য অলীক তা নয়।
কিন্তু ইহা বিবেকেতে বুঝি ও নিশ্চয় ;
পরিশ্রমে উপকার কিছু বৃদ্ধি হয়।

১। অলিক—ললাট, কপাল। ২। অলীক—মিথ্যা। ৩। প্রাক্তনে—ভাগ্যে, কপালে।

যেহেতু যেজন শ্রম মহীতে করিবে;
তাঁহাকে ত ফল তার নিশ্চয় মিলিবে।
তদ্‌ভিন্ন তাঁহা হৈতে অন্যে উপকার;
অবশ্য পাইবে বুঝ এই যুক্তি সার।
অতঃপর সাধু কহে অঙ্গজে আপন;
তুমি তুঝি শুন নাই সে সব কথন।
যাহা ঘটেছিল এক যোগীর প্রাঙ্গনে;
শ্রম ত্যজি যিনি বসেছিল যোগাসনে।
বিপণী তনয় করি এবার্ত্তা শ্রবণ;
সানুনয়ে কহে তবে পিতাকে আপন।
যোগীর বৃত্তান্ত নাহি শুনিনু কখন;
অতএব তাহা তাত বলুন এখন।
এতেক শুনিয়া তবে বণিক চতুর;
কহে স্বীয় সুতে সেই বাচিক (১) মধুর।
মহাম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি;
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।

—:—

সুবিজ্ঞ বণিক স্বীয় পুত্রকে উপদেশ ছলে একটী যোগীর বিষয় বর্ণনা করিতেছেন।

প্রাণেশ বিশ্বাসী ওহে প্রিয় শ্রোতাগণ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
তবে সাধু স্বীয় সুতে করি সম্বোধন;
কহে শুন প্রিয় পুত্র যোগীর কথন।
পূর্ব্বকালে ছিল এক যোগী মহাজন;

১। বাচিক—সংবাদ।

মানস মণ্ডিত (১) যাঁর যোগে অনুক্ষণ।
প্রাণেশের করুণার নিগূঢ় কারণ;
সবিশেষ বুঝিবারে করিয়া মনন।
বিরলে বসিয়া তিনি বিবেক আসনে;
নিরন্তর রত ছিল সে ভাব চিন্তনে।
এক দিন যোগীবর বিবেক উদ্যানে;
বাঞ্ছাকৃত প্রসূনের ছিলেন সন্ধানে।
বাজ বিহঙ্গম এক এমন সময়;
বাণ (২) বেগে সেই স্থানে উপনীত হয়।
পললের (৩) খণ্ড এক নখরে বিন্ধিয়া;
বিটপী শাখার পাশে বেড়ায় উড়িয়া।
অতঃপর বাজ সেই ভূরুহ (৪) শাখায়;
ত্বরিত নামিল এক কাকের কুলায়।
কি বর্ণিব দুরবস্থা সেই বায়সের;
অঙ্গে তার নাহি ছিল চিহ্ন পালকের।
উড্ডীন বিহীন সেই করট (৫) হইয়া;
বিকলাঙ্গে স্বীয় নীড়ে থাকিত পড়িয়া।
বাজ গিয়া দিল সেই বায়সে পলল;
ভক্ষিয়া সে মাংস কাক হইল সবল।
এই সব অলৌকিক হেরিয়া ঘটনা;
করিতে ছিলেন যোগী এরূপ ভাবনা।
এই যে পালকহীন বায়স বিহঙ্গ;
নাড়িতে অক্ষম যেবা আপনার অঙ্গ।
করুণা করিয়া সেই কারুণিক জন;

১। মণ্ডিত—ভূষিত। ২। বাণ—শর। ৩। পলল—মাংস। ৪ বৃক্ষ, গাছ। ৫। করট—কাক।

দিতেছেন সদা তাকে ভরণ পোষণ।
তবে কেন আমি করি বৃথা পরিশ্রম;
আহার লাগিয়া ভ্রমি এ যে মহাভ্রম।
এখন হইতে হব নিরজন বাসী;
হইব না আর কভু শ্রম অভিলাষী।
ললাটে নির্ভর করি নিশ্চিন্ত রহিব;
পরমেশ নাম মুখে নিয়ত জপিব।
তাহা হ'লে অনুকম্পা করিয়া প্রাণেশ;
অবিলম্বে করিবেন আমাকে ধনেশ।
আহার লাগিয়া আর চিন্তা না হইবে;
যাবত জীবন মম সুখেতে কাটিবে।
মানসেতে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া;
পরিশ্রমে এককালে জলাঞ্জলি দিয়া।
নির্জ্জন আবাসে এক যাইয়া বসিল;
ঈশ্বর বিবেকে ঋষি নিমগ্ন হইল।
এরূপে দিবস ত্রয় করি উদ্‌যাপন (১);
ক্ষুধায় ব্যাকুল হৈল যোগী মহাজন।
জঠর পাবকে তাঁকে এমনি দগ্ধিল;
দিবসে শর্ব্বরী বোধ হইতে লাগিল।
নয়নে আঁধার দেখে জগৎ সংসার;
জ্ঞান-রবি অস্তমিত হইল তাঁহার।
অবসন্ন হৈল অঙ্গ নাপারে সহিতে;
লাগিলেন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইতে।
হেন কালে এক বুধ বহুদর্শী জন;
অকস্মাৎ সেই স্থানে দিল দরশন।

১। উদ্‌যাপন — সময় ক্ষেপণ।

সন্ন্যাসীর শোচনীয় অবস্থা হেরিয়া ;
কহিতে লাগিল তিনি সৌজন্য করিয়া।
শুন ওহে যোগীবর আমার বচন ;
উপদেশ গ্রাহ্য কর করিয়া যতন।
প্রাণেশ করুণা করি তোমাকে যখন ;
দিয়াছেন অষ্ট অঙ্গ করিয়া পূরণ।
আর পঞ্চ ইন্দ্রিয়েতে তব দেহ তরি ;
সুশোভিত করিয়াছে প্রভু দয়া করি।
তাহে তিনি পুনঃ জ্ঞান ইন্দ্র (১) অংশু সহ ;
তব চিতাম্বর (২) আলে করে অহরহ।
ইহাতে কি ঈশ ইচ্ছা নারিছ বুঝিতে ;
শ্রম করি কাট কাল রহিয়া মহীতে।
যবে তুমি দেহরথ আর জ্ঞান প্রাণে ;
পাইয়াছ দয়াময় পরমেশ স্থানে।
তখন তুমি যে আর আলস্য করিয়া ;
বিকলাঙ্গ নর সম রহিবে বসিয়া।
আহার লাগিয়া নাহি করিবে প্রয়াস (৩) ;
বাতুল (৪) প্রলাপ (৫) ইহা করিনু বিশ্বাস।
প্রাণেশের অভিপ্রায় কভু তাহা নয় ;
কিম্বা বুধ সুযুক্তিতে সাব্যস্থ নাহয়।
ওহে যোগী মহামনা (৬) কর হে শ্রবণ ;
যত্নে করটক (৭) প্রতি করিলে ঈক্ষণ।
বাজ বিহঙ্গমে তুমি কেন না হেরিলে ;

১। ইন্দু—চন্দ্র। ২। চিতাম্বর—(চিত+অম্বর) অন্তর আকাশ। ৩। প্রয়াস—চেষ্টা। ৪। বাতুল—পাগল। ৫। প্রলাপ—অনর্থক বাক্য। ৬। মহামনা—বিজ্ঞ। ৭। করটক—কাক।

কিজন্য লক্ষ্যিতে তাকে বিরত রহিলে।
সর্ব্বাঙ্গ সবল নহে ইন্দ্রিয় বিকল;
তবে কেন শ্রম লাগি হইবে বিহ্বল (১)।
হেলা করি পরিশ্রম যদি না করিবে;
তব প্রতি অসন্তুষ্ট প্রাণেশ হইবে।
শ্রমেতে অর্জ্জন (২) করি আহার আপন;
কুশলে করিতে রহ জীবন যাপন।
এইরূপে গল্প শেষ করিয়া যোগীর;
তনয়ে কহিছে সাধু হইয়া সুস্থির।
শুন প্রিয় পুত্রগণ আমার বচন;
চতুর বলিষ্ঠ সব তোমরা যখন।
তখন থাকিয়া রত শারীরিক শ্রমে;
কাটাইতে রহ কাল কুশলে আশ্রমে।
এতেক কহিল যদি বণিক সুজন;
দ্বিতীয় তনয় তাঁর কহিছে তখন।
মনোযোগে শুন তাতঃ করি নিবেদন;
উপদেশ দেহ মোরে করিয়া যতন।
শ্রমেতে অর্জ্জন যাহা করিব সংসারে;
কিরূপে করিব ব্যয় বল তা আমারে।
যেইমত উপদেশ দিবেন আপনি;
সেরূপে ব্যয়িব ধন হ'ব যবে ধনী।
এ বার্ত্তা শ্রবণ করি বিজ্ঞ মহাজন;
কহে শুন প্রিয় পুত্র আমার বচন।
হয় ত সহজে হয় অর্থ উপার্জ্জিত;
কিন্তু রক্ষা করা তাহা কঠিন নিশ্চিত।

১। বিহ্বল—ব্যাকুল। ২। অর্জ্জন—উপার্জ্জন।

আর সেই ধনে যদি চাহ উপকার ;
দুষ্কর জানিও নহে সহজ ব্যাপার।
যদি তুমি কর কভু অর্থ উপার্জ্জন ;
কি করিবে তাহা লয়ে শুন সে কথন।
প্রথমে রক্ষিবে অতি যতনে সেধন ;
তস্কর নাপারে যেন করিতে হরণ।
যেহেতু অরি ও বন্ধু অর্থের অধিক ;
আছে এই ধরাধামে বুঝ ইহা ঠিক।
কারণ সময় হরি (১) দেখিবারে রঙ্গ ;
অর্থীর (২) বধিয়া থাকে আর্থিক-সারঙ্গ (৩)।
দ্বিতীয়েতে বুঝ ইহা সুবোধ তনয় ;
মূলধনে হস্তক্ষেপ সমুচিত নয়।
রক্ষি মূল অর্থ কলা (৪) সুব্যয় করিবে ;
নহে অর্থ শাখী মূল উচ্ছিন্ন হইবে।
তার সাক্ষি দিব্য চক্ষে পাইবে দেখিতে ;
যে অম্বুরাশিতে (৫) অম্বু নাপায় আসিতে।
সময় পতঙ্গ (৬) আশু শুকায় তাহায় ;
অস্তিত্ব তাহার স্বল্প কালে লুপ্ত পায়।
অধিকন্তু কোন অদ্রি হ'তে অনুক্ষণ ;
পাষাণের ক্ষুদ্র খণ্ড করিলে হরণ।
ত্বরায় বিলীন সেই মহাচল হয় ;
চিহ্ন তার অচিরে ধরায় নাহি রয়।
অর্থাৎ যাহার নাহি কোন উপার্জ্জন ;
অথচ সে ব্যয়ে রত আছে সর্ব্বক্ষণ।

১। হরি—সিংহ। ২। অর্থীর—ধনীর। ৩। আর্থিক-সারঙ্গ—অর্থ সম্বন্ধীয় মৃগ। ৪। কলা—সুদ। ৫। অম্বুরাশি—সমুদ্র। ৬। পতঙ্গ—সূর্য্য।

কিম্বা ব্যয়াধিক যার চাহিয়া অর্জ্জন ;
উদিবে অচিরে তার কষ্টের কারণ।
যেমন মূষিক এক দুর্ব্বুদ্ধি করিয়া ;
বহুব্যয়ে রত হৈয়া যাইল মরিয়া।
এতেক শুনিয়া তবে সাধুর নন্দন ;
পিতার সমীপে ইহা কহিল তখন।
মূষিকের গল্প নাহি শুনিনু কখন ;
এজন্য হে পিতঃ তাহা বলুন এখন।
এ বার্ত্তা শ্রবণ করি বিপণী (১) সুজন ;
কহে শুন প্রিয়াঙ্গজ (২) মূষিক কথন।
মহাম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি ;
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।

বণিকের বর্ণিত একটী ভূস্বামী ও মূষিকের উপাখ্যান।

প্রাণেশ বিশ্বাসী ওহে প্রিয় শ্রোতাগণ ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
শ্রবণ করহ এবে সে মিষ্ট ভারতী ;
বণিক বর্ণিল যাহা স্বীয় সুত প্রতি।
তনয়ে কহিছে সাধু শুন প্রিয়জন ;
ভূস্বামী ও মূষিকের কহি বিবরণ।
চীনদেশে ছিল এক খ্যাত জমিদার ;
পূর্ণ ছিল নানা রত্নে যাঁহার ভাণ্ডার।

১। বিপণী—বণিক। ২। প্রিয়াঙ্গজ—প্রিয় পুত্র।

ভাবী-কাল (১) ভাবি সূক্ষ্ম জ্ঞানেতে আপন;
শস্য কিছু রাখে তিনি করি আহরণ।
হইবে তাহার যবে নৈশ্চয়িক (২) ক্রিয়া;
সে শস্য করিবে ব্যয়-ঔদাস্য (৩) ত্যজিয়া।
ভূস্বামী করিয়া ইহা স্থির স্বীয় মনে;
জীবন যাপিতে ছিল রহিয়া ভবনে।
যে স্থানেতে ছিল তাঁর শস্যের ভাণ্ডার;
মূষিক রহিত এক সমীপে তাহার।
সুতীক্ষ্ণ রদেতে (৪) সেই ইন্দুর চতুর;
ভূগর্ভে কাটিত সদা সুরঙ্গ (৫) প্রচুর।
অকস্মাৎ এক দিন সুড়ঙ্গ কাটিয়া;
ভূস্বামীর শস্যগৃহে উদিল যাইয়া।
পাইয়া বহুল শস্য সেই শস্যাগারে;
মহানন্দে পুলকিত হৈল একেবারে।
মনে মনে এতেক সে গর্ব্বিত হইল;
বিজ্ঞতার হ্রাস তার ত্বরিত জন্মিল।
চরমে সে ইঁদুরের কি দুর্দ্দশা হয়;
সে সব বৃত্তান্ত শুন সুবোধ তনয়।
প্রতিবেশবাসী যত মূষিক নিকর;
তাহার অবস্থা জ্ঞাত হইয়া সত্বর,—
সৌহৃদ্য করিল সেই মূষিক সহিত;
অহর্নিশ গায় কেহ তার যশঃগীত।
কেহবা যোগায় সদা মন মত কথা;
কখন নাকরে তার মতের অন্যথা।

১। ভাবী-কাল—ভবিষ্যৎ কাল। ২। নৈশ্চয়িক—প্রয়োজনীয়। ৩। ঔদাস্য—ঔদাসীন্য। ৪। রদ—দন্ত। ৫। সুরঙ্গ—সুড়ঙ্গ, গর্ত্ত।

অযথা অলীক চাটু বাক্য সমুদায় ;
মনস্তুষ্টি হেতু কেহ শুনাইত তায়।
কিঙ্কর (১) সদৃশ সদা সমীপে তাহার ;
অপর মূষিক চয় ভ্রমে অনিবার।
কেহ করে অঙ্গে তার চামর ব্যজন ;
আহারীয় বস্তু কেহ করে আয়োজন।
এরূপে মূষিক ব্রজ তাহার সেবায় ;
আহার বিহার করে রহিয়া তথায়।
ইহাতে উন্মত্ত প্রায় হয়ে সে মূষিক ;
অবিরত অপব্যয় করে শস্যাধিক।
ভাবীকালে না করিত লক্ষ্য সে ইঁদুর ;
সেজন্য কিরূপে দেখ হয় সে ফতুর (২)।
কালেতে অকাল (৩) যবে সে দেশে উদিল ;
জমীদার শস্যাগার দেখিতে চলিল।
গোলার দুয়ার যবে উন্মুক্ত হইল ;
শস্যচয় অপচয় হয়েছে বুঝিল।
বিস্তর বিলাপ তাহে লাগিল করিতে ;
কি করিবে মনে মনে রহিল ভাবিতে।
অগত্যা খেদোক্তি ত্যজি বিজ্ঞ জমীদার ;
যুক্তি স্থির করে ইহা চিত্তে আপনার।
সামান্য যে শস্য আছে গোলাতে এখন ;
অন্য স্থানে রাখি তাহা করিব রক্ষণ।
এতেক ভাবিয়া তবে ভূস্বামী তখন ;
আদেশ করিল আশু কিঙ্করে আপন।
অবশিষ্ট শস্য যাহা রয়েছে গোলায় ;

১। কিঙ্কর—চাকর। ২। ফতুর—দরিদ্র। ৩। অকাল—দুর্ভিক্ষ

অন্তর্হিত (১) কর তাহা তোমরা ত্বরায়।
আজ্ঞা মাত্র ভূস্বামীর কিঙ্কর নিকর;
অন্য শস্যগারে রাখে সে শস্য সত্বর।
কোমল শয্যায় রহে মূষিক প্রধান;
এদিকে ঘটিল যাহা নারাখে সন্ধান।
শস্যচয় দূরীকৃত হইল দেখিয়া;
চলিল ইঁদুর বৃন্দ তাহাকে ত্যজিয়া।
মিষ্টান্ন হইলে শেষ মক্ষিকা যেমন;
সেস্থান হইতে করে আশু উড্ডয়ন।
সেইরূপ সমুদয় ইঁদুর ত্বরায়;
শস্য শূন্য গোলা ত্যজি সুরঙ্গে পলায়।
পরদিন প্রাতে উঠি মূষিক প্রধান;
প্রতিবাসী ইঁদুরের নাপায় সন্ধান।
ইতস্ততঃ বিলোকন করিতে লাগিল;
কোনক্রমে সাক্ষাৎ না কাহার পাইল।
ছিল যারা অনুচর সেই মূষিকের;
এক প্রাণী নাহি ছিল সেস্থানে তাদের।
এজন্য সে চিন্তাযুক্ত বিস্তর হইয়া;
বিস্মিত (২) হইয়া ভ্রমে সন্ধান করিয়া।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে মূষিক প্রবর;
কিছুমাত্র শস্য নাহি গোলার ভিতর।
ইহাতে তদীয় শোক হর্য্যক্ষ গর্জ্জিল;
আনন্দ কুরঙ্গ তার আশু আক্রমিল।
সাহস মাতঙ্গ তার পতন হইল;
আতঙ্ক বিহঙ্গ চিত্ত-শাখীতে বসিল।

১। অন্তর্হিত—স্থানান্তরিত। ২। বিস্মিত—আশ্চর্য্যান্বিত

অধৈর্য্য প্রবল বাত্যা (১) বহিয়া আবার ;
সহিষ্ণুতা দৃঢ়গিরি টলাইল তার।
সুখ শশধর তার দুঃখ পয়োধর,—
আবরিল দেখিয়া সে মূষিক প্রবর।
মৃত্তিকায় মাথা ঠুঁকি ভাঙ্গিয়া ফেলিল ;
অবিলম্বে তথায় সে পঞ্চত্ব পাইল।
ভূস্বামী ও মূষিকের বর্ণি উপন্যাস (২) ;
তনয়ে কহিছে সাধু করিয়া প্রকাশ।
অপব্যয়ী না হইত যদি সে ইঁদুর ;
কদাচ না হ'তে হ'ত তাহাকে ফতুর।
এত দুঃখ ভোগী সেই দুর্ম্মতি মরমে,—
কালের কবলে নাহি পড়িত চরমে।
সেইরূপ অবনীতে যে সকল নর ;
আয়ের অধিক ব্যয় করে নিরন্তর।
তাদের অবস্থা অই মূষিকের মত ;
হয় ঠিক কিছু কাল হইলে বিগত।
মৃদু ও মধুর স্বরে বিজ্ঞ মহাজন ;
মধ্যম তনয়ে দিল সুদীক্ষা যখন।
কনিষ্ঠ অঙ্গজ তার শিক্ষার কারণ ;
আরম্ভিলা কৃতাঞ্জলিপুটে (৩) নিবেদন।
কহি শুন প্রিয় তাত হইয়া শীতল ;
উপদেশ দেও মম যে হয় কুশল।
যবে কেহ মূলধন রক্ষিয়া যতনে ;
তার ধনাগমে (৪) ধনী হইবে ভুবনে।

১। বাত্যা—প্রবল বায়ু। ২। উপন্যাস—গল্প। ৩। কৃতাঞ্জলিপুটে—করপুটে। ৪। ধনাগম—সুদ।

কিরূপে সে আয় ধন এভব সংসারে ;
ব্যয়িবেন তিনি তাত বল তা আমারে।
এতেক শ্রবণ করি বিপণী চতুর ;
কহে শুন প্রিয়সুত সে বার্ত্তা মধুর।
যেজন ধরায় ধন সঞ্চয় করিবে ;
তাঁহাকে নিয়ম দ্বয় পালিতে হইবে।
প্রথম নিয়ম তার কর'হে শ্রবণ ;
অপচয় নাহি হয় যেন সেই ধন।
এজন্য রাখিবে দৃষ্টি তাহে অনুক্ষণ ;
অসতর্কে যেন নাহি রহে কদাচন।
হিতাহিত বিবেচনা করিয়া নিয়ত ;
সুকার্য্যে সে অর্থ ব্যয়ে রবে তিনি রত।
যেহেতু ধীমান (১) আর সুবুধ যে জন ;
প্রচুর সাহস যার আছে সর্ব্বক্ষণ।
কৃপণতা প্রিয়জনে চাহি অপব্যয় ;
তার কাছে অপব্যয়ী সমাদৃত নয়।
বদান্যতা (২) ক্রিয়া প্রিয় বটে সুধী স্থানে ;
কিন্তু অতিরিক্ত হৈলে কে তাহারে মানে ?
দ্বিতীয় নিয়ম শুন কনিষ্ঠ তনয় ;
স্মরণ রাখিও যেন ভ্রম নাহি হয়।
কৃপণ স্বভাবে সুধী উপেক্ষা করিবে ;
ভীরুতা তাহার চিত্তে স্থান নাহি দিবে।
যেহেতু নিষ্ফলে নষ্ট কৃপণের ধন ;
মনোযোগে শুন তার নিগূঢ় কারণ।
যদি যত্নে কোন স্থানে রাখি অলিঞ্জর (৩) ;

১। ধীমান—বুদ্ধিমান। ২। বদান্যতা—দানশীলতা। ৩। অলিঞ্জর—জালা।

অল্প অল্প পূর তাহে সুধা নিরন্তর।
তাহা হৈতে যদি সুধা নাহি কর ব্যয়;
অচিরে সে জালা পূর্ণ হইবে নিশ্চয়।
অতঃপর সুধা সেই জালায় থাকিয়া;
ক্রমে ক্রমে বহির্গত হবে উথলিয়া।
কিম্বা সুধা পরিপূর্ণ সেই অলিঞ্জর;
হঠাৎ ভাঙ্গিয়া হয় বিনষ্ট সত্বর।
সেইরূপ ক্রমাগত যদি কোন জন;
সঞ্চয় করিয়া সদা স্বোপার্জ্জিত (১) ধন।
যদি সে অর্থের নাহি করেন সুব্যয়;
কালে অপব্যয়ে হয় সেই ধন ক্ষয়।
এ সকল উপদেশ শুনিয়া সাধুর;
সুদীক্ষিত (২) হৈল তিন তনয় চতুর।
তার পর কি করিল সাধু পুত্রগণ;
সে সব বৃত্তান্ত এবে শুন দিয়া মন।
মহাম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি;
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।

——:——

সাধু পুত্রগণের শেষ বিবরণ ও দুইটী বলীবর্দ্দ সহ জ্যেষ্ঠ সাধু সুতের বাণিজ্য যাত্রা।

প্রাণেশ বিশ্বাসী ওহে প্রিয় শ্রোতাগণ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
এবে সবে মনোযোগে শুন সে ভারতী;
সাধু সুত গণের হইল কিবা গতি।

২। স্বোপার্জ্জিত—আপনার অর্জ্জিত। ২। সুদীক্ষিত—সুশিক্ষিত।

পিতৃ উপদেশ সবে শুনিয়া শ্রবণে ;
শ্রম করিবার ইচ্ছা উপজিল (১) মনে।
প্রত্যেকে করিয়া এক সুবৃত্তি গ্রহণ ;
জীবন যাপিতে সবে করিল মনন।
আলস্য ঔদাস্য করি (২) জ্যেষ্ঠ সাধু সুত ;
বাণিজ্য করিতে তার হৈল মনঃপূত (৩)।
এই হেতু পণ্য দ্রব্য (৪) ক্রয় করি শেষে ;
পণ্যাজীব (৫) হৈয়া যাত্রা করিল বিদেশে।
সঙ্গে দুই বলীবর্দ্দ (৬) লইয়া বাহক ;
পরমেশ নাম স্মরি চলিল একক।
পরস্পর আমি ইহা শুনিয়া ছিলাম,—
বাহন, সুযান দুই বৃষভের নাম।
মোট সহ নানাদেশ করি পর্য্যটন (৭) ;
ক্লান্ত হৈয়া ছিল বহু সুযান বাহন।
এ কারণ পথিমধ্যে চলিয়া ত্বরায় ;
বাহন প্রোথিত হৈল মৃদু মৃত্তিকায়।
ইহা দেখি সাধু সুত নাপারে সহিতে ;
উত্তোলন করি কষ্টে কর্দ্দম হইতে।
চারক (৮) নিযুক্ত এক করিয়া তাহার ;
উপদেশ দিয়া তাঁকে কহে বারম্বার।
বলিষ্ঠ ও হৃষ্ট পুষ্ট হইবে যখন ;
তখন প্রদান মোরে করিও বাহন।

১। উপজিল—উপস্থিত হইল। ২। আলস্য ঔদাস্য করি—আলস্য ত্যাগ করিয়া। ৩। মনঃপূত—মনের মধ্যে পবিত্র বোধ। ৪। পণ্য দ্রব্য—বিক্রয়ের দ্রব্য। ৫। পণ্যাজীব—বণিক। ৬। বলীবর্দ্দ—বলদ। ৭। পর্য্যটন—ভ্রমণ। ৮। চারক—রাখাল।

ইহা কহি গোরক্ষকে বিপণী (১) নন্দন ;
সুযান বোঝারী (২) সঙ্গে লইয়া আপন।
বাহিরিল পুনরায় সেস্থান ত্যজিয়া ;
তার পর কি হইল শুন মন দিয়া।
চারক রহিয়া তথা লইয়া বাহন ;
চরাইতে ছিল অতি করিয়া যতন।
কিন্তু রাখালের কোন দোসর না ছিল ;
মনের বিষাদ তার এজন্য জন্মিল।
ভীরুতা জীমূত (৩) তার মানস ভপতি (৪) ;
অতিশয় আবরিল আসি আশুগতি।
অতএব সেই স্থানে বাহনে ত্যজিয়া ;
মৃত্যুবার্ত্তা দিল তার সাধু সুতে গিয়া।
এখানে রহিয়া স্বল্প দিবস বাহন ;
বলাধান (৫) হৈল কিছু করিয়া ভোজন।
তার পর ইতস্ততঃ ভ্রমিতে লাগিল ;
ক্রমে এক তৃণক্ষেত্র দেখিতে পাইল।
তৃণ শাকে পরিপূর্ণ ছিল সেই ক্ষেত্র ;
হেরি তাহা যুড়াইল বাহনের নেত্র।
স্বাস্থ্য কর বাত তথা বহি অনুক্ষণ ;
সুস্থ করে তাহাকে পীড়িত যেই জন।
সেই স্থানে উপস্থিত বাহন হইয়া ;
আহার বিহার করি বেড়ায় ভ্রমিয়া।
বহুদিন বলীবর্দ্দ সেবায় সাধুর ;
হৈয়া ছিল শ্রান্ত আর দুর্ব্বল প্রচুর।

১। বিপণী—বণিক। ২। বোঝারী—ভারী, মুটিয়া। ৩। জীমূত—মেঘ। ভপতি—চন্দ্র। ৫। বলাধান—বলিষ্ঠ।

এবে বৃষ করি কষ্টে বন্ধন ছেদন ;
পাইল পরম সুখে স্বাধীনতা ধন।
স্বাস্থ্যকর খাদ্য আর অনিল (১) সেবন ;
করি অল্প দিনে পুষ্ট হইল বাহন।
শারীরিক সচ্ছন্দতা বৃষভ পাইল ;
মহানন্দে গান করি ফিরিতে লাগিল।
কি হইল বাহনের দশা তার পর ;
মনোযোগে শুন তাহা শ্রাবক নিকর।
মহাম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি ;
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।

ক্রমশ বাহন বৃষভের অবস্থা বর্ণন

প্রাণেশ বিশ্বাসী ওহে প্রিয় শ্রোতাগণ ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
মনোযোগে এবে সবে করহে শ্রবণ ;
বৃষভের ভালে যাহা হইল ঘটন।
করিত বাহন বৃষ যথা বিচরণ (২) ;
তার কাছে ছিল এক সুদৃশ্য কানন।
কি বলিব কত শোভা সেই অটবির (৩) ;
প্রকাশিতে যাহা মম লেখনী অস্থির।
প্রকৃতি সুন্দরী যেন হইয়া মালিনী ;
রোপে ছিল দ্রুমকুলে (৪) সেবনে আপনি।
কোথায় মাধবীলতা পুলাকী (৫) উপর ;
সুবর্ণ লতিকা সহ খেলিত বিস্তর।

১। অনিল—বায়ু। ২। বিচরণ—ভ্রমণ। ৩। অটবি—কানন। ৪। দ্রুম-কুল—বৃক্ষ সমূহ। ৫। পুলাকী—বৃক্ষ।

ফুটিত বিবিধ তথা কানন প্রসূন (১) ;
ভ্রমর ভ্রমিত তথা করি গুন্ গুন্।
নিরন্তর বহি তথা দাক্ষিণ সমীর (২) ;
রসাইত পরিমলে (৩) মানস ঋষির।
বহুল খগেন্দ্র (৪) আর বিচিত্র বিহঙ্গ ;
উল্লাসে উড্ডন করি দেখাইত রঙ্গ।
হরিৎ লোহিত আর পীতবর্ণ মীন ;
খেলিত সরসী (৫) তোয়ে (৬) তথা রাত্র দিন।
নানাবিধ জলচর পতত্রী (৭) নিকর ;
করিত নিয়ত কেলী (৮) জলের উপর।
স্থলীয় জলীয় কত পঙ্করুহ (৯) শোভা ;
কি বর্ণিব আমি তার হরি যার লোভা (১০)।
সারঙ্গ (১১) তুরঙ্গ (১২) হরি (১৩) করভ (১৪) কুঞ্জর (১৫) ;
গোমায়ু ক্রমেল (১৬) ভল্ল (১৭) খড়গী (১৮) ও কর্ব্বর।
এইরূপ নানাবিধ বন্যজন্তু গণ ;
করিত সর্ব্বদা সেই বনে বিচরণ।
সে অরণ্যে ছিল এক শার্দ্দূল ভূপতি ;
তাহাকে হেরিলে ভীত হৈত পশুপতি (১৯)।
করী (২০) কপি (২১) ঘৃষ্টি (২২) ও সে বনের শশক (২৩) ;

১। প্রসূন—পুষ্প। ২। সমীর—বাতাস। ৩। পরিমল—সুগন্ধ। ৪। খগেন্দ্র—গরুড়। ৫। সরসী—জলাশয়। ৬। তোয়—জল। ৭। পতত্রী—পক্ষী। ৮। কেলী—খেলা। ৯। পঙ্করুহ—পদ্ম। ১০। হরি যার লোভা—সূর্য্য যাহার জন্য লোলুপ। ১১। সারঙ্গ—হরিণ। ১২। তুরঙ্গ—অশ্ব। ১৩। হরি—সিংহ। ১৪। করভ—হস্তী শাবক। ১৫। কুঞ্জর—হস্তী। ১৬। ক্রমেল—উষ্ট্র। ১৭। ভল্ল—ভালুক। ১৮। খড়্গী—গণ্ডার। ১৯। পশুপতি—সিংহ। ২০। করী—হস্তী। ২১। কপি—বানর। ২২। ঘৃষ্টি—শূকর। ২৩। শশক—খরগোশ।

কেহ ছিল আজ্ঞাবহ কেহ বা সেবক।
বিশাল বিক্রম তার ছিল অনুক্ষণ ;
করিতে নারিত তাকে কেহ আক্রমণ।
যৌবনের মদে মত্ত হৈয়া সে কর্ব্বর ;
রাজত্ব করিতে ছিল তথা নিরন্তর।
কভু কভু স্নিগ্ধ বাত সেবন কারণ ;
করিত সে ব্যাঘ্ররাজ বনে বিচরণ।
পরন্তু সে মহাতেজা শার্দ্দূল কখন ;
হেরে নাই বলীবর্দ্দ জীবনে আপন।
একদা বনে সে ব্যাঘ্র ভ্রমিতে ভ্রমিতে ;
বাহন বৃষের নাদ পাইল শুনিতে।
বৃষভ নিনাদ কর্ণে কর্ব্বর কখন ;
করে নাই আপনার জীবনে শ্রবণ।
এ কারণ অটবীশ (১) শুনিয়া সে নাদ ;
অতি ভীত হৈয়া চিত্তে গণিলা প্রমাদ।
পরন্তু তদীয় সেই মানসিক ত্রাস ;
কভু কোন ক্রমে নাহি করিত প্রকাশ।
তদবধি নিরন্তর হৈয়া ভয়াকুল ;
ভ্রমিতে না বাহিরিত বনেশ শার্দ্দূল।
আর সেই ভয়ঙ্কর নাদের কারণ ;
জিজ্ঞাসা কাহাকে নাহি করিত কখন।
যেহেতু তদীয় বুধ পারিষদ (২) গণ ;
জানিতে পারিল তার ত্রাসের কারণ।
তাহারা সকলে তারে ধিক্কার করিবে ;
তাহা হ'লে কাননেশ লজ্জিত হইবে।

১। অটবীশ – বনরাজ। ২। পারিষদ—সভাসদ

এজন্য শঙ্কিত চিত্তে রহি নিরন্তর ;
যাপিতে ছিল সে কাল অরণ্য ভিতর।
অতঃপর সুবুধ সন্ন্যাসী মহামতি ;
কহে শুন ভুবন বিজয় নরপতি।
সবিশেষ শার্দ্দূল রাজের তার পর,—
প্রকাশিয়া কহি আমি তোমার গোচর।
যখন শঙ্কিত চিত্তে ব্যাঘ্র মহারাজ ;
নির্ব্বাহ করিতেছিল স্বরাজ্যের কাজ।
তাহার কটক মধ্যে দুইটি শৃগাল ;
চাতুরিতে পটু যারা ছিল সর্ব্ব কাল।
পরস্পর আমি ইহা করেছি শ্রবণ ;
তাহাদের নাম ছিল জীবন পবন।
সকল করমে তারা এমন চতুর ;
কটকে তেমন কেহ নাহি ছিল সুর (১)।
স্বভাব সুধাংশু অংশু সদা তাহাদের ;
চমূসুম (২) সমুজ্জল করিত বাঘের।
পরন্তু জীবন হৈতে গোমায়ু পবন ;
সর্ব্বগুণে তীক্ষ্ণ গুণী ছিল অনুক্ষণ।
সম্ভ্রম মর্য্যাদা হবে কিরূপে বর্দ্ধন ;
করিত সে তার পথ সদা অন্বেষণ।
ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম জ্ঞানে পবন চতুর ;
কর্ব্বর রাজের ভাব বুঝিয়া প্রচুর।
স্বীয় মনে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করিল ;
ত্রাস অহি (৩) ব্যাঘ্র-চিত্ত-বিহঙ্গ (৪) দংশিল।

১। সুর—পণ্ডিত। ২। চমূসুম—সৈন্য দল রূপ আকাশ। ৩। অহি-সর্প। ৪। চিত্ত-বিহঙ্গ—অন্তর রূপ পক্ষী।

এজন্য সে ভ্রমণের লেশ বার্ত্তা মুখে,—
কভু নাহি লয়ে থাকে সদা মনোদুঃখে।
অতএব জিজ্ঞাসিল জীবনে পবন;
তুমি কিছু জান ভ্রাতা ইহার কারণ ?
কিহেতু শার্দ্দূল বহু দিবস হইতে;
বিরত রয়েছে বনে মৃগয়া (১) করিতে।
আসন ছাড়িয়া নাহি করে বিচরণ;
ইহার বৃত্তান্ত কিবা জানহে জীবন।
এতেক শ্রবণ করি জীবন সুমতি;
প্রকাশিয়া কহে কিছু পবনের প্রতি।
শার্দ্দূল রাজের চমূ বৃন্দের ভিতরে;
অতি ক্ষুদ্র প্রাণী তুমি বুঝহ অন্তরে।
ভূপালের গূঢ় রাজনীতি কি প্রকারে,—
সামান্য কটক হৈয়া চাহ বুঝিবারে।
পক্ষ নাই চাহ তবু উড্ডীন করিতে;
বিলশয়ে (২) চাহে যথা বর্ষাভূ (৩) গ্রাসিতে
শ্রবণ করহে পুনঃ পবন সুজন;
ব্যাঘ্ররাজ আমাদিকে দিতেছে অশন।
তুহিন (৪) হ'তেছি মোরা সে রাজ ছায়ায়;
বিলীন হবেনা কভু তাহা এ ধরায়।
সচ্ছন্দে আমরা করি আহার বিহার;
মহানন্দে ফিরিতেছি কৃপায় তাঁহার।
অতএব কহি শুন ধীমান (৫) পবন;
উপদেশ গ্রাহ্য কর করিয়া যতন।

১। মৃগয়া—শিকার। ২। বিলশয়—সর্প। ৩। বর্ষাভূ—ভেক। ৪। তুহিন—শীতল। ৫। ধীমান—বুদ্ধিমান।

চমূ চয় মাঝে তুমি হৈয়া ক্ষুদ্র জীব;
ফুটাইতে চাহ রাজ-রহস্য রাজীব (১)।
তব সম সামান্য জীবের বল কবে,—
কোন উক্তি রাজস্থানে গ্রাহ্যনীয় হবে।
যেহেতু তুমি ত তাঁর পারিষদ নহে;
রাজ-রহস্যের কথা তবে কেন কহ।
এজন্য তোমাকে আমি করিহে বারণ;
ক্ষুদ্র শিরে (২) অদ্রি (৩) ভার করোনা স্থাপন।
সে ভার স্থাপিলে গ্রীবা ভাঙ্গিবে তোমার;
হারাইবে প্রাণ শেষে করি হাহাকার।
অধিকন্তু অসম সাহসে কোন জন;
অসাধ্য কার্য্যেতে হস্ত করিলে ক্ষেপণ,—
তাহার অবস্থা সেই কপির মতন;
নিশ্চয় ঘটিবে ইহা রাখিও স্মরণ।
জীবনের সুপ্রসঙ্গ শুনিয়া পবন;
কহিছে তাহার প্রতি করিয়া যতন।
কপির বৃত্তান্ত কভু না শুনি শ্রবণে;
শুনাইয়া স্নিগ্ধ কর আমাকে এক্ষণে।
এতেক শ্রবণ করি চতুর জীবন;
আরম্ভিলা কহিতে কপির বিবরণ।
মহাম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি;
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।

১। রাজীব—পদ্ম। ২। শির—মস্তক। ৩। অদ্রি—পর্ব্বত

জীবন নামক জম্বুকের (১) কথিত একটী মর্কটের (২) উপন্যাস বর্ণিত হইতেছে।

প্রাণেশ বিশ্বাসী ওহে প্রিয় শ্রোতাগণ ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
অতঃপর মহামতি সন্ন্যাসী সুজন ;
ভুবন বিজয়ে কহে শুনহে রাজন।
মর্কটের বিবরণ কহি তব তরে ;
জীবন যা প্রকাশিল পবন গোচরে।
একদা স্থবির (৩) এক ছুতার বসিয়া ;
ছেদিতে আছিল কাষ্ঠ করাত লইয়া।
অল্প শ্রমে স্বীয় কার্য্য করিতে সাধন ;
খোঁটা দুটি রেখেছিল নিকটে আপন।
সামান্য ছেদিয়া কাষ্ঠ শীর্ষক (৪) প্রদেশ ;
কীলক (৫) তথায় এক করিত নিবেশ (৬)।
পুনশ্চ কর্ত্তন করি অধিক কিঞ্চিত ;
কীলক দ্বিতীয় তথা স্থাপিত ত্বরিত।
প্রথম কীলক যাহা কাষ্ঠে বসাইত ;
মোচন করিয়া তাহা নিকটে রাখিত।
পুনঃ কিছু সেই কাষ্ঠ করিয়া চিরণ ;
উন্মুক্ত কীলক তাহে করিত প্রোথন।
এইরূপে সেই কাষ্ঠ ছেদন করায়,—
শ্রমের লাঘব তার হইত তাহায়।
ছুতার অদূরে এক মর্কট বসিয়া ;

১। জম্বুক—শৃগাল। ২। কর্কট—বানর। ৩। স্থবির—বৃদ্ধ। ৪। শীর্ষক-মস্তক। ৫। কলীক—খোঁটা। ৬। নিবেশ—প্রবেশ।

দেখিতেছিল সে তার কার্য্য নিরখিয়া।
বহুক্ষণ কপিবর করিয়া ঈক্ষণ (১);
করিতে ছুতার কর্ম্ম হৈল তার মন।
অন্য কোন হেতু তথা হৈতে সূত্রধর (২);
কর্ম্ম ছাড়ি কিছুক্ষণ হইলে অন্তর।
পুলকিত তাহাতে হইয়া কপিবর;
ধীরে ধীরে সেই স্থানে আইল সত্বর।
কাষ্ঠোপরি সুমাসীন (৩) হইয়া তখন;
করিতেছিল সে দুই কীলক দর্শন।
হেনকালে লম্বমান বৃষণ (৪) তাহার,—
পড়েছিল সে কাষ্ঠের চিরণ মাঝার।
নাহি জানি সে তাহার নিজ বিবরণ;
টানিতে আছিল করি কীলক ধারণ।
কাষ্ঠ রন্ধ্র (৫) হৈতে সেই কীলক ত্বরায়;
বাহিরিল বহুবেগে বাহিরে তথায়।
তাহে সে কাষ্ঠের দুই দিকের ফলক;
চাপিয়া বৃষণ তার করিল আটক।
বিকৃত নিস্বন (৬) কপি করিয়া উঠিল;
সজোরে টানিয়া মুষ্ক ছাড়াতে নারিল।
বিপদে পড়িয়া কপি ভাবে মনে মন;
ছুতার আসিবে যবে কি হবে তখন।
জীবনে ধিক্কার দিয়া কহে এ প্রকার;
যে জন আপন বৃত্তি করি পরিহার (৭),—

১। ঈক্ষণ—দর্শন। ২। সূত্রধর—ছুতার। ৩। সমাসীন—সম্যক প্রকারে উপবিষ্ট। ৪। বৃষণ—অণ্ডকোষ। ৫। রন্ধ্র—ছিদ্র। ৬। নিস্বন—শব্দ। ৭। পরিহার—পরিত্যাগ।

অন্যের বৃত্তিতে জানে আপন সম্বল ;
নিশ্চয় ঘটিবে তার ঘোর অমঙ্গল।
মম কার্য্য বনফলে জীবন যাপন ;
কুঠারে করাতে মোর কিবা প্রয়োজন।
এইরূপে চিন্তা চিত্তে করিতে সে ছিল ;
হেনকালে সূত্রধর তথায় আইল।
মর্কটে হেরিবামাত্র চতুর ছুতার ;
কোপাগ্নি জ্বলিল উঠি অন্তরে তাহার।
কীলক খুলেছে কপি করিয়া দর্শন ;
বিষম প্রহারে তারে করিল নিধন।
তদবধি প্রবচন (১) আছে প্রচলিত ;
ছুতারের কার্য্য নহে কপির উচিত।
বানরের গল্প শেষ করিয়া জীবন ;
পবন জম্বুকে পুনঃ কহিছে তখন।
কপির যে উপাখ্যান করিনু বর্ণন ;
সার মর্ম্ম সে গল্পের করহে শ্রবণ।
যেই জন এ বিশাল অবনী ভিতরে ;
ভাষায় তনুর তরী কাল রত্নাকরে (২)।
স্বীয় বৃত্তি সুমন্দ মারুত (৩) আর তায় ;
নিয়ত সতর্কে যদি সে জন বহায়।
গন্তব্য স্থানে সে দেহ তরণী যাইবে ;
বিপদ চড়ায় লাগি কভু না মজিবে।
অভীষ্ট রতন তার কাল রত্নাকরে ;
অবাধে ও অল্পশ্রমে মিলিবে সত্বরে।

১। প্রবচন—প্রচলিত বাক্য। ২। রত্নাকর—সমুদ্র। ৩। মারুত—বায়ু।

যে জন এ ধরা ধামে বিপরীত (১) তার ;
পরিত্যাগ করি যবে বৃত্তি আপনার।
অপরের বৃত্তি করে আপন আশ্রয় ;
বানরের দশা তার ঘটিবে নিশ্চয়।
এতেক শুনিয়া তবে জম্বুক পবন ;
জীবনের প্রতি কহে করি সম্বোধন।
যা কিছু কহিলে প্রিয় সখা মোর তরে ;
বুঝিয়াছি তাহা আমি আপন অন্তরে।
কিন্তু ভ্রাতঃ সযতনে করহে শ্রবণ ;
সর্ব্বস্থানে হ'তে পারে জঠর (২) পূরণ।
বিবিধ বস্তুতে মন-তৃপ্তি হতে পারে ;
এ সব বৃত্তান্ত আর কিকব তোমারে।
পরন্তু সুপ্রাজ্ঞ (৩) যিনি অবনী ভিতর ;
আতঙ্গের পথে শুধু ভ্রমি নিরন্তর,—
সম্রাটের সহচর চাহে হইবারে ;
আহার লাগিয়া চিন্তা নারবে তাহারে।
চেষ্টা করি রাজস্থানে কোন উচ্চ পদ ;
পাইলে সে অবিলম্বে হবে নিরাপদ।
অধিকন্তু স্বীয় পদ-মর্য্যাদা কারণে ;
বান্ধিবে সে প্রণয় আলানে (৪) বহুজনে।
যতকাল জীবনের পথে সে চলিবে ;
অরাতি (৫) কণ্টক পদে বিদ্ধ না হইবে।
সুহৃদ সহিতে প্রেম উচিত মতন ;
অরির (৬) শরীর কিসে হইবে পতন।

১। বিপরীত—উল্টা। ২। জঠর—উদর। ৩। সুপ্রাজ্ঞ—বিজ্ঞ। ৪। আলান—লৌহ শৃঙ্খল। ৫। অরাতি—শত্রু। ৬। অরির—শত্রুর।

প্রপীড়িত ব্যক্তিদের সন্দেশ (১) গ্রহণ;
আর ভগ্নমনা (২) দিগে বিহিত যতন।
করিতে এসব ক্রিয়া সুসক্ষম হবে;
কোনক্রমে তিনি তাহে বিরত না রবে।
আর যিনি অভিষিক্ত (৩) হৈয়া সেই পদে;
মাতিয়া উঠিয়া উক্ত পদ রূপ মদে।
আহার সংবেশে কাল করিবে ক্ষেপণ;
তাহাকে জানিবে সবে পশুর মতন।
ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুর যথা পেয়ে এক অস্থি;
মহানন্দে ভক্ষিয়া তাহাকে হয় স্বস্তি।
সেইরূপ নীচমনা মার্জ্জার যেমন;
পিষ্টক খণ্ডেতে তুষ্ট রহে অনুক্ষণ।
কিন্তু যদি কভু এক উর্জ্জস্বী (৪) কর্ব্বর;
করিয়া শিকার এক আরণ্য শূকর।
পীবর কুরঙ্গ এক দেখে পুনরায়;
শূকর ত্যজিয়া করে শিকার তাহায়।
ফলতঃ নিশ্চয় ইহা জানিবে জীবন;
ভর্সা অনুযায়ী হয় সম্মান বর্দ্ধন।
অর্থাৎ সাহস বিধু যাঁহার যেমন;
প্রত্যহ বাড়িতে থাকে কলার মতন।
তাঁহার মর্য্যাদা অংশু বাড়িবে তেমন,—
সন্দেহ তাহাতে কিছু না দেখি এখন।
যদি কোন হেতু সেই বর্দ্ধিত সম্মান;
সল্লক্ষণ স্থায়ী হয় প্রসূন সমান।

১। সন্দেশ—সংবাদ। ২। ভগ্নমনা—হতাশযুক্ত। ৩। অভিষিক্ত—নিযুক্ত।
৪। উর্জ্জস্বী—মহাবলবান।

তথাপি সুবুধ যিনি ত্বিষাম্পতি (১) প্রায় ;
চিরস্থায়ী জ্ঞান করে সেই মর্য্যাদায়।
বিবেক হীনতা (২) আর সামান্য সাহস ;
বিশ্বমাঝে কোথা কবে পায় এরা যশঃ ?
অম্বর সদৃশ স্থায়ী যদি তারা হয় ;
সুরজন (৩) তাহাদিগে তথাপি না লয়।
জীবন পবন বার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে ;
সম্বোধিয়া তাহাকে কহিল সযতনে।
শুন শুন স্থূলদর্শী অবিবেকী (৪) জন ;
বুঝিয়াছি আমি সব তোমার বচন।
জানি জানি বাড়ে মান অসম সাহসে ;
ভরে ভরে দেশ সেই সাহসেরি যশে।
হয় হয় হতমান অতি ভীরুতায় ;
যায় যায় সুখ্যাতি বিবেক হীনতায়।
কিন্তু সখা শুন তাঁর বিশেষ কারণ ;
খ্যাতি ও সম্মান যাঁর হইবে বর্দ্ধন।
উচ্চপদে অভিষিক্ত তাঁহাকে সম্ভবে ;
উচ্চবংশে জন্মিয়া যে এ বিশাল ভবে,—
সুগুণে মণ্ডিত কৈল স্বভাব আপন ;
প্রতিষ্ঠার (৫) দ্বার তাঁর হবে উদ্ঘাটন (৬)
কিন্তু নীচকুলে হৈল তোমার জনম ;
তাহে গুণহীন পুনঃ সুকার্য্যে অক্ষম।
অতএব করোনা হে উচ্চ অভিলাষ ;

১। ত্বিষাম্পতি—সূর্য্য। ২। বিবেক-হীনতা—বুদ্ধি শূন্যতা। ৩। সুরজন—পণ্ডিত। ৪। অবিবেকী—নির্বোধ। ৫। প্রতিষ্ঠা—গৌরব। ৬। উদ্ঘাটন—মোচন।

তাহা হ'লে নির্ব্বুদ্ধিতা হইবে প্রকাশ।
জীবনের উক্তি শুনি কহিছে পবন;
শুন শুন প্রিয় সখা আমার বচন।
যাহা কিছু প্রদানিলে মোরে উপদেশ;
সুধী স্থানে গ্রাহ্য তাহা নাহবে বিশেষ।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তব সন্নিধানে;
উচ্চপদ লাভ হয় বুদ্ধি আর জ্ঞানে।
উচ্চবংশে সমুদ্ভুত (১) যেইজন হবে;
অজ্ঞ হৈলে উচ্চপদ পাইবে সে কবে?
নীচবংশে উদ্ভবিয়া যে হইবে জ্ঞানী;
উচ্চপদ পাইবে সে মনে অনুমানি।
বস্তুতঃ জীবন তুমি ইহা বুঝ সার;
বিবেক ও বুদ্ধি আছে প্রচুর যাঁহার।
সে জন আপন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কৌশলে;
ব্যোমে (২) পাতি পাশ (৩) ধরে সুধাংশু (৪) মণ্ডলে।
নাচড়ে যে নরশিব (৫) সাহস প্রমথ (৬);
দুঃখ শরে বিন্ধে তারে দারিদ্র মন্মথ (৭)।
সমৃদ্ধি স্বর্ণাঙ্গ সে না হেরিবারে পায়;
অনাথ (৮) অনাঢ্য (৯) প্রায় কান্দে উভরায় (১০)।
বিবেক হীনতা অহি দংশে কভু যারে;
বিষয় নরেন্দ্র (১১) নারে ঝাড়িতে তাহারে।
অধিকন্তু সুধীচয় কহে যে প্রকার;

১। সমুদ্ভুত—সমুৎপন্ন। ২। ব্যোম—শূন্য প্রদেশ, আকাশ। ৩। পাশ—ফাঁদ, জাল। ৪। সুধাংশু—চন্দ্র। ৫। নরশিব—নররূপ মহাদেব। ৬। প্রমথ ঘোটক। ৭। মন্মথ—মদন। ৮। অনাথ—সহায়হীন। ৯। অনাঢ্য—দরিদ্র। ১০। উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে। ১১। নরেন্দ্র—বিষ-বৈদ্য।

প্রকাশিয়া কহি তাহা সমীপে তোমার।
উচ্চপদ নভঃক্রান্তী (১) কাল অটবিতে ;
আয়াস বিতংস (২) বিনা কে পারে ধরিতে
যে প্রতিষ্ঠা দীপশিখা জ্বলিছে মহীতে ;
সামান্য কুনাম বাতে পারে নির্ব্বাণিতে।
যেমন পাষাণ এক ভারী অতিশয় ;
বহুকষ্টে যদি কেহ স্কন্ধে তুলি লয়।
করিতে চাহিলে পাত সামান্য সঙ্কেতে ;
সহজে পতিত তাহা হইবে বিশ্বেতে।
শ্রমীরূপ নিমজ্জক (৩) হৈয়া যেই জন ;
বহ্বায়াস রত্নাকরে হইবে মগন।
সমৃদ্ধি রতন লাভ হ'তে পারে তার ;
সে ব্যতিত অন্যে সে রতন মিলা ভার।
হেমকেলী (৪) মধ্যে হেম যদি না দহিবে ;
কামিনীর কণ্ঠভূষা কিরূপে হইবে।
যদি কেহ সুখ ভোগ পয় পান চায় ;
প্রতিষ্ঠা মাখন কিসে মিলিবে তাহায়।
এরূপ হৃদয়গ্রাহী উপমা বিস্তর,—
প্রকাশিয়া পবন কহিছে তার পর।
হে প্রিয় সুহৃদ মম ধীমান জীবন ;
তুমি বুঝি কর নাই সে বার্ত্তা শ্রবণ।
যাহা ঘটে ছিল দুই সখার প্রাক্তনে ;
একজন রাজা হৈল উদ্যম কারণে।
দ্বিতীয় আলস্য করি উপেক্ষিয়া শ্রমে ;

১। নভঃক্রান্তী—সিংহ। ২। বিতংস—জাল, ফাঁস। ৩। নিমজ্জক—ডুবরী। ৪। হেমকেলী—অগ্নি।

যাবত জীবন কষ্টে রহিল আশ্রমে।
একথা শুনিল যদি গোমায়ু জীবন ;
বিস্মিত হইয়া কহে পবনে তখন।
সুহৃদ দ্বয়ের সেই গল্প মনোহর ;
কভু শুনি নাই আমি তোমার গোচর।
অতএব প্রকাশিয়া সেই উপাখ্যান (১) ;
আমার অন্তরে কর সন্তোষ প্রদান।
সুমতি পবন যবে এ বার্ত্তা শুনিল ;
সুহৃদ দ্বয়ের গল্প কহিতে লাগিল।
মহাম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি ;
জীবে দয়াকর নাথ এই ভিক্ষা করি।

পবন নামক শৃগালের বর্ণিত দুই সুহৃদের উপাখ্যান।

প্রাণেশ বিশ্বাসী ওহে প্রিয় শ্রোতাগণ ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
মনোযোগে শুন এবে সে মিষ্ট ভারতী ;
কহিছে যা ভুবন বিজয় মহামতি।
পরম সন্ন্যাসী তবে সম্বোধিয়া কয়,—
শ্রবণ করহে নৃপ ভুবন বিজয়।
পবন যে উপাখ্যান জীবনের তরে,—
প্রকাশিল কহি তাহা তোমার গোচরে।
ইটালী (২) প্রদেশে আদি কালে দুই মিত্র ;

১। উপাখ্যান—গল্প। ২। ইটালী—ইউরোপের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত একটী উপদ্বীপ ; এই রাজ্যেই জগদ্বিখ্যাত "রোম" নগরী অবস্থিত।

প্রকাশিতে ছিল অতি প্রণয় পবিত্র।
বাচনিক ইহা আমি শুনিয়াছিলাম;
মদন মোহন দুই সুহৃদের নাম।
বিদেশ ভ্রমণে তারা করিয়া মনন;
বাহিরিল শুভক্ষণে ত্যজিয়া ভবন।
স্বদেশ বিদেশ আর পল্লী ও নগর;
সাগর প্রান্তর মরু অচল শেখর—
উদ্যান ও উপত্যকা (১) নিকুঞ্জ (২) নির্জ্জন;
এ সকল স্থানে করি বহু পর্য্যটন।
উপস্থিত হৈল তারা ভ্রমি অবশেষে,—
উত্তাল (৩) উত্তুঙ্গ (৪) এক গিরি পাদদেশে।
পয়ঃ (৫) প্রায় (৬) পয়ঃ পূর্ণ এক পয়স্বিনী (৭);
পর্ব্বতের পাদদেশে ছিল প্রবাহিনী।
তার কাছে মনোহর এক সরোবর;
দ্রুম কুলে সুশোভিত ছিল নিরন্তর।
ইন্দিবর (৮) কোকনদ (৯) আর কত ফুল;
ফুটিয়া সরসী জলে করে প্রাণাকুল।
তীরে যার পীনোন্নত (১০) বিটপী নিকর;
ফুল পুষ্পে পান্থ জনে তোষে নিরন্তর।
সুগন্ধি প্রসূন গন্ধে মন্দ গন্ধবহ (১১);
বহি পান্থ গন্ধবাহ (১২) হর্ষে অহরহ।

১। উপত্যকা—দুইটী পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান। ২। নিকুঞ্জ—লতিকাদি আচ্ছাদিত নির্জ্জন স্থান। ৩। উত্তাল—শ্রেষ্ঠ, অতিশয়। ৪। উত্তুঙ্গ—উন্নত। ৫। পয়ঃ—দুগ্ধ। ৬। পয়ঃ—জল। ৭। পয়স্বিনী নদী। ৮। ইন্দিবর—নীলপদ্ম। ৯। কোকনদ—রক্তপদ্ম। ১০। পীনোন্নত—স্থূল ও উচ্চ। ১১। গন্ধবহ—বায়ু। ১২। গন্ধবাহ—নাসিকা।

গোধূলি (১) সময়ে করি মধুর নিস্বন (২) ;
পতত্রী (৩) নিকরে করে মোহিত শ্রবণ (৪)।
বিবেকী হেরিলে সেই শোভা তথাকার ;
অবাক্ হইয়া কিছু নাহি বলে আর।
এহেন সুরম্য স্থানে অদ্রি (৫) নিম্নদেশে ;
সখা দ্বয় বিচরণ করে হেসে হেসে।
বিশ্রাম আশ্রম মনে তাহারা করিয়া ;
সমাসীন সরসীর তীরে হৈল গিয়া।
ক্ষণ কাল শ্রম দূর করিয়া সেখানে ;
মানস মহিতে ছিল পরিমল (৬) ঘ্রাণে।
অতঃপর ইতঃস্তুতঃ ভ্রমিতে ভ্রমিতে ;
ধবল পাষাণ এক পাইল দেখিতে।
কতিপয় বীথি (৭) সেই প্রস্তর উপর ;
সযতনে মুদ্রাঙ্কিত ছিল পর পর।
সে লিপির বিবরণ বর্ণিয়া বিশেষ ;
কহিতেছি শুন করি মানস নিবেশ।
"ওহে পান্থ পরিশ্রান্ত তোমারি কারণ ;
এই স্থান করিলাম বিশ্রাম ভবন।
তব আতিথেয়তার (৮) বিশেষ কারণে ;
উপায় করিনু এক শুন পান্থ জনে।
এই যে উন্নত শৈল সম্মুখে তোমার ;
উঠিয়াছে অভ্র ভেদী শীর্ষক যাহার।
দেখ তার অধঃদেশে বহে যে বাহিনী (৯) ;

১। গোধূলি—সূর্য্যাস্তকাল। ২। নিস্বন—শব্দ। ৩। পতত্রী—পক্ষী। ৪। শ্রবণ—কর্ণ। ৫। অদ্রি—পর্ব্বত। ৬। পরিমল—সুগন্ধ। ৭। বীথি—পংক্তি, সারি। ৮। আতিথেয়তা—অতিথি সেবা। ৯। বাহিনী—নদী।

সাহস বহিত্রে (১) পার হৈয়া তাহা যিনি।
শৈবলিনী (২) পর পারে শৈল অধঃদেশে ;
যে পাষাণ ব্যাঘ্র মূর্ত্তি আছে বীরবেশে।
তাহাকে যতনে অতি শিরে ধৃত করি ;
অন্য বন্য জন্তুদের গ্রাস পরিহরি।
কণ্টক আকীর্ণ (৩) পথে অচল শেখরে ;
বিজলী বেগেতে দৌড়ি উঠিলে সত্বরে,—
মেদিনীর বিঘ্ন জাল তাহার ঘুচিবে ;
সমৃদ্ধি কনক ছবি নয়নে হেরিবে।
সে লিপি করিল পাঠ মদন যখন ;
সম্বোধিয়া কহে কিছু মোহনে তখন।
শ্রবণ করহে সখে আমার বচন ;
যতনে সাহস করী (৪) করি আরোহণ।
এস এ উদধি (৫) পার হইয়া অক্লেশে ;
চল মোরা যাই এবে সমৃদ্ধ প্রদেশে।
এতেক শ্রবণ করি সুহৃদ মোহন ;
মদনে কহিছে তবে করিয়া যতন।
শুন প্রিয় সহচর মম নিবেদন ;
পাষাণে যে লিপি তুমি করিলে পঠন।
তদীয় লেখক কেবা আগে না জানিয়া ;
কিরূপে সাহস বান্ধ কহ বিবরিয়া।
সবিশেষ না জানিয়া প্রণীত (৬) বারতা ;
প্রকাশ না করা চাই কভু পারগতা।
অনিশ্চিত বার্ত্তা এক করিয়া বিশ্বাস ;

১। বহিত্র—নৌকা ।২। শৈববিনী—নদী ।৩। আকীর্ণ—বিস্তীর্ণ, আচ্ছাদিত। ৪। করী—হস্তী। ৫। উদধি—সমুদ্র। ৬। প্রণীত—রচিত।

এরূপ দুরূহ কর্ম্মে করোনা আশ্বাস (১)।
অজানিত রত্নাকরে রতন কারণ;
যতন করিয়া যদি হও নিমগন।
পরেশের (২) পরিবর্ত্তে হয় ত গোমুখে (৩);
গ্রাসিবে তোমায় যবে পাইবে সম্মুখে।
অতএব শুন শুন ধরহে বচন;
অনিশ্চিত লোভ আশা ত্যজ প্রিয় জন।
মোহনের নীতি বাক্য মদন শুনিয়া;
কহিছে তাহাকে অতি মিনতি করিয়া।
তব উপদেশে আমি কোন পোষকতা;
যে কারণে করিবনা শুন সে বারতা।
ভীরুতা যাহার চিত্তে আছে বিদ্যমান;
তাহার সমীপে শ্রম নাহি পায় স্থান।
উদ্যম আতর (৪) যার না আছে সঞ্চিত;
দুঃখ নদী পারে যেতে সে হয় বঞ্চিত।
পরিশ্রম রথে যে না চড়িবে যতনে:
সমৃদ্ধি আশ্রমে তিনি পশিবে কেমনে?
সুসম্মান সুখ ভোগ কিরূপে তাহায়,—
বল দেখি প্রিয় সখে মিলিবে ধরায়।
উন্নত সাহস যার এ বিশাল ভবে;
আহার সংবেশে তুষ্ট রহিবে সে কবে।
যে অবধি না পশিবে উন্নতি মন্দিরে;
যেতে রবে তিনি শ্রম পথে ধীরে ধীরে।
শ্রমের কণ্টকাঘাত সহিতে নারিলে;

১। আশ্বাস—ভবিষ্যৎ শুভাশা। ২। পরেশ—স্পর্শ মণি। ৩। গোমুখ—
[illegible]ীর। ৪। আতর—পারাণি কড়ি।

অভীষ্ট প্রসূন বল কিরূপে বা মিলে।
বাঞ্ছিত রতন গৃহ-দ্বার এ মহীতে;
শ্রমের কুঞ্চিকা (১) বিনা কে পারে খুলিতে।
অতএব প্রিয় সখে করহে শ্রবণ;
ভুলোনা ভুলোনা ইহা রাখিও স্মরণ।
সাহস বাহন মোর সহিত যতন;
অই গিরি শৃঙ্গে মোরে করিবে বহন।
বাহিনীর বক্ষে বহি বিনয় বাতাস;
এদেহ বহিত্রে মম না করিবে নাশ।
মনোযোগে শুন তবে মদনের উক্তি;
মোহন কহিছে তাকে করিয়া সুযুক্তি।
শুন শুন সবিশেষ মম প্রিয়জন;
ভয়ঙ্কর পথে চলা কিবা প্রয়োজন।
অজানিত ত্রাস যুক্ত কুপথে গমন;
বিচিমালা (২) সমাকীর্ণ পাথিঃ (৩) সন্তরণ।
সুধীজন নাহি করে এ ক্রিয়া স্বীকার;
তবে কেন হৈল তব মানস বিকার।
যেহেতু সুপ্রাজ্ঞ যিনি অবনী ভিতর;
বিবেচনা করি কার্য্য সাধে নিরন্তর।
প্রথমে ঈক্ষিয়া স্থান পদ রাখিবার;
পদে পদে পদক্ষেপ করে অনিবার।
অতএব বিবেচনা করিয়া প্রথমে;
হস্তক্ষেপ করা চাই সকল করমে।
হয় ত ভণ্ডামী (৪) করি কোন ভণ্ডলীয়া (৫);

১। কুঞ্চিকা—চাবি। ২। বিচিমালা—তরঙ্গ সমূহ। ৩। পাথিঃ—সমুদ্র। ৪। ভণ্ডামী—ধূর্ত্ততা। ৫। ভণ্ডলীয়া—শঠ।

লিখিল পাষাণোপরে এখানে আসিয়া।
অথবা এ ভয়াবহ জলধি সলিলে;
এরূপ আবর্ত্ত (১) উঠে অনিল বহিলে।
যাহে জলমগ্ন হৈয়া সন্তরণকারী;
ডুবায় তনুর তরি রক্ষিতে না পারি।
কিম্বা সন্তরণকারী স্বীয় বুদ্ধি বলে;
এই পারাবার (২) পার কোনরূপে হ'লে।
হয় ত এ পূরণের (৩) গিয়া অন্য কূলে;
খুজিয়া না পাবে তিনি পাষাণ শার্দ্দূলে।
যদি শিলা ব্যাঘ্র করি বহু অন্বেষণ;
কোন রূপে পান তিনি তাহার দর্শন।
হয় ত সে এত ভারী হইবারে পারে;
স্কন্ধে তুলি লইতে না পারিবে তাহারে।
যদি বা কৌশলে করে স্কন্ধে উত্তোলন;
শৈলাগ্রে নারিবে দৌড়ি করিতে বহন।
যদি শিলা ব্যাঘ্র লৈয়া ভূধর-শেখরে (৪);
বহন করিয়ে তুলি স্কন্ধের উপরে,—
অক্লেশে অবাধে এই ক্রিয়া সমুদয়;
যদি কোন জন করে নির্ব্বাহ নিশ্চয়।
হয় ত তাহার কোন নাহি পাবে ফল;
সমুদায় শ্রম তার হইবে বিফল।
তাই বলি শুন ওহে সুহৃদ মদন;
অনিশ্চিত ফল লাভে করোনা মনন।
মোহনের এ সকল শুনিয়া বচন;

১। আবর্ত্ত—জলভ্রমি, জলের পাকনা। ২। পারাবার—সমুদ্র। ৩। পূরণ—সমুদ্র। ৪। ভূধর-শেখর—পর্ব্বত চূড়া।

মদন কহিছে তাকে করিয়া যতন।
শুন কহি প্রিয় সখে সমীপে তোমার ;
ও বার্ত্তা শ্রবণে মম নাহি তুলো আর।
যদ্যাপি শকতি রাখ লঙ্ঘিতে অচল ;
মম সহ এ দুরূহ কর্ম্মে কর বল।
নতুবা ও কথা আর বলনা বল'না ;
ভীরুতার চিহ্ন আর প্রকাশ কর'না।
আশীর্ব্বাদে সহায়তা কর মোর তরে ;
প্রস্তুত হ'লেম যেতে পর্ব্বত শেখরে।
এ বার্ত্তা শুনিয়া তবে ত্রাসিত মোহন ;
মদনের প্রতি কয় করি সম্বোধন।
তুমি যবে মম নীতি গ্রাহ্য না করিলে ;
কি লাভ হইবে আর অধিক বলিলে।
তব অনুগামী আমি কভু না হইব ;
অনিশ্চিত ফল-প্রদ কার্য্যে না যাইব।
অতএব তব সঙ্গ ত্যজিনু এখন ;
নিশ্চয় করিনু এবে বিদায় গ্রহণ।
এতেক কহিয়া তবে মোহন তখন ;
মদনে সেখানে ত্যজি করিল গমন।
এখানে মদন অতি হৈয়া হরষিত ;
পূরণ পুলিনে (১) গিয়া হৈল উপনীত।
সেখানে যাইয়া তিনি কহে স্বীয় মনে ;
চলেছি এখন আমি জলধি জীবনে।
হয় ত অভীষ্ট রত্ন আশু উত্তোলিব ;
না হয় উদধি (২) তোয়ে প্রাণ হারাইব।

১। পুলিন—তট। ২। উদধি—সমুদ্র।

যা আছে ললাটে মোর বিধির লিখন ;
করিতে নারিব তাহা কখন লঙ্ঘন।
এত বলি মানসেতে স্মরি নিরঞ্জন ;
অম্বুধি (১) হইতে পার দিল সন্তরণ।
তদীয় সাহস রূপী দক্ষ কর্ণধার ;
প্রাক্তন (২) সাহায্যে দেহ তরণী তাহার।
পয়োনিধি (৩) পর পারে বাহিয়া লইল ;
পর্ব্বতের পাদদেশে যাইয়া লাগিল।
সেখানে যাইবা মাত্র পাষাণ কর্ব্বর (৪),—
হেরি আশু উত্তোলিল স্কন্ধের উপর।
চঞ্চলা বেগেতে দৌড়ি অচল শেখরে ;
গিয়া উপনীত হৈল আনন্দ অন্তরে।
ভূধর শীর্ষক দেশে যাইয়া মদন ;
অন্য পারে অচলের করি নিরীক্ষণ,—
হেরিল তথায় এক প্রকাণ্ড নগর ;
চারু হর্ম্ম্যচয়ে ছিল শোভিত বিস্তর।
অতঃপর শিলা ব্যাঘ্র লয়ে ধীরে ধীরে ;
নামাইল স্কন্ধে থাকি সেখানে অচিরে।
রাখা মাত্র শৈলে শিলা, শার্দ্দূল তখন,—
অশনি নিনাদ (৫) সম করিল গর্জ্জন।
এতেক গম্ভীর ভাবে হৈল সে নিনাদ ;
আতি (৬) আদি প্রাণী তাহে গণিলা প্রমাদ।
সে সময়ে প্রকাশিলে গ্রহণ বিধুর ;

১। অম্বুধি—সমুদ্র। ২। প্রাক্তন—ভাগ্য। ৩। পয়োনিধি—সমুদ্র। ৪। কর্ব্বর—ব্যাঘ্র। ৫। নিনাদ—শব্দ। ৬। আতি—পক্ষী।

সোপপ্লব (১) থাকি হৈতে উপপ্লব (২) দূর।
অরণ্য অচল অভ্র (৩) অবনী (৪) অম্বর (৫);
সে নিনাদ প্রভাবেতে কাঁপিল বিস্তর।
মদন এ অলৌকিক (৬) হেরিয়া ঘটনা;
বিস্ময়ে করিতেছিল বিস্তর ভাবনা।
হেনকালে কতিপয় মানব আসিয়া;
উপস্থিত হৈল তথা নগর থাকিয়া।
অভিবাদ (৭) করে তারা মদনে প্রথমে;
পরে বুঝাইয়া কহে তাহাকে সম্ভ্রমে।
ওহে ভাগ্যবান শুন করিয়া যতন;
দ্রুতগ (৮) তুরগ (৯) এই কর আরোহণ।
নগরের অভিমুখে করুন গমন;
তব লাগি শূন্য আছে রাজ-সিংহাসন।
আমাদের নরপতি হ'লেন আপনি;
রাজ পদে অভিষিক্ত (১০) করিব এখনি।
এতেক শুনিয়া তবে সাহসী মদন;
অশ্বযোগে নগরেতে করিল গমন।
শহরে উত্তীর্ণ তিনি হইল যখন;
আসিয়া তাহার কাছে অধিবাসি গণ।
আনি জল নিরমল কস্তূরী মিশ্রিত;
অষ্ট অঙ্গ ধৌত তার করিয়া ত্বরিত,—
রাজ পরিচ্ছদে তাঁকে ভূষিত করিল;

১। সোপপ্লব—রাহুগ্রস্ত চন্দ্র বা সূর্য্য। ২। উপপ্লব—রাহু। ৩। অভ্র—মেঘ। ৪। অবনী—পৃথিবী। ৫। অম্বর—আকাশ। ৬। অলৌকিক—অসাধারণ। ৭। অভিবাদ—পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম। ৮। দ্রুতগ—দ্রুতগামী। ৯। তুরগ—অশ্ব। ১০। অভিষিক্ত—বরণ।

সিংহাসনে বসাইয়া রাজত্ব অর্পিল।
প্রজাকুল বশীভূত হইয়া তাহার;
অনুজ্ঞা পালন সবে করে অনিবার।
এই সব আলৌকিক ক্রিয়া সমুদয়;
হেরি হৈল চিত্তে তাঁর বিস্ময় উদয়।
এই হেতু পরমেশে ভক্তি সহকারে,—
পূজিল মানসে অতি সুমঙ্গলাচারে।
অতঃপর সবিশেষ ইহার কারণ;
জিজ্ঞাসিল প্রজাপুঞ্জে ডাকিয়া তখন।
নব নৃপ অনুজ্ঞা পাইয়া প্রজাগণ;
আরম্ভিলা কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন।
শ্রবণ করুন তবে হে মহারাজন;
কহি মোরা এ অদ্ভুত ক্রিয়ার কারণ।
আদিম সময়ে কোন রাজা অধিরাজ;
যোজনা করিয়াছিল এ অদ্ভুত কাজ।
এ দেশের নরপতি হইয়া যে জন,—
শমন সদনে যবে করেন গমন।
সেই ক্ষণে ঈশ (১) করি করুণা অশেষ;
এরূপে আনিয়া দেয় এদেশে নরেশ।
তখন এ অরাজক অমা নাহি রয়;
অবিলম্বে সরাজক পৌর্ণমাসী (২) হয়।
ফলতঃ বিভুর (৩) দয়া বলে সেইজন;
এদেশে আসিয়া রাজা হয়েন যখন,—
সুশাসনে প্রজাগণ রাখিয়া তখন;
পরম কুশলে রহে যাপিতে জীবন।

১। ঈশ—ঈশ্বর। ২। পৌর্ণমাসী—পূর্ণিমা। ৩। বিভু—ঈশ্বর

প্রজাপুঞ্জ স্নিগ্ধ হৈয়া সে রাজ ছায়ায় ;
দিবস শর্ব্বরী তাঁর যশঃ গীত গায়।
যেরূপে রক্ষিত হয় এ বিশাল দেশ ;
কহিনু রাজন তাহা বর্ণিয়া বিশেষ।
সুহৃদ দ্বয়ের গল্প বর্ণিয়া পবন ;
জীবনের প্রতি কহে করিয়া যতন।
এই নীতি উপাখ্যান (১) কহি যে কারণ ;
সবিশেষ করি তাহা তোমাকে জ্ঞাপন।
এত বলি সুচতুর জম্বুক পবন ;
আরম্ভিলা পুনরায় করিতে বর্ণন।
মহাম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি ;
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।

পবন নামক জম্বুকের উক্তি ও ক্রমশঃ বর্ণন

শুন শ্রাবক নিচয় বন্ধুগণ ;
হ'ক যুষ্মৎ (২) কুশল অনুক্ষণ।
এবে শ্রবণ করহে সে ভারতী ;
কহিল যা পবন, জীবন প্রতি।
পবন কহিছে শুন হে জীবন ;
নাহি সহি শ্রম সরঘা (৩) দংশন।
সম্পদের সুধা পাইবে কেমনে ;
বুঝিয়া দেখহ আপনার মনে।
যদি ভূরুহ নাহি হ'ত ছেদিত ;
বাণিজ্য বহিত্র (৪) কিরূপে হইত।

১। উপাখ্যান—গল্প। ২। যুষ্মৎ—তোমাদিগের। ৩। সরঘা—মৌমাছি।
৪। বহিত্র—নৌকা।

সমৃদ্ধি মর্য্যাদা চাহে যেই জন;
তাকে চাহি কষ্ট রথে আরোহণ।
ক্লেশ পথে না চলিলে ধীরে ধীরে;
কিসে পশা যায় উন্নতি মন্দিরে।
তুচ্ছ পদে তুষ্ট হইবে যে জন;
তাহার উন্নতি হয় কি কখন?
আমি যদবধি শার্দ্দূল গোচরে;
স্থান নাহি পাই অতি সমাদরে।
তদবধি আমি সুখ শয্যা পরে;
নাহি শুইব কহিনু তব তরে।
আমি ব্যাঘ্ররাজ রহস্য প্রকাশি;
হ'ব তাঁর অনুচর সহবাসী।
এতেক শুনিয়া গোমায়ু জীবন;
পবনের তরে কহিছে তখন।
শুন দুরাকাঙ্ক্ষী (১) কহি তব তরে;
ব্যাঘ্র অনুচর হইবে কি ক'রে।
বল ত্বরা করি তা মোরে এখন;
নতুবা প্রত্যয় হয় কি কখন?
এত শুনি তবে ধীমান (২) পবন;
কহিছে শুনহ সুহৃদ জীবন।
শার্দ্দূল ভূপের চিত্তে যেই ত্রাস;
অস্পষ্ট ভাবেতে হইছে প্রকাশ।
আমি সুকৌশলে তাহার গোচরে;
উপস্থিত হইয়া অতি সত্বরে।
সুধামাখা বাক্যে যদি স্নিগ্ধ করি;

১। দুরাকাঙ্ক্ষী—দুরাশয়, মন্দ অভিলাষী। ২। ধীমান—বুদ্ধিমান।

মানসিক ত্রাস তার পরিহরি।
তাহা হইলে শার্দ্দূল রাজ অতি ;
তুষ্ট হইবেন আশু মোর প্রতি।
ইহাতে কর্ব্বর ভূপতি আমায় ;
জানিবে ধীমান দ্বিধা (১) নাহি তায়।
এরূপ করিলে শার্দ্দূল সত্বর ;
করিবে আমাকে স্বীয় অনুচর।
প্রতিভা-সোপানে (২) করি আরোহণ ;
উচ্চপদ হর্ম্ম্যে পশিব এখন।
এত শুনি তবে জম্বুক জীবন ;
ত্বরিত কহিছে পবনে তখন।
শার্দ্দূল রাজের অনুচর হবে ;
একার্য্য কিরূপে তোমাকে সম্ভবে।
যদি কৃতকার্য্য তুমি হও কভু ;
কিসে তুষ্ট রাখিবে আপন প্রভু।
এই তাহার কারণ রাজনীতি ;
কভু না করিল তব চিত্তে স্থিতি।
নাহি জান রাজ-ব্যবস্থা কেমন ;
রাজকার্য্য কিসে করিবে সাধন।
ইহাতে হইছে অনুমান মনে ;
উচ্চপদ তুমি পাইলে যতনে।
সেই পদ আশু বিলীন (৩) হইবে ;
কোন রূপে তাহা রক্ষিতে নারিবে।
তবে ইহা শুনি চতুর পবন ;

১। দ্বিধা—সন্দেহ। ২। প্রতিভা-সোপান—জ্ঞান রূপ সিড়ি। ৩। বিলীন-বিলুপ্ত।

কহিছে জীবনে করিয়া যতন।
শুন সখা কহি আমি তব তরে;
রক্ষা হবে স্বীয় পদ যাহা করে।
সুধীজন (১) করে মহা কর্ম্ম কবে;
বল দেখি সখাঃ কিসে নষ্ট হবে।
প্রতিভা চালক হয়ে সব কাজে,—
চালায় যাহাকে সব তারে সাজে।
ললাট প্রসন্ন রহিবে যাহার;
অসাধ্য করম সাধ্য হবে তার।
তক বাক্য শরাঘাত নাহি সহি;
তাহার দৃষ্টান্ত এক আমি কহি।
মনোযোগে তবে করহে শ্রবণ;
রাখিও মানসে যতনে স্মরণ।
মহাম্মদ কাজেমালী বিভু স্মরি,—
কহে, রক্ষ জীবে এই ভিক্ষা করি।

——:——

পবন নামক শৃগালের বর্ণিত একটী নরসুন্দর (২) নরপতির উপাখ্যান।

প্রাণেশ বিশ্বাসী ওহে প্রিয় শ্রোতাগণ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
এবে শুন সে ভারতী মনোযোগী হয়ে;
মহামতি কহিছে যা ভুবন বিজয়ে।
যোগী মহামতি তবে করিয়া বর্ণন;
ভূপালে বলিছে শুন করিয়া যতন।

১। সুধীজন—বিজ্ঞজন। ২। নরসুন্দর—নাপিত।

পবন দৃষ্টান্ত যাহা জীবনের তরে,—
দর্শাইল, কহি তাহা তোমার গোচরে।
পূর্ব্বকালে ছিল এক ভাণ্ডিল (১) সুমতি ;
প্রাক্তন প্রসন্ন হেতু হৈল যে ভূপতি।
যতনে প্রসারি তিনি শাসন নীশার (২) ;
দুঃখ মশা হ'তে প্রজা রক্ষিত তাঁহার।
সৎ গুণ তৈল তাঁর কুগুণ জীবন (৩) ;
অধে রাখি উপরে শোভিত অনুক্ষণ।
সু করম পৌর্ণমাসী প্রাণ নিশি তাঁর ;
আলোকিত অবাধে আছিল অনিবার।
কুক্রিয়ার অমা তাঁর জীবন নিশিতে,—
যাবৎ জীবন নাহি পারিল উদিতে।
সুস্বভাব কুবলয় (৪) তাঁর প্রাণ সর (৫),—
স্বীয় রূপে শোভিতে আছিল নিরন্তর।
কভু তাঁর প্রাণ-সর সৌন্দর্য্য মহীতে ;
কুস্বভাব কুগাছায় নারিল নাশিতে।
সদা জ্ঞান হরি (৬) তাঁর মস্তিষ্ক বিপিনে,—
আক্রমিত, পে'ত যবে মূর্খতা হরিণে।
ভীরুতা অনিল (৭) তাঁর সাহস অচল (৮) ;
বহিয়া নারিত কভু করিতে বিচল।
এই হেতু সদা তাঁর সুযশ কস্তূরী (৯) ;
সুগন্ধিত করিত এ মহা বিশ্বপুরী।
ভাণ্ডিল ভূপের কীর্ত্তি পরিমল ঘ্রাণ ;

১। ভাণ্ডিল—নাপিত। ২। নীশার—মশারি। ৩। জীবন—জল। ৪। কুবলয়—পদ্ম। ৫। সর—সরোবর। ৬। হরি—সিংহ। ৭। অনিল—বায়ু। ৮। অচল—পাহাড়। ৯। কস্তূরী—মৃগনাভি।

প্রাপ্ত হৈয়া অন্য এক রাজা জ্ঞানবান।
লিখিল পত্রিকা এক তাঁহার গোচরে;
সবিশেষ সম্বোধন করি সমাদরে।
ছিল সে লিপির মধ্যে এই আবেদন (১);
কহিতেছি আমি তাহা করহে শ্রবণ।
"শুনহে ভাণ্ডিল ভূপ কহি তব তরে;
এত অভিজ্ঞতা (২) লাভ করিলে কি করে
তব বৃত্তি ক্ষৌর কার্য্য, ক্ষুর ধরা শানে;
রাজনীতি শিখিলে বলহ কোন স্থানে।
শোভা বৃদ্ধি হেতু তব বর্য-ললনার (৩);
কোথা পেলে তার লাগি বিধি-অলঙ্কার (৪)
সুস্বভাব পরেশ যা মিলিল তোমায়;
কিরূপে পাইলে কোথা বল তা আমায়।
সুগুণ ধরায় যাহা অপার্থিব ধন;
সংগ্রহ করিলে তাহা করিয়া কেমন।
প্রজা পুঞ্জ সুশাসন অমূল্য রতন;
কোন জন আমাকে তা করিল অর্পণ।
এ সব বৃত্তান্ত তব করিয়া বর্ণন,—
সবিশেষ রূপে স্নিগ্ধ কর মম মন।"
ভাণ্ডিল নরেশ যবে সে পত্র পাইল;
আমূল বৃত্তান্ত তার পড়িয়া হাসিল।
তার পর ত্বরা করি তাহার উত্তর;
প্রেরিল জিজ্ঞাসু মহারাজার গোচর।
লিখিল ভাণ্ডিল ভূপ উত্তরে আপন,—

১। আবেদন—নিবেদন। ২। অভিজ্ঞতা—বিজ্ঞতা। ৩। বর্য-ললনার—রাজত্ব রূপ কামিনীর। ৪। বিধি-অলঙ্কার—ব্যবস্থা রূপ ভূষণ।

"শুনি কহি তব তরে হে মহারাজন।
যে জন অর্পিল মোরে রাজত্ব মাতঙ্গে;
শাসন কন্দর (১) তিনি দিল তার সঙ্গে।
হইয়া প্রসাদে তাঁর আমি সূক্ষ্মমতি;
বর্য গজ পৃষ্ঠে বসি হৈনু গজ-পতি (২)।
শাসন অঙ্কুশে (৩) করি সঙ্কেত যেমন;
চলে মম মতে বর্য কুঞ্জর তেমন।
ঈশ করুণায় জ্ঞান রতন ভাণ্ডার;
বাক্য রত্নে পূর্ণ মোর আছে অনিবার (৪)।
মম ধ্যর্থ (৫) গৃহ দ্বার করিয়া মোচন;
ইচ্ছামত বাক্য রত্ন করি বিতরণ।
ঈশ দত্ত অর্থ ইন্দু যবে অংশুরাশি;
মম ভাগ্য-নভঃ আলো করিল বিকাশি (৬)।
তখনি করিনু সেই দ্রব্য আহরণ;
রক্ষা হেতু মম বর্য যাহা প্রয়োজন।
এই হেতু মম বর্য পোত এ ধরায়;
ধ্বংস না হইছে লাগি বিপদ চড়ায়।
প্রকাশিয়া অভিজ্ঞতা না হয়ে বামিল (৭);"
এরূপে উত্তর দিল নৃপতি ভাণ্ডিল।
নৃপ নর সুন্দরের এই বিবরণ;
পবনের স্থানে শুনি, কহিছে জীবন।
শুন ওহে নিশামৃগ (৮) চতুর পবন;

১। কন্দর—অঙ্কুশ। ২। গজ-পতি—মাহুত। ৩। অঙ্কুশ—হস্তী চালাইবার অস্ত্র বিশেষ। ৪। অনিবার—সর্ব্বদা। ৫। ধ্যর্থ—(ধী+অর্থ) বুদ্ধিরূপ ধন। ৬। বিকাশি—প্রকাশি। ৭। বামিল—অহঙ্কারী। ৮। নিশামৃগ—শৃগাল।

দেখাইলে যে দৃষ্টান্ত আমাকে এখন।
অই সব পারগতা থাকিলে কেবল;
অভীষ্ট সুফল তাহে হবেনা সফল।
ব্যাঘ্র মহাবনেশের (১) মানস রঞ্জন;
শুধু বুদ্ধি বলে সিদ্ধ হবেনা কখন।
তবে যদি বুদ্ধি সহ সেবা নিরন্তর,—
প্রকাশিতে থাক ব্যাঘ্র ভূপের গোচর।
তাহে তব বাঞ্ছা পূর্ণ হ'লে হ'তে পারে;
উহা ভিন্ন সে কার্য্য না সম্ভবে তোমারে।
কিন্তু নাহি দেখি তব সেই বিশেষণ;
যাহাতে করিবে ব্যাঘ্র মানসরঞ্জন।
এজন্য তোমাকে না মিলিবে উচ্চপদ।
হইতে নারিবে তুমি রাজ পারিষদ।
এ বার্ত্তা কহিল যদি জম্বুক জীবন;
পবন তাহাকে পুনঃ কহিছে তখন।
মনোযোগে প্রিয় সখা করহে শ্রবণ;
যাহে হবে কার্য্য সিদ্ধ কহি সে কথন।
যেই জন রাজ কাজ সাধিয়া যতনে;
উচ্চপদে অভিষিক্ত (২) হইল ভুবনে।
সহসা সে পদ তাঁকে কভু না মিলিল;
ক্রমশঃ সুযোগে তাহা সুসিদ্ধ হইল।
সদাচার মহীপালে তোষি ধীরে ধীরে;
পশিলেন (৩) ক্রমে তিনি উন্নতি-মন্দিরে।
আমি এবে মহাকার্য্য মার্ত্তণ্ড (৪) কিরণ;

১। মহাবনেশ—মহা বনরাজ। ২। অভিষিক্ত—পদস্থ, পদে নিযুক্ত। পশিলেন—প্রবেশ করিলেন। ৪। মার্ত্তণ্ড—সূর্য্য।

ভোগিয়া প্রচুর ক্লেশ করিয়া সহন।
অসহ্য দুরূহ ক্রিয়া-মহাচল ভার;
শিরে ধরি ইহা চিত্তে বুঝেছি আমার।
পঞ্চকর্ম্ম বিনা রাজ-প্রসাদ কখন;
পারিব না কোন ক্রমে করিতে গ্রহণ।
সেই ক্রিয়া কলাপের শুন বিবরণ;
কহি তাহা প্রিয় সখা তোমাকে এখন।
প্রথম করম এই জানিবে তাহার;
সহ্য গুণ মহাবস্তু অবনী মাঝার।
প্রকাশিবে মম ক্রোধ-ঈষির (১) যখন;
নির্ব্বাণিব তাহা দিয়া সহন-জীবন।
দ্বিতীয় করম তার করহে শ্রবণ;
তোমার গোচরে কহি করিয়া বর্ণন।
ত্যজি সদা স্বীয় সুখ বিশ্রাম-খর্জ্জুর;
ল'ব রাজ মনস্তুষ্টি দ্রাক্ষা (২) সুমধুর।
তৃতীয় করম এবে করিয়া যতন,—
কহি আমি তব তরে করহে শ্রবণ।
তকিল (৩) লালসা রূপ পয়স্যে (৪) কখন;
জ্ঞান-শুকে (৫) করিতে না দিব আক্রমণ।
চতুর্থ করম এই করিয়া বর্ণন;
কহি তব প্রতি এবে করহে শ্রবণ।
সত্য-নিষাদীকে (৬) আমি লয়ে নিরন্তর;
বসাইব কর্ম্ম গজ পুঙ্গব (৭) উপর।

১। ঈষির—অগ্নি। ২। দ্রাক্ষা—কিস্‌মিস্, আঙ্গুর ফল। ৩। তকিল—ধূর্ত্ত। ৪। পয়স্য—বিড়াল। ৫। জ্ঞান-শুকে—বুদ্ধি রূপ শুক পক্ষীকে। ৬। নিষাদী—মাহুত। ৭। পুঙ্গব—শ্রেষ্ঠ।

পঞ্চম করম এবে শুন সাবধানে;
সবিশেষ কহি আমি তব সন্নিধানে।
যবে নৈশ্চয়িক ক্রিয়া উরগ (১) দংশিবে;
সাহস নরেন্দ্র (২) মম সত্বরে ঝাড়িবে।
ধন্যবাদ দেই সেই পরম ঈশ্বরে;
অই গুণচয় যিনি দিলা মোর তরে।
পবনের উক্তি শুনি কহিছে জীবন;
কহ দেখি প্রিয়সখা আমাকে এখন।
যদি হও বুদ্ধি বলে রাজ-পারিষদ;
কিম্বা তাঁর সুপ্রসাদে পাও কোন পদ।
কিসে হবে রাজ নেত্র সরঘা নিয়ত;
তব রূপ প্রসূনের সুধা পানে রত।
জীবনের প্রশ্ন শুনি কহিছে পবন;
শুন কহি তদুত্তর সখাঃ হে এখন।
যবে সেই উচ্চ পদ ময়না পাইব;
পঞ্চগুণ সুপিঞ্জরে তাহাকে রাখিব।
প্রথম সুগুণ এই করহে শ্রবণ;
প্রকাশিয়া কহি আমি তোমাকে এখন।
সুস্বভাব-মণিময় নানা আভরণে;
সাজাইব রাজ সেবা অঙ্গনা (৩) যতনে।
দ্বিতীয় সুগুণ এবে করিয়া যতন;
শুন কহি তব তরে ওহে প্রিয়জন।
লয়ে রাজ অভিমত (৪) খড়্গ খরশাণ (৫);
রাজ কার্য্য জীবেরে করিব বলিদান।

১। উরগ—সর্প। ২। নরেন্দ্র—বিষ চিকিৎসক। ৩। অঙ্গনা—স্ত্রীলোক।
৪। অভিমত—মত, অনুমতি। ৫। খরশাণ—তীক্ষ্ণ ধার বিশিষ্ট।

তৃতীয় সুগুণ তবে করিয়া বর্ণন ;
কহি আমি প্রিয় সখাঃ কর়হে শ্রবণ।
সর্ব্ব ক্রিয়া-বিবৃতি (১) স্যন্দন (২) অনুক্ষণ ;
রাজাদেশ-যণ্ডা (৩) হস্তে করিব অর্পণ।
চতুর্থ সুগুণ শুন করিয়া যতন ;
কহিতেছি সবিশেষ ওহে প্রিয় জন।
কার্য্য-বীজ হবে যবে বিরূঢ় (৪) রাজার ;
মম মত বারি তাহে দিব অনিবার।
পঞ্চম সুগুণ তবে বিশেষ করিয়া ;
কহি তব তরে সখে শুন মন দিয়া।
রাজা কোন হানিকর ক্রিয়াগ্নি জ্বালিলে ;
নির্ব্বাণিব তাহা মম সুযুক্তি সলিলে (৫)।
যবে মম গুণ-লৌহ জানিবে নিতান্ত ;
আকর্ষিবে মোকে রাজ-চিত্ত-অয়স্কান্ত (৬)।
তবে মম উচ্চপদ উজ্জ্বল ভাস্কর (৭) ;
আলোকিবে সদা ব্যাঘ্র রাজত্ব অম্বর (৮)।
পবনের যুক্তি যুক্তা (৯) উক্তি যেইক্ষণ,—
জীবন মানস সহ করিল শ্রবণ।
তখন পবন তরে কহিছে জীবন ;
শুনহে সুহৃদবর করিয়া যতন।
নিবেশ (১০) সুরায় (১১) মত্ত তব ইচ্ছা-করী (১২) ;
সুশিক্ষা অঙ্কুশে মম সুশাসন করি।

১। বিবৃতি—ব্যাখ্যা। ২। স্যন্দন—রথ। ৩। যণ্ডা—সারথি। ৪। বিরূঢ়—অঙ্কুরিত। ৫। সলিল—জল। ৬। অয়স্কান্ত—চুম্বক পাথর। ৭। ভাস্কর—সূর্য্য। ৮। অম্বর—আকাশ। ৯। যুক্তি-যুক্তা—পরামর্শ অনুরূপা। ১০। নিবেশ—মনোযোগ। ১১। সুরা—মদ। ১২। করী—হস্তী।

রাখিতে নারিনু আর হৈয়া সাবধান ;
ধ্বংসিবে (১) সে এবে তব ধীশক্তি (২) উদ্যান (৩)।
শেষ উপদেশ এই রাখিও স্মরণ ;
চেষ্টিবে রক্ষিতে তব মানস-বারণ (৪)।
যেহেতু কথিত আছে বুধের বচন ;
প্রকাশিয়া কহি তাহা করহে শ্রবণ।
বিপুল ধীশক্তিধারী মানব নিকর ;
সাধিতে এ তিন কর্ম্ম করে বহু ডর।
প্রথমে ভূপের সঙ্গে সঙ্গ অহর্নিশ ;
দ্বিতীয়ে করণ পান জ্ঞাত হৈয়া বিষ।
তৃতীয়ে কামিনী সহ কহা গুপ্ত কাজ ;
করিলে এ ক্রিয়া শেষে পেতে হয় লাজ।
অধিকন্তু প্রিয় সখে শুন সাবধানে ;
কহিতেছি যাহা আমি তব সন্নিধানে।
মহাচলে স্থিতি করা দুরূহ যেমন ;
ভূপের প্রসাদ লাভ কঠিন তেমন।
অদ্রিদেশে (৫) লাভ বটে হয় বহুধন ;
পদ্মরাগ (৬) নীলকান্ত (৭) মরক্ত (৮) কাঞ্চন (৯)।
পরন্তু সে খানে স্থিতি করে অহর্নিশ ;
ভয়াবহ গণ্ড (১০) হরি (১১) ভল্ল (১২) আশীবিষ (১৩)।
সেই রূপ ভূপ সঙ্গে সদা স্থিতি করা ;

১। ধ্বংস—নষ্ট। ২। ধীশক্তি—বুদ্ধিশক্তি। ৩। উদ্যান—বাগান। ৪। বারণ—হস্তী। ৫। অদ্রিদেশ—পর্ব্বত। ৬। পদ্মরাগ—রক্তবর্ণ মণি বিশেষ। ৭। নীলকান্ত—নীলবর্ণ মণি বিশেষ। ৮। মরক্ত—হরিদ্বর্ণ মণি বিশেষ। ৯। কাঞ্চন—স্বর্ণ। ১০। গণ্ড—গণ্ডার। ১১। হরি—সিংহ। ১২। ভল্ল—ভালুক। ১৩। আশীবিষ—সর্প।

হয়ত প্রসাদ লাভ নহে প্রাণে মরা।
রত্নাকরে রত্ন লাভ হয় সবে জানে ;
কেহবা কখন তাহে গিয়া মরে প্রাণে।
পরন্তু পুরণ (১) ত্যজি পুলিনে (২) যে জন ;
স্থিতি করে তার নাহি রহে বিড়ম্বন (৩)।
এতেক কহিল যদি গোমায়ু জীবন ;
শুনিয়া সে বার্ত্তা তবে কহিছে পবন।
যা বলিলে সুমঙ্গল হেতু মোর তরে ;
বুঝেছি তা প্রিয় সখে ! আপন অন্তরে।
জানি জানি প্রিয় জানি ভূপের আচার ;
জ্বলন্ত পাবক (৪) ঠিক উপমা তাহার।
নৃপ রূপ অনলের যে রহে নিকট ;
পীড়ন-দহনে বাঁচা তাহারি সঙ্কট।
কিন্তু ভ্রাতঃ ইহা চিত্তে রাখিও স্মরণ ;
যে হেম (৫) হইতে চাহে কিরীট (৬) ভূষণ।
পুড়িতে হইবে তাকে পড়ি হুতাশনে (৭) ;
নতুবা কিরীট ভূষা হইবে কেমনে ?
ফলতঃ যে হতে চাহে রাজ অনুচর ;
সাহস বান্ধিয়া হৃদে হ'ক সে নিডর।
প্রচুর ভরসা যার আছে ভূমণ্ডলে ;
এ তিন ক্রিয়া সে সাধে অতি কুতূহলে (৮)।
প্রথমে ভূপতি সঙ্গে থাকা অনুক্ষণ ;
দ্বিতীয়ে বিশাল জলনিধিতে (৯) ভ্রমণ।

১। **পুরণ**—সমুদ্র। ২। **পুলিন**—তট। ৩। **বিড়ম্বন**—যন্ত্রণা। ৪। **পাবক**—অগ্নি। ৫। **হেম**—স্বর্ণ। ৬। **কিরীট**—মুকুট। ৭। **হুতাশন**—অগ্নি। ৮। **কুতূহল**—আমোদ। ৯। **জলনিধি**—সমুদ্র।

তৃতীয়ে না সহি কিছু বিঘ্ন বিড়ম্বন ;
সহজে করিতে পার অরাতি (১) দমন (২)।
শুন সখে ধষহীন (৩) কভু না হইব ;
তবে রাজসঙ্গ হেতু কি জন্য ডরিব ?
পবনের এ সকল সুযুক্তি শুনিয়া ;
জীবন তাহাকে কিছু কহে বিবরিয়া।
শুনহে সুহৃদ বর মম এ বচন ;
স্থির যুক্তি ইহা চিত্তে করেছ যখন।
নিশ্চয় শার্দ্দুল রাজসভায় যাইবে ;
সভাসদ হ'তে তাঁর প্রয়াস করিবে।
তখন দিলাম আমি এই অনুমতি ;
ভূপের সভায় এবে যাও আশু গতি।
এতেক শুনিয়া তবে চক্রাট (৪) পবন ;
জীবনের স্থানে কৈল বিদায় গ্রহণ।
পরে কি হইল তাহা শুন শ্রোতাগণ ;
সবিশেষ হইতেছে তাহারি বর্ণন।
মহাম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি ;
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।

—:—

পবন নামক গোমায়ু, কাননাধিপতি শার্দ্দুলের সভায় গমন করিয়া, স্বীয় অভীষ্ট ক্রিয়া সাধনের প্রয়াস করে, তাহার বর্ণন।

প্রাণেশ বিশ্বাসী ওহে প্রিয় শ্রোতাগণ ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।

১। অরাতি—শত্রু। ২। দমন—শাসন। ৩। ধষহীন—ভরসাহীন
ক্রাট—ধূর্ত্ত।

শুন এবে যা কহিল ঋষি মহামতি ;
সম্বোধিয়া ভুবন বিজয় নৃপ প্রতি।
মৃদুস্বরে কহে ইহা তাপস-শেখর (১) ;
মনোযোগে শুন ওহে রাজ রাজেশ্বর।
পবন করিয়া তবে বিদায় গ্রহণ ;
ব্যাঘ্র-রাজ-সভামুখে করিল গমন।
অনতি বিলম্বে গিয়া উদিল সভায় ;
দূর হৈতে প্রণিপাত করিল রাজায়।
কর্ব্বর ভূপতি যবে হেরিল পবনে ;
জিজ্ঞাসিল অবিলম্বে সভাসদ্ গণে।
তোমরা কি জান ওকে এল যে সভায় ;
পরিচয় দেহ তার জানিয়া ত্বরায়।
এতেক শ্রবণ করি সভাসদ্ গণ ;
কহে অমুকের পুত্র জম্বুক পবন।
পিতা ওর ছিল তব বিশ্বস্ত কিঙ্কর ;
রাজাদেশ পালনে যে রত নিরন্তর।
শুনি পবনের এই বৃত্তান্ত আমূল ;
কহিতে লাগিল তবে ভূপতি শার্দ্দূল।
সত্য বটে জানিতাম জনকে উহার,—
বিশ্বস্ত সেবক যেবা আছিল আমার।
এতবলি ডাকি নৃপ নিকটে আপনি,—
জিজ্ঞাসিল সবিশেষ পবনে তখন।
শুন ওহে নিশামৃগ (২) আমার বচন ;
কোথায় তোমার স্থিতি বল তা এখন।
কিহেতু আইলে তুমি এ রাজসভায় ;

১। তাপস-শেখর—যোগী শ্রেষ্ঠ। ২। নিশামৃগ—শৃগাল

পরিচয় দেহ তার আমাকে ত্বরায়।
এ বার্ত্তা শুনিয়া তবে চক্রাট পবন;
চক্রকরি (১) চাটুবাক্যে কহিছে তখন।
ভ্রমে পড়িয়াছ বুঝি প্রভো দয়াময়;
নহে কেন বাণী-বাণে (২) বিদ্ধ এ সময়।
কিছুকাল হৈল পিতৃপদ অর্পিয়াছ;
করিতে ও পদ সেবা চিত্ত বাঁধিয়াছ।
তবে স্বীয় কর্ম্ম এক করিতে সাধন;
অন্য স্থানে ছিনু ছাড়ি ও পূজ্য চরণ।
এজন্য একাগ্র (৩) হয়ে চেতঃ মধুকর (৪):
ও পদ পঙ্কজ (৫) সুধা পানিতে সত্বর,—
পিপাসু পতঙ্গ যথা ধায় পয়ঃ পানে;
মনভৃঙ্গ (৬) ধায় তথা পাদপদ্ম পানে।
মহোল্লাসে এবে মম মানস চকোর;
ওপদ সুধাংশু অংশু পানিয়া বিভোর (৭);
দুর্ভাগ-ত্রিযামা (৮) এবে হইল বিলীন;
হেরিনু উদিতে প্রভু চরণ সুদিন।
এ দীন দুর্দ্দিন গেল সুদিন আইল;
প্রভুপদ স্পর্শমণি (৯) এখন মিলিল।
বসুন্ধরা (১০) মাঝে নাহি অনাঢ্য রহিব;
ওপদ প্রসাদে আশু মহাঢ্য হইব।
এই রূপে স্তুতি পাঠ করিয়া বিস্তর;

১। চক্রকরি—চাতুরী করি। ২। বাণী-বাণ—বাক্যরূপ বাণ। ৩। একাগ্র—একমনা। ৪। চেতঃ মধুকর—মনরূপ ভ্রমর। ৫। পঙ্কজ—পদ্ম। ৬। মনভৃঙ্গ—মনরূপ ভ্রমর। ৭। বিভোর—পুলকিত। ৮। দুর্ভাগ-ত্রিযামা—দুরদৃষ্ট রূপ নিশা। ৯। স্পর্শমণি—পরশ পাথর। ১০। বসুন্ধরা—পৃথিবী।

পবন কহিছে পুনঃ শার্দ্দূল গোচর।
শুন ওহে বনেশ্বর প্রভো দয়াময়;
অধীনের প্রতি নাথ হইয়া সদয়,—
অনুজ্ঞা করিবে সেই ক্রিয়া নির্ব্বাহিতে;
দুরূহ বলিয়া যাহা বুঝিবেন চিতে।
আজ্ঞা অনুসারে তব, করিয়া যতন;
প্রতিভা বলে সে ক্রিয়া করিব সাধন।
মানস উদ্যানে তব তাহ'লে নিশ্চিত;
হর্ষ দ্রাক্ষা বিকশিত হইবে ত্বরিত।
বিমর্ষ মাকাল তব মন ক্ষেত্র ছাড়ি;
পলাইবে দূরদেশে করি তাড়াতাড়ি।
তব কৃপা কামধেনু (১) তাহ'লে ত্বরায়;
মিলিবে অবাধে জানি নিশ্চয় আমায়।
প্রাজ্ঞ পবনের উক্তি শুনি বিপিনেশ;
কহিছে তাহাকে অতি করিয়া বিশেষ।
অঙ্গার (২) হইয়া চাহ দহিতে সংসার;
করেছ যে যুক্তি তাহা সম্পূর্ণ অসার।
জীবন্ম হইয়া দিতে চাহ কি মাখন;
পয়ঃ নহ তবে তব এযুক্তি কেমন?
রাজনীতি পূর্ণ মম রাজত্ব বিশাল;
রহস্য কি জান তার হইয়া শৃগাল?
মহা জ্ঞানবৃদ্ধ বুধ মম রাজ্যে যারা;
রাজনীতি সূক্ষ্মরূপে বুঝেন তাহারা।
তুমি একে ক্ষুদ্র কায় তাহে অজ্ঞ জন;

১। কামধেনু—গাভী বিশেষ; প্রবাদ আছে, এই গাভীর নিকট যে ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করে, তাহা তৎক্ষণাৎ পায়। ২। অঙ্গার—কয়লা।

রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ এ আশা কেমন ?
চলিতে অক্ষম তুমি বিকল চরণে ;
অলঙ্ঘ্য অচল বল লঙ্ঘিবে কেমনে।
এনহে গোষ্পদ (১), রাজ্য-বারিধি অপার ;
অল্পধী (২) ভেলায় হবে হেলায় কি পার ?
এতেক কহিল যদি কানন ঈশ্বর ;
পবন কহিছে পুনঃ তাহার গোচর।
শুন ওহে বনরাজ মম নিবেদন ;
ক্ষুদ্র কায় হেরি মোরে ঘৃণিছ এখন।
কিন্তু প্রভো দেখ চিত্তে করিয়া ধেয়ান ;
ক্ষুদ্র উল্কা অদ্রি ভাঙ্গি করে খান খান।
যে কর্ম্ম করিতে পারে সামান্য সোমাজি (৩) ;
অক্ষম করিতে তাহা তীক্ষ্ণ বর্শা রাজি।
নিকৃষ্ট নীশারে (৪) করে উপকার যাহা ;
সুবিশাল অবতানে (৫) পারিবে কি তাহা ?
নীচা কৃপাণিকা (৬) পারে যে কার্য্য করিতে ;
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ (৭) তাহা পারে কি সাধিতে ?
ক্ষুদ্রাঙ্গী বাবুই করে যে নীড় রচন ;
মহাঙ্গী গরুড় তাহা না পারে কখন।
বিপুল প্রতিভাশালী অমাত্য নিচয় ;
সাধে রাজত্বের মহাক্রিয়া সমুদয়।
পরন্তু অনেক ক্রিয়া আছয়ে এমন ;
মন্ত্রীকুলে নারিবে যা করিতে সাধন।

১। গোষ্পদ—গোখুর পরিমিত স্থান ; গোখোলে খ্যাত। ২। অল্পধী—অল্প বুদ্ধি। ৩। সোমাজি—ছুঁচ। ৪। নীশার—মশারি। ৫। অবতান—চাঁদোয়া। ৬। কৃপাণিকা—ছুরি। ৭। কৃপাণ—তরবার।

হয়ত সহজে তাহা সামান্য কিঙ্কর;
নির্ব্বাহ করিবে প্রভো হইয়া নিডর।
অল্প কি অধিক কিম্বা ক্ষুদ্র কি মহত;
সর্ব্ব দ্রব্যে উপকার জানি শাস্ত্র মত।
হয় হোক জীব কেন যতই অধম;
জড়পিণ্ড (১) হৈতে তাহা তথাপি উত্তম।
অতএব মহারাজ কহি বাঁরম্বার;
ক্ষুদ্র হেরি মোরে নাহি কর পরিহার (২)।
বাঁকপতি পবনের বাগ্মীতা (৩) শ্রবণে;
বিস্ময় মানিয়া ব্যাঘ্র-রাজ স্বীয় মনে,—
বিবেচনা করি বহু বুঝিল তখন;
উদ্দীপিছে (৪) বোধ-বিধু (৫) পবন-গগন (৬)।
রাজনীতি বাগুরা (৭) যা তার সঙ্কলিত (৮);
তাহে রাজ মনোহরি (৯) করিবে সে ধৃত।
অতঃপর বনপতি করি সম্বোধন;
কহে এরে শুন মম সভাসদ গণ।
পায় যদি নীচেও প্রতিভা স্পর্শমণি;
মহামঞ্চে বসে হৈয়া জ্ঞান ধনে ধনী।
মৃন্ময় পাত্রেতে যদি সুধা স্থিতি করে;
গ্রহণ করে সে পাত্র সম্রাট্ সাদরে।
অধম ঝিনুকে সবে করে অনাদর;

১। জড়পিণ্ড—অচেতন ও অচল পদার্থ খণ্ড। ২। পরিহার—পরিত্যাগ। ৩। বাগ্মীতা—বাক্ পটুতা। ৪। উদ্দীপিছে—প্রদীপ্ত করিতেছে। ৫। বোধ-বিধু—জ্ঞানরূপ চন্দ্র। ৬। পবন-গগন—পবন রূপ আকাশ। ৭। বাগুরা—অশ্বাদি ধৃত করিবার জন্য জাল বিশেষ। ৮। সঙ্কলিত—সংগৃহীত। ৯। মনোহরি—মন রূপ সিংহ।

কিন্তু যাহে মতি থাকে তার সমাদর।
অহিকুলে ঘৃণে সবে গরল কারণ;
কিন্তু মণিধর ফণী খুঁজে সর্ব্বজন।
যদিও পবন বটে নীচকুলোদ্ভব (১);
তবু তাকে উচ্চ কৈল প্রতিভা বিভব (২)।
আজি হৈতে সভাসদ তারে গণিলাম;
পারিষদ শ্রেণী মধ্যে লেখ তার নাম।
সর্ব্বক্ষণ সভামাঝে গোমায়ু পবন;
আসিবে যাইবে কেহ নাকর বারণ।
হইলে পবন প্রতি এ আজ্ঞা প্রচার;
হর্ষ শশী বিনাশিল চিন্তা তম তার।
মদকল (৩) যথা ভাঙ্গি নাশে শাখী দল;
চেষ্টাবরি নাশে যথা তার দুঃখানল।
সিদ্ধ মনোরথ এবে পবন হইল;
ঈপ্সাকৃত (৪) মঞ্চে অধিরোহণ করিল।
চিত্তে সে বুঝিল নৃপ বিক্রমী কেশরী (৫);
বাগ্মীতা বাগুরা পাতি লইয়াছে ধরি।
তদবধি বনেশের অনুজ্ঞা লইয়া;
তাহার মনেজ্ঞ ক্রিয়া সাধিত বুঝিয়া।
কর্ব্বর রাজ্যের সঙ্গ ত্যজিয়া পবন;
অন্য স্থানে স্থিতি নাহি করিত কখন।
বাক্‌জাল সুবিস্তারি সভায় রহিত;
স্বগুণের পরিচয় অনুক্ষণ দিত।

১। নীচকুলোদ্ভব—নীচ বংশোৎপন্ন। ২। বিভব—ঐশ্বর্য্য। ৩। মদকল—মত্ত হস্তী। ৪। ঈপ্সাকৃত—বাঞ্ছাকৃত। ৫। কেশরী—সিংহ।

সনাতন (১) পথ পান্থ হওন কারণ,—
ক্রমে হ'তেছিল তার পদের বর্দ্ধন।
বিমল প্রকৃতি তার হেরি অটবিশ ;
হার্দ্দে (২) তার হ'তে ছিল হার্দ্দী (৩) অহর্নিশ।
এইরূপে অল্পকাল হইলে বিগত ;
শার্দ্দূলে কহিতে কিছু হ'ল সে নিরত (৪)।
অতঃপর সুচতুর জম্বুক পবন ;
সময় পাইল যবে করিতে বন্দন।
স্তাবক (৫) রসনা তার সবরে খুলিয়া ;
বনেশ কর্ব্বরে কিছু কহে বিবরিয়া।
শুন ওহে অরণ্যেশ (৬) করি নিবেদন ;
মম এ বারতা (৭) প্রভো রাখিও স্মরণ।
কোন রাজকর্ম্ম যবে হয় সম্মুখীন ;
রাজকর্ম্মচারী যারা সে কার্য্যে প্রবীণ (৮)।
স্বকীয় ধীশক্তি থাকে যাহার যেমন ;
অভিমত তাহে ব্যক্ত করুক তেমন।
তাহা হ'লে রাজভক্তি ত্বরায় তাদের ;
প্রকাশ হইবে তবে সমীপে ভূপের।
অন্য পক্ষে অভিজ্ঞতা সুদক্ষতা আর ;
ক্ষিতি নাথ জ্ঞাত যবে হবে তা সবার।
নৈপুণ্য (৯) যাহার ভূপ বুঝিবে যেমন ;
শিরপা (১০) ও পদ তারে দিবেন তেমন।

১। সনাতন—সত্য। ২। হার্দ্দ—প্রণয়। ৩। হার্দ্দী—প্রণয়ী। ৪। নিরত—নিযুক্ত। ৫। স্তাবক—স্তুতিকারক। ৬। অরণ্যেশ—বনের রাজা। ৭। বারতা—বাক্য। ৮। প্রবীণ—দক্ষ। ৯। নৈপুণ্য—নিপুণতা, দক্ষতা। ১০। শিরপা—পারিতোষিক।

বিশেষণ অনুসারে প্রসাদ সম্মান ;
করিতে রহিবে রাজা সবারে প্রদান।
তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য হের ভুপবর ;
যদবধি বীজ রহে মৃত্তিকা ভিতর।
কেহ না জানিতে পারে তার বিশেষণ (১) ;
এই হেতু নাহি করে তাহার যতন।
কিন্তু ত্বক যবনিকা (২) ত্যজিয়া যে ক্ষণে,—
সে বীচি নির্গত হবে সবুজ বসনে।
বুঝিতে পারিবে তবে সবে সে চারায় ;
অমৃত কি বিষ বৃক্ষ হ'ল সে ধরায়।
সুফল প্রদায়ী ক্রম জানিলে সকলে ;
তাহার পালনে রত হয় কুতূহলে।
কিন্তু বিষ বৃক্ষ বলি পাইলে সন্ধান ;
কর্ত্তরীতে (৩) কাটি তারে করে খান খান।
এতেক বলিয়া তবে পবন সুমতি ;
ব্যাঘ্র রাজে কহে কিছু করিয়া মিনতি।
পুনঃপদ পুণ্ডরীকে (৪) করি নিবেদন ;
অনন্য-মানসে (৫) প্রভো করুন শ্রবণ।
রাখুন নিয়ত রাজ করম অম্বরে (৬) ;
সযতনে রাজনীতি ফুৎকর (৭) উপরে।
তাহ'লে সুগন্ধে তার গন্ধিবে অবনী ;
বিলীন হবেনা যাহা থাকিতে ধরণী।
অধিকন্তু প্রভো মম রাখিও স্মরণ ;

১। বিশেষণ—গুণ। ২। যবনিকা—আচ্ছাদন। ৩। কর্ত্তরী—কাটারী। ৪। পুণ্ডরীক—শ্বেতপদ্ম। ৫। অনন্য মানসে—এক মনে। ৬। অম্বর—সুগন্ধ দ্রব্য বিশেষ। ৭। ফুৎকর—অগ্নি।

করিতেছি আমি যাহা পুনঃ নিবেদন।
দীক্ষা (১) ও প্রসাদ রূপ বসন ভূষণে;
অতি বিভূষিত করি যে সুবুধ গণে।
তুঙ্গ (২) পদ মঞ্চে (৩) যবে করিয়া যতন;
বসাইবে মনোযোগে হে মহারাজন।
প্রদত্ত প্রসাদ আর সুদীক্ষা কারণ;
তাহাদের দ্বারা হবে সুকার্য্য সাধন।
ইহা শুনি তুষ্ট হৈয়া কর্ব্বর ভূপতি;
কহিতে লাগিল তবে পবনের প্রতি।
কি প্রণালী অনুসারে বল হে এখন;
নিয়োজিত করি মম কর্ম্মচারী গণ।
রাজকার্য্যে কৃতকার্য্য কেমন করিয়া;
তাহাদের দ্বারা হই কহ বিবরিয়া।
শার্দ্দূলের স্থানে শুনি এ বার্ত্তা পবন;
কহে কৃপাসিন্ধু প্রভো শুন সে কথন।
কর্ম্মচারী নিকরের করিয়া যতন;
পটুতা ও নিপুণতা কর অবেক্ষণ (৪)।
শুধু সুধী সুত বলি জানি সে সকলে;
প্রাজ্ঞ স্থির করিওনা এই মহীতলে (৫)।
যেহেতু যে অল্পমতি পণ্ডিত তনয়;
পিতৃ গুণে কোন পদে অধিষ্ঠিত (৬) হয়।
জ্ঞানী গুণী অনুমানি তাহাকে কখন;
বুধগণ শ্রেণী মধ্যে করোনা গ্রহণ।

১। দীক্ষা—শিক্ষা, উপদেশ। ২। তুঙ্গ—উচ্চ। ৩। মঞ্চ—উন্নত স্থান, বেদি। ৪। অবেক্ষণ—অবলোকন। ৫। মহীতল—পৃথিবী। ৬। অধিষ্ঠিত—স্থাপিত

যদিও আজীব (১) দিয়া রাখিছ সজীব ;
কিন্তু নাহি দিও তাকে সুপদ রাজীব (২)।
হিতবাদী বিজ্ঞজন কহে এ বচন ;
যতনে রাখিও প্রভো সে বার্ত্তা স্মরণ।
সবার উদ্যম সহ স্বকীয় পাটব (৩) ;
উচিত প্রকাশ করা ক্রমে অভিনব (৪)।
নহে কি জনক গুণ জ্ঞান মৃগমদে (৫) ;
সুগন্ধিবে ভূমণ্ডল বসি পিতৃ পদে ?
সুবিজ্ঞ জনক সম অবিজ্ঞ অঙ্গজে (৬) ;
করে কি আদর কেহ ? সবে তারে ত্যজে।
গুণধর বটবৃক্ষে সবে সমাদরে ;
কিন্তু তার গুণহীন ফলে কে আদরে।
অন্য পক্ষে বন্য শুকে করি পরিহার ;
সাদরে গ্রহণ করে শাবকে (৭) তাহার।
যেহেতু সে বাগ্মী হয় নর সহবাসে ;
বনজ জনকে তার পুষিলে কি ভাষে ?
অতএব মহারাজ লও উপদেশ ;
অন্য কি আত্মীয় কারে নাকরি বিশেষ।
গ্রহণ করুন তারে যে হয় সুবিজ্ঞ ;
পরিহার সে জনে যে হয় অনভিজ্ঞ (৮)।
দেখহে রাজন তাহা বুঝিয়া অন্তরে ;
প্রকাশিয়া কহি পুনঃ যাহা তব তরে।
যদ্যপি মূষিক অহি স্বজন সমান ;

১। আজীব—জীবিকা। ২। রাজীব—পদ্ম। ৩। পাটব—বিজ্ঞতা। ৪। অভিনব—নূতন। ৫। মৃগমদ—মৃগনাভি। ৬। অঙ্গজ—পুত্র। ৭। শাবক—ছানা। ৮। অনভিজ্ঞ—অজ্ঞ।

নিবাসীর একি বাসে করে অবস্থান।
কুগুণী ও অপকারী জানিয়া নিশ্চয়;
সবে তাহাদের বধে সচেষ্টিত রয়।
কিন্তু বহিরঙ্গ (১) সম বন্য গো কাসরে (২);
গুণী উপকারী জানি সবে সমাদরে।
কহিনু যা করিলেন প্রভো তা শ্রবণ;
আরো কিছু নীতিরত্ন করুন গ্রহণ।
কর্ম্ম পটিয়ান্ (৩) গুণী যিনি হে রাজন;
অবিলম্বে কর তারে উচ্চ পদার্পণ।
অকর্ম্মণ্য নির্গুণীকে পদচ্যুত কর;
স্বকীয় প্রতিভা চিহ্ন প্রকাশ সত্বর।
অধিষ্ঠিত করিওনা বুধে নীচ পদে;
শিরস্ক (৪) মস্তক ভূষা পরিওনা পদে।
অজ্ঞে উচ্চ মঞ্চে স্থান দিওনা দিওনা;
উপানৎ (৫) পদ ছাড়ি শিরে ধরিওনা।
(ক) মহিন (৬) মাতঙ্গ মূঢ় মহামাত্র (৭) সাদী (৮);
(খ) হ'লে সে উন্মত্ত পিয়ে কুরীতি সুরাদি।
প্রাজ্ঞ মহামাত্র রূপ দক্ষ কর্ণধার (৯);
যে রাজত্ব বহিনীকে (১০) বাহে অনিবার।

১। বহিরঙ্গ—অপর। ২। কাসর—মহিষ। ৩। পটিয়ান—নিপুণ। ৪। শিরস্ক—টুপি, পাগড়ি। ৫। উপানৎ—পাদুকা। ৬। মহিন—রাজ্য। ৭। মহামাত্র—প্রধান মন্ত্রী। ৮। সাদি—গজারোহী। (ক)—(খ) রাজত্ব রূপ হস্তীর মূর্খ প্রধান মন্ত্রী রূপ মাহুত হইলে, সে রাজত্ব রূপ হস্তীটি কুরীতি রূপ সুরা পান করিয়া উন্মত্ত হয়—অর্থাৎ যে রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী বা মন্ত্রী নির্বোধ হয়, সে রাজ্যে বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটে। ৯। কর্ণধার—মাঝি। ১০। বহিনী—নৌকা।

বিশৃঙ্খল দন্দী-বায়ু (১) বহিয়া কখন ;
কাল সিন্ধু নীরে তারে নাকরে মগন।
এসব সুবার্ত্তা যবে শুনিল বনেশ ;
উদিল অন্তরে তার আনন্দে অশেষ।
অভিজ্ঞতা পবনের প্রকাশ হইল ;
ত্বদীয় বাগ্মীতা মোহে ব্যাঘ্রে বিমোহিল।
অল্প কাল মধ্যে তবে ভূপতি কর্ব্বর ;
করিল পবনে স্বীয় প্রিয় অনুচর।
তদবধি বিপিনেশ লইয়া তাহায় ;
বসাইল তুঙ্গ পদে আপন সভায়।
সমুচিত পবনের মন্ত্রণা ব্যতিত ;
কাননেশ কভু কোন কার্য্য না করিত।
এইরূপে কিছু কাল বিগত হইল ;
সুক্ষণে পবন ইহা ব্যাঘ্রে জিজ্ঞাসিল।
বহুদিন হৈতে প্রভো ছাড়ি সিংহাসনে ;
কিহেতু বিরত আছ মরুত (২) সেবনে।
কিজন্য প্রাসাদে স্থিতি করি অনুক্ষণ ;
সুদুর্লভ (৩) স্বাস্থ্যধন করিছ নোদন (৪)।
কেন মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়ি রাজপুর ;
বহিস্থ মালঞ্চ (৫) নাহি হের ভ্রমি দূর।
মহামোদ (৬) মৃগয়ায় যাইয়া সম্ভোগ,—
কিহেতু না কর প্রভো পেলেও সুযোগ।
স্বরাজ্যের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ (৭) কি দায় ;

১। দন্দীবায়ু—ঝটিকা। ২। মরুত—বায়ু। ৩। দুর্লভ—প্রিয়। ৪। নোদন—নষ্ট। ৫। মালঞ্চ—পুষ্পবন। ৬। মহামোদ—মহা-আমোদ। ৭। পর্য্যবেক্ষণ—পরিদর্শন।

নাহি কর দয়াময় বল তা আমায়।
যদি পাই জানিবারে সে মন বিকারে;
সুমন্ত্রণা মহৌষধে দূর করি তারে।
মানস-মালঞ্চে তব হরষ প্রসূন;
বিকচ (১) হইবে, যাবে বিকার বিগুণ (২)।
শুনিয়াও এ বারতা মৃগাদ (৩) শ্রবণে;
মনোভাব চাহে তবু রাখিতে গোপনে।
হেনকালে অকস্মাৎ বৃষভ বাহন;
নাদি কাঁপাইল তার হৃদয় ভবন।
সে ভীষণ নিনাদে সে যখন শুনিল;
ত্রাসানিল (৪) তার ভর্ষা কদলে (৫) ভাঙ্গিল।
সাহস কদল চারা যবে পুনর্ব্বার;
মনোক্ষেত্রে বিকসিত হইল তাহার।
তখনি সে স্বীয় ত্রাস কারণ নিকর;
প্রকাশিয়া কহে তবে পবন গোচর।
বুঝহ বিশেষ করি মম প্রিয়জন;
বিভীষণ নাদ যাহা করিলে শ্রবণ।
হইয়াছি অই ভীম রবে ভগ্নমনা;
অহর্নিশ ভোগিতেছি রৌরব (৬) যন্ত্রণা।
রাজীব (৭) সম সে জীব যার ঐ রব;
আতঙ্কে পতঙ্গ প্রায় রয়েছি নীরব।
যে প্রকাণ্ড দেখি তার দৈহিক গঠন;
বিক্রম ও বীর্য্য বুঝি হইবে তেমন।

১। বিকচ—বিকসিত। ২। বিকার বিগুণ—অপকারী পীড়া। ৩। মৃগাদ—ব্যাঘ্র। ৪। ত্রাসানিল—ভয়রূপ বাতাস। ৫। কদল—কলাগাছ। ৬। রৌরব—নরক বিশেষ। ৭। রাজীব—হস্তী।

তাহা হ'লে অধিকাহ (১) এ অরণ্যে আর ;
আতঙ্ক রহিত চিত্তে স্থিতি করা ভার।
অতএব আশু এই অটবী-আগার (২) ;
উপেক্ষিয়া অন্যারণ্যে যাই ইচ্ছামার (৩)।
এই সে রহস্য গুপ্ত মদীয় (৪) চিত্তের ;
যদীয় (৫) আতঙ্গে ত্যজি ঈপ্সা ভ্রমণের।
এতেক শুনিয়া তবে পবন ধীমান ;
কহে সানুনয়ে ব্যাঘ্র রাজ-সন্নিধান।
শুন প্রভো কৃপাধার কানন ঈশ্বর ;
এ ভিন্ন আছে কি তব মানসিক ডর ?
কহিল বনেশ তবে পবনের প্রতি ;
আর কিছু নাহি ত্রাস, শুন স্থির মতি।
এবার্ত্তা শুনিয়া কহে চতুর পবন ;
প্রতাপী পতঙ্গ প্রায় বিক্রমী রাজন।
কেবল রৌরব (৬) রব শুনিয়া শ্রবণে ;
স্বীয়াশ্রম ছাড়ি যেতে চাহ অন্য বনে।
রাজনীতি বহির্ভূত গর্হিত এ ক্রিয়া ;
করিওনা কর কার্য্য মন্ত্রণা লইয়া।
অতএক শুন প্রভো ধেয়ান করিয়া ;
তোমার লাগিয়া যাহা কহি বিবরিয়া,—
অশনির (৭) বিভীষণ (৮) গভীর গর্জ্জন ;
শুনিয়া কম্পিত কভু হয় কি গগণ ?
উদিলে প্রলয় বাত্যা এ মহাধরায় ;

১। অধিকাহ—(অধিক+অহঃ) অধিক দিন। ২। অটবী-আগার—কানন রূপ গৃহ। ৩। ইচ্ছামার—ইচ্ছা আমার। ৪। মদীয়—আমার। ৫। যদীয়—যাহার। ৬। রৌরব—ঘোর। ৭। অশনি—বজ্র। ৮। বিভীষণ—ভয়ানক।

অটল নগেন্দ্র (১) কভু টলে কি তাহায় ?
তেমনি ও রাজ ভর্সা সুর (২) এ মহীতে ;
তুচ্ছনাদ ত্রাস পয়ে পারে কি ঢাকিতে ?
যেহেতু কথিত আছে বুধের বচন ;
প্রকাশিয়া কহি তাহা শুনহে রাজন।
সর্ব্বভৌম বরী কিম্বা মহাদেহী প্রাণি ;
বলী বলি জানিওনা চিত্তে অনুমানি।
হয়ত বিশাল কার শরীর চঙ্কুর (৩) ;
অল্পে ধ্বংশ হতে পারে এমনি ভঙ্গুর।
ভয়ঙ্কর সুগম্ভীর নাদী কত জীব ;
তুচ্ছ বলে হ'তে পারে মুহূর্ত্তে নির্জীব।
বাহ্যিক দৈহিক ঠাম দেখিয়া কখন ;
আন্তরিক গুণ কার নাকর কীর্ত্তন।
তার সাক্ষ্য ওহে বন-সত্ত্ব-চূড়ামণি (৪) ;
মানস গণনা পাত্রে দেখ দেখি গণি।
পীনাঙ্গিণী (৫) কলকণ্ঠ (৬) রাবণী (৭) বরলা (৮) ;
ক্ষীণ অঙ্গী শ্যেন করে নখরে অচলা।
পাবর (৯) ও মহাদেহী বিষধর (১০) কুলে ;
অনায়াসে নাশে ক্ষীণ ক্ষুদ্রাঙ্গী নকুলে।
অতএব দয়াময় রাখিও স্মরণ ;
মহাঙ্গ কি নাদ নহে শক্তির কারণ।
ওরূপ সিদ্ধান্ত যেবা করয়ে নিশ্চয় ;

১। নগেন্দ্র—মহাপর্ব্বত। ২। সুর—সূর্য্য। ৩। চঙ্কুর—রথ। ৪। বন-সত্ত্ব-চূড়ামণি—বনরাজ। ৫। পীনাঙ্গিণী—স্থূলাঙ্গিণী। ৬। কলকণ্ঠ—কলধ্বনি। ৭। রাবণী—রবকারিণী। ৮। বরলা—হংসী। ৯। পীবর—স্থূল। ১০। বিষধর—সর্প।

সেই খট্টাশের দশা তারে ঠিক হয়।
এবার্ত্তা শুনিয়া তবে বনেশ কর্ব্বর;
পবনে কহিছে অহে প্রিয় অনুচর।
গন্ধ গোকুলের (১) গল্প কিরূপ মধুর;
শুনি নাই শুনাও তা গোমায়ু চতুর।
এতেক শুনিয়া তবে জম্বুক পবন;
কহে শুন কাননেশ খট্টাশ কথন।
মহাম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি;
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।

—:—

পবন নামক শৃগালের কথিত একটী মার্জ্জারের বিবরণ।

(১)

প্রাণেশ বিশ্বাসী ওহে প্রিয় শ্রোতাগণ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
অতঃপর সে ভারতী, শুন শ্রোতা স্থির মতি;
ভুবন বিজয়ে যাহা কহে তপোধন।

(২)

জ্ঞান বৃদ্ধ মহামতি সন্ন্যাসী প্রবর (২);
কহে ওহে অধিরাজ (৩) অচলা (৪) ঈশ্বর।
পবন বনেশ প্রতি, প্রকাশিল যে ভারতী;
খট্টাশের সে বারতা শুন গুণাকর।

১। গন্ধ-গোকুল—খট্টাশ। ২। প্রবর—শ্রেষ্ঠ। ৩। অধিরাজ—অধিপতি।
৪। অচলা—পৃথিবী।

(৩)

ক্ষুধা পীড়াগ্রস্থ এক তকিল খট্টাশ ;
আহার তকিলা (১) লাগি করি বহু আশ।
ইতস্ততঃ গবেষণ, (২) করিলে সে বহুক্ষণ ;
দৈবাৎ হইল এক কুক্কুট প্রকাশ।

(৪)

দেখি উষাকলে (৩) গন্ধ মার্জ্জার চতুর ;
আক্রমিতে তাকে হৈয়া হর্ষিত প্রচুর।
এক বৃক্ষ অন্তরালে, (৪) বসে গিয়া সেই কালে ;
এদিকে বাড়িতে ছিল তার ক্ষুধাঙ্কুর।

(৫)

হেন কালে হেরিল সে নয়নে আপন ;
পীবর পটহ (৫) এক পাদপে (৬) স্থাপন।
শাখী শাখা লাগি তায়, রব করে উভরায় (৭) ;
তখন সে শুনি সেই মধুর নিক্কণ,—

(৬)

পীন (৮) অর্দ্ধমৃত দেহ করি অনুমান ;
মাংসাদ খট্টাস চলে ঢক্কা সন্নিধান।
এদিকে কুক্কুট ধূর্ত্ত, এ অবস্থা যে মুহূর্ত্ত,—
জানিল, স্বনীড়ে (৯) কৈল তখনি প্রস্থান।

(৭)

ওদিকে বিটপী তলে খট্টাশ যাইয়া ;
মহাক্লেশে দ্রুম শাখে লম্ফনে উঠিয়া।

১। তকিলা—ঔষধ। ২। গবেষণ—অন্বেষণ। ৩। উষাকল—কুক্কুট। ৪। অন্তরাল—আড়াল। ৫। পটহ—ঢাক। ৬। পাদপ—বৃক্ষ। ৭। উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে। ৮। পীন—স্থূল। ৯। স্বনীড়ে—আপন বাসাতে।

পাইয়া পটহ খানি, মৃত দেহ অনুমানি,—
চিরে, শূন্য দেখি উঠে বিস্ময় মানিয়া।

(৮)

মূঢ় মাংস লোভী গন্ধমার্জ্জার যখন ;
করিল বিশেষ রূপে ঢক্কা অবেক্ষণ (১)।
তখনি বুঝিল মর্ম্ম, কাষ্ঠ কায় শুধু চর্ম্ম ;
আছে ঢাকে ঢাকা, হয় তাহার সিঞ্জন (২)।

(৯)

তাহা দেখি খট্টাসের বিষাদ ধুবন (৩) ;
দহিল তাহার পূর্ণ হরষ, ভুবন।
নির্ব্বাণিতে সে ইষির, (৪) পাতে ঘন নেত্র নীর ;
তাহে কি নির্ব্বাণ হয় দুখ হুতাশন।

(১০)

অতঃপর সে দুর্ম্মতি কহে স্বীয় মনে ;
ভ্রমে পড়িয়াছি শুনি পটহ নিক্কণে।
দেখি তার স্থূলকায়, কেনবা ধাইনু হায় ;
পলাইল উষাকল তাহাতে ভবনে।

(১১)

আপন অশুভ খুজি নিজে লইলাম ;
কুআশা কুয়াসা জালে চিত ঢাকিলাম।
নিত্য আহারীয় ত্যজি, লোভে মিথ্যা ভক্ষে মজি ;
এমন দুখ না হ'ত যদি বুঝিতাম।

(১২)

এই রূপে খট্টাসের গল্প সাঙ্গ করি ;

১। অবেক্ষণ—অবলোকন। ২। সিঞ্জন—শব্দ। ৩। ধুবন—অগ্নি। ৪। ইষির—অগ্নি।

পবন যা কহে পুনঃ ব্যাঘ্রে ত্বরা ত্বরি।
সে সকল বিবরণ, শুন প্রিয় শ্রোতাগণ;
মহাম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি।

—০:০—

পবন নামক জম্বুকের উক্তি ক্রমশঃ বর্ণন।

প্রাণেশ বিশ্বাসী ওহে প্রিয় শ্রোতাগণ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
তার পর শুন এবে সে মিষ্ট কথন;
বনরাজে কহে যাহা জম্বুক পবন।
খট্টাশের উপাখ্যান বর্ণি সমুদয়;
পুনশ্চ পবন ইহা বনেশ্বরে কয়।
মনোযোগে শুন ওহে কর্ব্বর রাজন;
শূন্য গর্ভ পটহের শুধুই সিঞ্জন।
না আছে অন্তরে তার তিলার্দ্ধেক সার;
সুধু সমীরণাধার (১) সমস্ত অসার।
কাহারো মহাঙ্গ কিবা সুগম্ভীর স্বর;
হেরি কি শুনি না তারে বুঝ শক্তিধর।
অতএব প্রভো তব ভর্স্যা পক্ষিরাজে;
ডরিতে দিওনা হেরি ভীম-রব-বাজে।
মনোভূমি হৈতে ত্রাস অম্বল বদরী (২);
দূরি ভর্স্যা মিষ্ট চূত (৩) রোপ ত্বরা করি।
তাহা হ'লে তব মন উদ্যানে কেবল;
তোষিবে তোমাকে জন্মি হর্ষ চূত ফল।

১। সমীরণাধার—(সমীরণ+আধার) বায়ু থাকিবার পাত্র। ২। বদরী-কুল। ৩। চূত—আম্রফল।

ডর-রোগ গ্রস্থ বাঘে এরূপে পবন,—
সাহস ভেষজ (১) দান করি বহুক্ষণ।
পুনরায় কহে ইহা মৃগাদে ত্বরায় ;
অনুগ্রহে আজ্ঞা যদি করুন আমায়।
ভীম নাদী জীব স্থানে গিয়া একবার ;
জানিয়া বিশেষ রূপে বৃত্তান্ত তাহার,—
পরকাশ করি তবে গোচরে প্রভুর ;
তাহে তব ত্রাস বুঝি হতে পারে দূর।
এই সব হিত-গর্ভা (২) বারতা যখন ;
অটবীশ সন্নিধানে কহিল পবন।
তখন সে বার্ত্তা তার শুনিয়া কর্ব্বর ;
মানসে গ্রহণ তাহা করিয়া সত্বর,—
অনুজ্ঞা করিল ইহা সদস্য পবনে ;
যাও তবে উচ্চরবী জীবের সদনে।
পালন করহে প্রিয় মম এ আদেশ ;
আশু আনি দাও অই জীবের সন্দেশ (৩)।
এতেক শুনিয়া তবে নিপুণ পবন ;
বনরাজ স্থানে করি বিদায় গ্রহণ।
চলিল করাল (৪) রবী জীবের আবাসে ;
এদিকে ক্ষণেক পরে ব্যাঘ্র কাঁপে ত্রাসে।
হায় আমি না বুঝিয়া করিনু কি কাজ ;
বন সত্ত্ব (৫) গণ মাঝে পাই বুঝি লাজ।
বিবেকাশ্ব (৬) পর্য্যয়ণ (৭) ত্যজি কি কারণ ;

১। ভেষজ—ঔষধ। ২। হিত-গর্ভা—হিত জনক। ৩। সন্দেশ—সংবাদ। ৪। করাল—ভীষণ। ৫। সত্ত্ব—প্রাণী। ৬। বিবেকাশ্ব—(বিবেক+অশ্ব) জ্ঞানরূপ ঘোটক। ৭। পর্য্যয়ণ—অশ্ব সজ্জা, জিন।

মূঢ়তা রাসভে (১) আমি চড়িনু এখন।
এত আশু কেন গূঢ় রহস্য আমার,—
পবন গোমায়ু স্থানে করিনু প্রচার।
স্বীয় সংহারণী তীক্ষ্ণা কৃপাণিকা খানি;
অপাত্রে বিন্যস্ত (২) হ'ল মনে অনুমানি।
যেহেতু কথিত আছে বুধের বচন;
রাজোচিত কার্য্য ইহা হইছে স্মরণ।
অর্থাৎ ভূপতি যিনি যবে বিশ্বে হয়;
এই ব্যক্তি চয়ে যেন না করে প্রত্যয়।
কিম্বা কভু মানসিক রহস্য (৩) তাঁহার;
তাহাদের স্থানে যেন না করে প্রচার।
প্রথমে সেজন, যেবা রাজ সভাপথে;
বিনাদোষে বহুকাল স্বীয় কায় রথে।
বহিল কষ্টের ভার অসন্তুষ্ট চিতে;
বিশ্বাসিলে তাকে হয় বিপরীত হিতে।
দ্বিতীয় সে ধন মান পূর্ণ পোত (৪) যার;
ডুবাইল রাজ সেবা পয়োধি (৫) মাঝার।
তৃতীয় সেজন, যেবা স্বীয় পদাম্বর (৬),—
হৈতে পড়ে পদচ্যুত পৃথ্বীর (৭) উপর।
চতুর্থ সে, যে না হেরে প্রতিভা-নয়নে (৮);
নির্ব্বিবাদ সচ্ছন্দতা মৃগাঙ্ক (৯) বদনে;
সদা স্বীয় স্বভাবকে কলঙ্ক মসীতে (১০)।

১। রাসভ—গাধা। ২। বিন্যস্ত—স্থাপিত। ৩। রহস্য—গুপ্ত বিষয়। ৪। পোত—জাহাজ। ৫। পয়োধি—সমুদ্র। ৬। পদাম্বর—পদরূপ আকাশ। ৭। পৃথ্বী—পৃথিবী। ৮। প্রতিভা-নয়নে—জ্ঞান চক্ষে। ৯। মৃগাঙ্ক—চন্দ্র। ১০। মসী—কালি।

কলঙ্কিত করে এই বিশাল মহিতে।
পঞ্চম সে দোষী, যার সহচর গণ;
যে কোন্ কারণে থাকি রাজ সুশাসন।
প্রাপ্ত হয় রাজস্থানে তিতিক্ষা (১) অমৃত (২);
আর সে যদ্যপি ভোগে শাসন অমৃত (৩)।
ষষ্ঠ সে দোষী যে রাজ বিচার কারণ;
বেশী দণ্ড ভোগে চাহি সহ দোষীগণ।
সপ্তম সে জন, যেবা বিশেষ যতনে;
বহু কাল বহু সেবা করি প্রাণপণে।
সামান্য শিরপা পায় ভূপতি গোচরে;
কিন্তু অল্প সেবা করি তার সহচরে।
মহামূল্য পুরস্কার বিনিময়ে তার,—
অনায়াসে পায় যদি সমীপে রাজার।
অষ্টমে সে কষ্টমনা নৃপতি, যাহার,—
যত্নে লয় অরাতির (৪) বাক্য উপহার।
তাহে সে সন্দিগ্ধ চিত্তে রহে অনুক্ষণ;
পাছে ঘটে অরি বাক্যে তার বিড়ম্বন (৫)।
নবম সে জন যে না বুঝি হিতাহিত;
রত হয় রাজ আজ্ঞা পালনে ত্বরিত।
তাহাতে হইবে সিদ্ধ কুশল আপন;
এইরূপ অনুরোধ করে যেই জন।
দশম সে জন, যেবা রাজ-প্রিয়জন,—
কোন ক্রমে হ'তে নাহি পারিয়া কখন,—
ভূপতির অরি সহ সখ্যতা (৬) স্থাপন;

১। তিতিক্ষা—ক্ষমা। ২। অমৃত—সুধা। ৩। অমৃত—বিষ। ৪। অরাতি—শত্রু। ৫। বিড়ম্বন—বিঘ্ন। ৬। সখ্যতা—বন্ধুত্ব।

করিয়া জানিল তাহে মঙ্গল আপন।
এই দশ রকমের ব্যক্তি সমুদয়;
নৃপতি কদাচ যেন না করে প্রত্যয়।
ফলতঃ যে জন নাহি পরীক্ষিত হয়;
সহসা প্রত্যয় তাকে সমুচিত নয়।
রাজ ভক্তি প্রদর্শক বিশ্বস্ত যে জন;
তাকে জ্ঞাত করা যায় রহস্য আপন।
কিন্তু পবনের সেই পরীক্ষা কারণ;
যুক্তি নহে অরি স্থানে তাহাকে প্রেরণ।
যেহেতু সে বহুকাল আমার সেবায়;
কাটাইল কষ্ট করি বিনা শিরপায়।
সেই ক্লেশ কণ্টকের কঠোর বিন্ধন;
হয় ত জাগিছে তার চিতে প্রতিক্ষণ।
নির্ব্বাণিতে সে ভীষণ চিত্ত কৃতমাল (১);
পারে সে ঘটাতে রাজ্য-বিপ্লব (২) জঞ্জাল।
এরূপ গভীর চিন্তা তোয়ধি (৩) ভিতর;
নিমগ্ন হইয়া ব্যাঘ্র বনেশ বিস্তর।
কভু বা সভাভিমুখে (৪) কভু বনদেশে;
ভ্রমণ করিতেছিল পবন উদ্দেশে।
হেন কালে দূরদেশে নেত্র পথে তার;
প্রকাশিল আসিয়া পবন গুণাধার।
মৃগাদ বনেশ যদি পবনে হেরিল;
শান্তি সুধা মনোচক্রে তার সঞ্চারিল (৫)।

১। কৃতমাল—অগ্নি। ২। বিপ্লব—উপদ্রব, বিদ্রোহ। ৩। তোয়ধি—সমুদ্র। ৪। সভাভিমুখে—(সভা + অভিমুখে) সভার দিকে। ৫। সঞ্চারিল-সঞ্চিত হইল।

অনতিবিলম্বে তবে জম্বুক পবন ;
বনরাজ সন্নিধানে আইল যখন।
কাননাধিপতি তাকে কহিছে তখন ;
কহ শুনি প্রিয়জন সংবাদ কেমন।
এতেক শুনিয়া তবে পবন ত্বরায় ;
ষষ্ঠাঙ্গে প্রণতি করি কহিছে তাহায়।
মম বাক্য শুন প্রভো অনুকম্পাধার ;
ভীম নাদী জীব এক বৃষভ অসার।
শৌর্য্য বীর্য্য হীন সেটা দেখেছি বুঝিয়া ;
স্থূলাঙ্গ হয়েছে শুধু অরণ্যে চরিয়া।
আহার বিহার আর উচ্চরব বিনা ;
সাহস বিক্রম কিছু তাহাতে দেখি না।
যেহেতু ভরসা আর বল বুঝিবারে ;
বিবিধ পরুষ-বাক্য (১) কয়েছি তাহারে।
কিন্তু তাহে না দেখিনু হ'তে তাকে রুষ্ট ;
বরঞ্চ প্রকাশ পানু হইতে সন্তুষ্ট।
এতেক শুনিয়া তবে অটব্যধিপতি ;
কহিতে লাগিল ইহা পবনের প্রতি।
একদা বৃষভ সহ করিয়া আলাপ ;
কি কারণ ইহা তুমি কহিছ প্রলাপ (২)।
কিহেতু জানিলে তাকে বলহীন জন ;
তাকে তুমি পরীক্ষা না করিলে কখন।
যদিচ ঝটিকা (৩) নাহি টালে কুটিকুলে ;
কিন্তু মহা মহীরুহ (৪) মূল সহ তুলে।

১। পরুষ-বাক্য—কটু উক্তি, তেজের কথা। ২। প্রলাপ—অমূলক উক্তি। ৩। ঝটিকা—ঝড়। ৪। মহীরুহ—বৃক্ষ।

বিজ্ঞবীর বিশ্ববাসে হয় যেই জন ;
সমকক্ষ (১) শত্রু নাহি পায় যতক্ষণ।
স্বীয় শৌর্য্য (২) ক্রিয়া নাহি করয়ে প্রকাশ ;
কিম্বা কভু কোন ক্রমে না হয় হতাশ।
শ্যেন কি কখন করে টুন্টুক (৩) শিকার ;
অজগর (৪) চাহে কিহে কভু ভেকাহার ?
এবার্ত্তা শ্রবণ করি চক্রাট পবন ;
কহে শুন কাননেশ করুণা-সদন।
একদা বৃষভ সহ করি সমাহার (৫) ;
জানিতে পেরেছি আমি সে জন অসার।
মম এ প্রতিভা কষ্টি-পাষাণে কসিয়া ;
বৃষ পরাক্রম হেম (৬) লয়েছি বুঝিয়া।
তবে যদি দয়াময় প্রত্যয় না কর ;
এখনি আনিব তাকে তোমার গোচর।
অবিলম্বে অব তব অংঘ্রি (৭) সেবার কারণ ;
দাসত্ব আলানে তাকে করিব বন্ধন।
তাহা হ'লে সে তোমার চরণ সেবিবে ;
রাজভক্তি প্রকাশিয়া সর্ব্বদা তোষিবে।
এতেক কহিল যদি জম্বুক পবন ;
মৃগাদ (৮) হইল তুষ্ট করি তা শ্রবণ।
অতঃপর কাননেশ কহিল পবনে ;
যাও তবে আনিবারে বৃষভ বাহনে।
বনেশের আজ্ঞা পেয়ে জম্বুক তকিল ;

১। সমকক্ষ—সমান। ২। শৌর্য্য—বীরত্ব। ৩। টুন্টুক—টুন্টুনি পাখী। ৪। অজগর—বৃহৎ সর্প, যে ছাগ ভক্ষণ করে। ৫। সমাহার—মিলন। ৬। হেম—স্বর্ণ। ৭। অংঘ্রি—চরণ। ৮। মৃগাদ—ব্যাঘ্র।

মানসে ধারণা করি কৌশল কুটিল (১)।
বাহন আবাসে আশু উত্তীর্ণ হইল;
নিডর হইয়া পরে কহিতে লাগিল।
শ্রবণ করহে বৃষ পীন কলেবর;
জিজ্ঞাসি যা কহ তাহা আমার গোচর।
পূর্ব্বে কোথা ছিলে তুমি; কি রূপে এখানে-
আইলে প্রকাশি তাঁহা কহ মম স্থানে।
এতেক শুনিয়া তবে বৃষভ বাহন;
কহিল পবনে সব স্বীয় বিষবণ।
বৃষভের সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া;
পবন পুনশ্চ তাকে কহে সম্বোধিয়া।
শুন ওহে বনচারী আমার বচন;
কহি তব লাগি যাহা করিয়া যতন।
শার্দ্দূল বনেশ এই আজ্ঞা করিয়াছে;
তোমাকে সভায় তাঁর যেতে কহিয়াছে।
আমাকে তোমার লাগি প্রেরিল এখানে;
যাবে কি না বল তুমি তাঁর সন্নিধানে।
এত দিন কেন তুমি রহি এ কাননে;
তাঁর সহ না করিলে দেখা কি কারণে।
এই যে দণ্ডার্হ (২) দোষ করেছ যখন;
যদ্যপি বাঁচিতেঁ চাহ তাহ'তে এখন।
অবিলম্বে তাঁর সহ সাক্ষাৎ করহ;
ক্ষমিতে পারে সে দোষ করি অনুগ্রহ।
উপেক্ষা করিলে কিন্তু তাঁহার আদেশ;
কি জানি কি আজ্ঞা দেন নাজানি বিশেষ।

কুটিল—ক্রূঢ়। ২। দণ্ডার্হ—দণ্ডের উপযুক্ত

পবনের বার্ত্তা শুনি বৃষভ বাহন ;
শঙ্কিত হৃদয়ে তবে কহিছে তখন।
মৃগাদ বনেশ কেবা না জানি কখন ;
করিছ আপনি যাঁর গুণানুকীর্ত্তন।
বৃষের এ উক্তি শুনি গোমায়ু চতুর ;
কহে শুন শার্দ্দূলের বাচিক (১) প্রচুর।
এই যে অটবী রাজ্য জানিবে তাঁহার ;
বিরাট (২) সম্রাট যিনি তাহার মাকার।
মোরা সব বন সত্ত্ব কিঙ্কর যাঁহার ;
আদেশিত আজ্ঞাবহ আছি অনিবার।
অনুজ্ঞা পালক যাকে দেখেন মৃগাদ ;
তুঙ্গমঞ্চে তুলে তারে প্রদানি প্রসাদ (৩)।
কিন্তু কার শুনে যদি অবাধ্যতা বাদ ;
ঘটায় কঠোর দণ্ডে হরিষে বিষাদ।
এ সব বৃত্তান্ত শুনি শার্দ্দূল রাজের ;
বৃষের অন্তরে হৈল উদয় ভয়ের।
তখন সে সানুনয়ে সম্বোধি পবনে ;
কহিতে লাগিল অতি ভয়াকুল মনে।
কৃপা করি বন্ধো যদি আমার লাগিয়া ;
আতঙ্ক রহিত কর কিছু ভর্সা দিয়া।
তব দত্ত ভর্সা ভেলা পেলে একবার ;
ব্যাঘ্র-কোপ পারাবার হই পারাপার।
তাহা হ'লে তব সহ হইয়া নিডর ;
আশু গতি যাই বনরাজের গোচর।
বাহনের উক্তি শুনি পবন তখন ;

১। বাচিক—বৃত্তান্ত। ২। বিরাট—মহা, প্রধান। ৩। প্রসাদ—অনুগ্রহ

কহিতে লাগিল তবে এমত বচন।
প্রতিজ্ঞা করিনু চল তোমার লাগিয়া;
খণ্ডাইব দোষ তব বনেশে কহিয়া।
ইহা শুনি বৃষ চিত-ডর পয়োধর;
দূর হৈল সমুদিল শান্তি শশধর (১)।
তখন পবন সহ চলিল বাহন;
রাজসভা নিকটস্থ হইল যখন—
পবন বাহনে তবে রাখিয়া সে স্থান;
মৃগাদে এবার্ত্তা শুভ করিল প্রদান।
বৃষ আগমন-বার্ত্তা শ্রবণি বনেশ;
উদিল অন্তরে তার আনন্দ অশেষ।
পরমেশে ধন্যবাদ প্রদান করিল;
বৃষভে সভার মাঝে আসিতে কহিল।
কর্ব্বর রাজের আজ্ঞা পাইয়া বাহন;
সভায় যাইয়া তবে দিল দরশন।
তখন শার্দ্দূল-রাজ তাহাকে সত্বর;
সম্মান করিল বহু প্রকাশি আদর।
অতঃপর জিজ্ঞাসিল বাহনে কর্ব্বর;
মম রাজ্যে কবে এলে কহ গুণধর।
কি কারণে আসিয়াছ প্রকাশিয়া তায়;
মানস প্রফুল্ল মর্ম করহে ত্বরায়।
কানন রাজের এই শুনিয়া আদেশ;
বাহন বৃত্তান্ত নিজ কহিল বিশেষ।
শুনিয়া মৃগাদ রাজ বৃষ বিবরণ;
অনুজ্ঞা তাহাকে তবে করিল তখন।

১। শশধর — চন্দ্র।

মম আজ্ঞাবহ তুমি হইয়া এখন ;
সুখের সদন (১) দ্বার কর উদ্ঘাটন (২)।
সভামাঝে উপস্থিত প্রতিক্ষণ রবে ;
তাহ'লে প্রসাদে মম বঞ্চিত না হবে।
বিদেশী ভ্রমণকারী ব্যক্তির কারণ ;
বদান্যতা (৩) বাস মম মুক্ত অনুক্ষণ।
মম এ অরণ্য রাজ্য-অধিবাসিকুল ;
কোন দ্রব্য অপ্রতুলে (৪) না আছে আকুল।
সর্ব্বদা উৎসবময় সবার আলয় ;
শোক তাপ শূন্য সবে জানিবে নিশ্চয়।
মম এ কানন রাজ্যে কেহ নিবাসিলে ;
আমার প্রসাদ-মণি-খনি তাকে মিলে।
রহিলে সর্ব্বদা তুমি এরাজ ভবনে ;
সমৃদ্ধি সুধাংশু আস্য (৫) হেরিবে নয়নে।
মৃগাদের স্নেহ ময় শুনিয়া কথন ;
রত হৈল আজ্ঞা তার পালনে বাহন।
বৃষে আজ্ঞাবহ হ'তে যখন হেরিল ;
পবনের কৃতকার্য্যে ব্যাঘ্র প্রশংসিল।
এজন্য শিরপা (৬) বহু প্রদানি তখন ;
করিল মৃগাদ তার মানস রঞ্জন।
রাজোপঢৌকনে (৭) তার আনন্দ-আলয় ;
পূরিত পূরাণ সম পূর্ণ আশু হয়।
ওদিকে কিঙ্কর-পদ পাইয়া বাহন ;

১। সদন—গৃহ। ২। উদ্ঘাটন—মোচন। ৩। বদান্যতা—দানশীলতা। ৪। অপ্রতুল—অভাব। ৫। আস্য—বদন। ৬। শিরপা—পারিতোষিক। ৭। রাজোপঢৌকন—(রাজ+উপঢৌকন) রাজার ভেট বা উপহার।

ব্যাঘ্র আজ্ঞা সুপালনে রহি অনুক্ষণ—
রাজ ভক্তি প্রসূনের মালিকা যতনে;
উপহার দিত সদা বনেশ চরণে।
কাননাধিপতি তার দেখি সদাচার;
বুঝিল এ ভৃত্য মম প্রতিভা (১) আধার।
প্রত্যহ পরীক্ষা করি সুকার্য্য কলাপ;
ক্রমে বাড়ে তার সহ বাঘের আলাপ।
অল্পকাল মধ্যে ইহা জানিল কর্ব্বর;
বৃষ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মম কিঙ্কর ভিতর।
অতিক্রম করি তার ধী-বিধু-কিরণ;
মম মন্ত্রীচয়-বুদ্ধি-দেউটী (২) কখন—
সক্ষম না হবে হ'তে উজ্জ্বল বরণ;
তারা জ্যোতিহীন যথা উদিলে তপন।
রাজ ভক্ত উপকারী তাহার সমান;
কেহ নাহি ভৃত্যমাঝে করি অনুমান।
ইহা স্থির বুঝি তবে মানসে কর্ব্বর;
প্রধান অমাত্য তারে করিল সত্বর।
বৃষ-তুচ্ছ ভৃত্য পদ বীজ অঙ্কুরিয়া;
মহামন্ত্রী-পদ বৃক্ষ হইল বাড়িয়া।
অন্যপক্ষে বনেশের অনিচ্ছা সমীরে;
পাড়ে পবনের পদ-পাদপ (৩) অচিরে।
হেরিলে এদশা তবে গোমায়ু চতুর;
শোক-বহ্নি জ্বলি তার উঠিল প্রচুর।
পদের খর্ব্বতা উল্কা পড়িয়া সত্বর;
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার ভরসা-ভুধর।

১। প্রতিভা—জ্ঞান। ২। দেউটী—প্রদীপ। ৩। পাদপ—বৃক্ষ।

চিত্ত হতে সুখ সুধা বিলীন হইল ;
দুখ রাশি-হলাহল তাহে সঞ্চারিল।
বিমর্ষতা নভঃক্রান্তী (১) গভীর গর্জ্জিয়া ;
সচ্ছন্দতা এণ (২) তার লইল ধরিয়া।
প্রতিভা-অরুণ তার হৈল আভাহীন ;
অনাহারে ক্ষীণ হয়ে ক্রমে কায় পীন।
ভাবনা তমিস্র কূপে দিবস রজনী ;
মনোদুখে ভ্রমে যেন মণি হারা ফণী।
অগত্যা তখন ইহা চিন্তিয়া পবন ;
কহিতে লাগিল তবে মানসে আপন।
শুনরে অবোধ মন কি কাজ করিলি ;
অগ্রে কেন জীবনের যুক্তি না লইলি।
কেনরে করিতে ব্যাঘ্র-মানস-রঞ্জন ;
আনিলি তাহার কাছে বৃষভ বাহন।
ওরে মূঢ় কেন এই মূঢ়তা-পাতিলী (৩) ;
স্বীয় পদ-পক্ষী বধ কারণে পাতিলি।
এইরূপে নিজ প্রতি বহু তিরস্কার,—
করি পুনঃ যুক্তি করে মনে আপনার।
যাই এবে একবার জীবনের কাছে ;
বলিবে সে ইহার যা সদুপায় আছে।
পবন এ যুক্তি তবে সিদ্ধান্ত করিয়া ;
মানস-বহিত্রে (৪) দুখ-পণ্যকে (৫) লইয়া।
চিন্তা-বারি রাশি (৬) বক্ষে ভাসিয়া চলিল ;
জীবন-পুলিনে আশু উত্তীর্ণ হইল।

১। নভঃক্রান্তী—সিংহ। ২। এণ—হরিণ। ৩। পাতিলী—ফাঁদ। ৪। বহিত্র—নৌকা। ৫। পণ্য—বাণিজ্য দ্রব্য। ৬। বারিরাশি—সমুদ্র।

পবনে দেখিয়া তবে গোমায়ু জীবন ;
জিজ্ঞাসিল প্রিয় সখে আছ হে কেমন ?
এবার্ত্তা শুনিয়া তবে জম্বুক পবন ;
কহে শুন প্রিয়জন মম বিবরণ।
মনোযোগে কত সেবা করিয়া কর্ব্বরে ;
হর্ষিত করিনু তার দুঃখিত অন্তরে।
উদ্যম-আলানে বাঁধি বৃষভ বাহনে ;
বাঘের আয়ত্তাধীন (১) করিনু যতনে।
প্রয়াস-উদক বহু করিয়া সিঞ্চন ;
নির্ব্বাণ করিনু তার ত্রাস হুতাশন।
পরন্তু সে ত্যজি মোরে, লইয়া বাহনে,—
প্রধান সচিব পদে বরিল এক্ষণে।
যদি কিছু সদুপায় জান তুমি তার ;
অনুগ্রহ করি মোরে কর তা প্রচার।
তব উপদেশ যদি আগে লইতাম ;
এ মনোবেদনা কভু নাহি পাইতাম।
পবনের সমুদয় শুনি বিবরণ ;
সম্বোধিয়া কহে তাকে জম্বুক জীবন।
শুন ওহে প্রিয়জন কহিছি তোমায় ;
নিজ ক্রিয়া ফল মোরা পাই এ ধরায়।
স্বীয় সুমঙ্গল শাখী করিয়া ছেদন ;
এখন কি হবে আর করিলে ক্রন্দন।
স্বকীয় কুক্রিয়া অম্ল স্বীয় সুখ পয়ে ;
প্রদান করিলে কিসে রহে ঠিক হয়ে।
রোপিলে তিন্তিলী (২) কিহে দ্রাক্ষা কভু মিলে ?

১। আয়ত্তাধীনে—(আয়ত্ত+অধীন) বশীভূত। ২। তিন্তিলী—তেঁতুল।

উপায় না দেখি এবে কি হবে বকিলে।
তোমার অবস্থা ঠিক দেখেছি তেমন ;
যাহা ঘটেছিল এক যোগীকে যেমন।
এ বার্ত্তা শুনিয়া তবে চিন্তিত পবন ;
কহে কভু না শুনিনু সে যোগী কথন।
অতএব প্রিয় সখে করুণা করিয়া ;
যোগীর বৃত্তান্ত কহ আমার লাগিয়া।
ইহা শুনি মনোযোগে গোমায়ু জীবন ;
কহিতে লাগিল তবে যোগীর কথন।
মহাম্মর্দ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি ;
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।

---০ঃ০---

জীবন নামিক জম্বুকের বর্ণিত একটী যোগীর উপাখ্যান।

প্রাণেশ বিশ্বাসী ওহে প্রিয় শ্রোতাগণ ;
তোমাদের সুমঙ্গল হোক অনুক্ষণ।
অতঃপর মহামতি মহর্ষি সুজন ;
ভুবন বিজয় ভূপে কহিছে এমন।
শুন তাহা অধিরাজ ধীশক্তি ভাণ্ডার ;
যোগী-বার্ত্তা করিল যা জীবন প্রচার।
পূর্ব্বকালে ছিল এক দয়ালু ভূপতি ;
বদান্য-গুণেতে যিনি সুবিখ্যাত অতি।
বিতরণ ফুল দামে করুণা অঙ্গনা ;
বিভূষিতে তাঁর ছিল সর্ব্বদা বাসনা।
এজন্য একদা এক ঋষি অঙ্গদেশ ;

মূল্যবান বস্ত্রদানে শোভিল বিশেষ।
সে অমূল্য পরিচ্ছদ পেয়ে যোগীবর;
রাখিল যতনে যোগ-আশ্রম ভিতর।
জনেক তস্কর পেয়ে তাহার সন্ধান;
হরিতে সে পরিচ্ছদ হৈল যত্নবান।
বিবিধ কৌশল জাল করিয়া বিস্তার;
ঈপ্সাকৃত মীন ধরে বাঞ্ছা ইহা তার।
পরন্তু উদ্যম করি বিফল হইল;
কোনক্রমে পরিচ্ছদ হরিতে নারিল।
শেষে সে উপায় এই করে উদ্ভাবন;
শিষ্যরূপে যোগীস্থানে করিবে গমন।
তা হ'লে যোগেশ তারে যতন করিবে;
ক্রমে অভিলাষ তার পূরণ হইবে।
এরূপ সিদ্ধান্ত করি তকিল (১) তস্কর;
উপনীত হৈল গিয়া যোগীর গোচর।
যোগমন্ত্রে যেন সে হইবে সুদীক্ষিত;
করে এ অলীক ঈপ্সা ঋষিকে বিদিত।
মনের কুভাব বিষ জ্ঞাত না হইয়া;
গেল যোগী তার বার্ত্তা-সুধায় ভুলিয়া।
তবে শিষ্য রূপী চোরে মুনি মহাজন;
যোগবিদ্যা শিক্ষা দেয় করিয়া যতন।
এবে বাঞ্ছাপূর্ণ হবে বুঝিল তস্কর;
সহজে সুসিদ্ধ হবে নহে তা দুষ্কর।
কিছুদিন ছল করি আশ্রমে যোগীর;
এইরূপে রহে চোর হইয়া সুস্থির।

১। তকিল—ধূর্ত্ত।

ইতিমধ্যে একদিন পাইয়া সুযোগ ;
বস্ত্র হরি পলাইল ছাড়ি যোগী-যোগ।
নবশিষ্য পরিচ্ছদ না হেরি যোগেশ ;
বুঝিল মানসে সেই বৃত্তান্ত বিশেষ।
চুরি করি পলাইল শিষ্য পরিচ্ছদ ;
কারো দোষ নাই নিজে কিনিনু বিপদ।
তাহার সন্ধানে তবে ঋষি চূড়ামণি ;
বাহিরিল যোগাশ্রম ত্যজিয়া আপনি।
ইতস্ততঃ গবেষণ (১) করিতে করিতে ;
পথিমধ্যে দুই মৃগ পাইল দেখিতে।
যেন সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতে সত্বর ;
পরস্পর ছিল তারা করিতে সমর।
অসুর (২) সুরেন্দ্র কিবা হ'লেও অমর ;
হারাতে পারিত যুদ্ধে হইয়া নিডর।
পরস্পর শৃঙ্গ বর্শা করি সঞ্চালন ;
রুধিরে (৩) করিল ধৌত যোধন প্রাঙ্গণ।
সেই স্থানে শিবা (৪) এক আসিয়া তখন ;
লাগিল মৃগাঙ্গ-রক্ত করিতে লেহন।
অনতিবিলম্বে দুই মৃগ শৃঙ্গবান ;
দুই দিক হৈতে বিদ্ধি বধে শিবা-প্রাণ।
এই সব অলৌকিক (৫) ঘটনা হেরিয়া ;
চলিল যোগীন্দ্র তবে সে স্থান ত্যজিয়া।
তম-যবনিকা (৬) ধরি মার্ত্তণ্ড (৭) যখন ;

১। গবেষণ—অনুসন্ধান। ২। অসুর—দানব। ৩। রুধির—রক্ত। ৪। শিবা—শৃগালী। ৫। অলৌকিক—আশ্চর্য্য। ৬। তম-যবনিকা—অন্ধকার রূপ আবরণ। ৭। মার্ত্তণ্ড—সূর্য্য।

ঢাকিল সর্ব্বতোভাবে বসুধা-বদন (১)।
নিসর্গ (২) বিশ্রাম ডালি ধরিয়া মাথায় ;
ঘরে ঘরে ফিরে যবে তোষিতে সবায়।
নানা স্থানে যোগীবর ভ্রমি অবশেষে ;
হেনকালে গেল এক নগরাণি-দেশে (৩)।
বিশ্রাম আশ্রম নাহি পাইয়া তাপস ;
ভ্রমিয়া হইল তাঁর শরীর অবশ।
হেরিয়া স্থবিরা এক অবস্থা তাঁহার ;
আহ্বান করিল তাঁরে গৃহে আপনার।
ইহাতে সন্ন্যাসী তুষ্ট হইয়া বিস্তর ;
প্রাচীনার নিকেতনে (৪) চলিল সত্বর।
বৃদ্ধার আবাসে তবে গিয়া তপোধন ;
কোন এক বায়থায় (৫) পাতে যোগাসন।
সুযোগ পাইয়া যোগ সাধিতে যোগেশ ;
সমাসীন হৈয়া করে মানস নিবেশ।
কিন্তু সে প্রাচীনা যে ঋষিকে আহ্বানিল ;
নগর মাঝার খ্যাত গণিকা (৬) আছিল।
প্রাচীনা বয়সে হীন যৌবনা হইয়া ;
নবীনা রূপসী কত ছিল সে রাখিয়া।
সেই বারবিলাসিনী (৭) গণের অর্জ্জনে (৮) ;
যাপিতে ছিল সে কাল অতি তুষ্ট মনে।
অই বারবধু (৯) মাঝে জনেকা রূপসী ;

১। বসুধা-বদন—ধরাতল। ২। নিসর্গ—প্রকৃতি, স্বভাব। ৩। নগরাণি-দেশ—(নগর+আণি দেশ) নগরের সীমাদেশ। ৪। নিকেতন—গৃহ। ৫। বায়থা—নির্জ্জন স্থান। ৬। গণিকা—বেশ্যা। ৭। বারবিলাসিনী—বেশ্যা। ৮। অর্জ্জন—উপার্জ্জন। ৯। বারবধু—বেশ্যা।

যার রূপে আলো হ'ত তমিস্র-তামসী (১)।
অলক (২) তাহার কিবা উজ্জ্বল অসিত (৩);
মুনিজন হেরি যায় হইত অশিত (৪)।
ভ্রমর মরিত দুখে, যদি কৃষ্ণ কেশে,—
হেরিত একদা তার গিয়া শিরোদেশে।
ললাট যেমন অর্দ্ধ শশাঙ্ক (৫) বিকাশ;
যেন তাহা কামুকের চিতধরা ফাঁস।
ভুরু যার চারুচুল কৃষ্ণ রেখা দিয়া;
বিভাগিল মুখ পূর্ণ সুধাংশু (৬) লাগিয়া।
চঞ্চল কটাক্ষ তার চঞ্চলা (৭) হেরিয়া;
নীরদ (৮) প্রদেশে গিয়া আছে লুকাইয়া।
কভু ভ্রমক্রমে যদি ভুমণ্ডলে আসে;
স্মরিয়া কটাক্ষ তার পলায় তরাসে।
প্রকৃতির বাঁশী যেন নাসিকা তাহার;
হেন শিল্পী কেবা আছে গড়ে সে প্রকার।
আরক্ত শ্রবণ দ্বয় গৃধিনী-গঞ্জিত (৯);
গণ্ড যার পক্ক চূত (১০) রঙ্গ বিনিন্দিত।
মুখ সুধাভাণ্ড যবনিকা (১১) তারাধর (১২);
বাক্য-সুমধুর মধু যাহাতে বিস্তর।
সেই বার্ত্তা-সুধা তবে ছাঁকিবার তরে;
সৃজিলেন বিধি রদ (১৩) ছাঁকনী স্বকরে।

১। তমিস্র-তামসী—অন্ধকারময় রাত্রি। ২। অলক—কোঁকড়া চুল। ৩। অসিত—কৃষ্ণবর্ণ। ৪। অশিত—তৃপ্ত। ৫। শশাঙ্ক—চন্দ্র। ৬। সুধাংশু—চন্দ্র। ৭। চঞ্চলা—বিদ্যুত। ৮। নীরদ—মেঘ। ৯। গৃধিনী-গঞ্জিত—গৃধিনী নিন্দিত। ১০। পক্কচূত—পাকা আম্র। ১১। যবনিকা—আবরণ। ১২। তারাধর—(তার+অধর) তাহার ওষ্ঠ। ১৩। রদ—দন্ত।

হয় যা তাম্বুল (১) রসে অরুণ (২) বরণ ;
অরুণ লোহিত হতে পারে কি তেমন ?
কোথায় মরাল (৩) গ্রীবা (৪) লাগে তার কাছে ;
অতুল সে তুলনার নাহি কিছু আছে।
সে কণ্ঠ হেরিত যদি নীলকণ্ঠ (৫) যিনি ;
উৎকণ্ঠিত হয়ে ধ্যান ভাঙ্গিতেন তিনি।
ত্বদীয় সে পীনোন্নত (৬) দৃঢ় পয়োধর (৭) ;
বোধ করি পরশিত (৮) ব্যোম পয়োধর (৯)।
কণ্ঠ ও উদর দেশে ত্রিবলী (১০) আবলি (১১) ;
স্বর্গের সোপান (১২) যেন তুলনায় বলি।
কটির সূক্ষ্মতা ভাব শুধু হেরি তার ;
শিখিল সূক্ষ্মতা ভবে রেশমের তার।
মেরুদণ্ড হেরি যার খেটী (১৩) লণ্ডভণ্ড ;
যাহে তার সমুদ্ভব মদন প্রচণ্ড।
ব্রহ্মাস্ত্র নিতম্ব (১৪) তার হেরি একবার ;
বিমর্ষী হইয়া শুধু ভ্রমে অনিবার।
মাখনের স্তম্ভ যেন তার পদকর ;
রত্ন অলঙ্কার যাহে শোভে নিরন্তর।
দেখিতে এমন যেন সান্ধ্য (১৫) নভদেশে (১৬) ;

১। তাম্বুল—পান। ২। অরুণ—লোহিত। ৩। মরাল—রাজহংস। ৪। গ্রীবা—ঘাড়। ৫। নীলকণ্ঠ—শিব। ৬। পীনোন্নত—স্থূল ও উন্নত। ৭। পয়োধর—স্তন। ৮। পরশিত—স্পর্শ করিত। ৯। পয়োধর—মেঘ। ১০। ত্রিবলী—কণ্ঠের ও নাভির উপরিস্থ কুঞ্চিত চর্ম্ম রেখা ত্রয়। ১১। আবলি—শ্রেণী। ১২। সোপান—সিঁড়ি। ১৩। খেটী—লম্পট, লোচ্চা। ১৪। নিতম্ব—পাছা। ১৫। সান্ধ্য—সন্ধ্যাকালীন। ১৬। নভদেশ—আকাশ।

তারকা (১) খেলিছে অতি মনোহর বেশে।
পীত পদ-করাঙ্গুলি (২) ধবল নশ্বর ;
প্রসবিছে শুক্তি যথা মুক্তা নিরন্তর।
সেই নব যৌবনার রূপ-রাশি মদে ;
মাতি এক খেটী তার পড়ে প্রেম-হ্রদে।
রূপসীও লম্পটের প্রণয় আলানে (৩) ;
অহর্নিশি বাঁধা ছিল সুধু তারি স্থানে।
এজন্য সে গণিকাকে (৪) করিতে সম্ভোগ (৫) ;
অন্য বেল্লহল (৬) নাহি করিত উদ্‌যোগ (৭)।
সেই রূপসীর স্বীয় বৃত্তির অর্জ্জন ;
এইরূপে যবে হৈল সমূহ বর্জ্জন (৮)।
স্থবিরা গণিকা তাহে হইয়া দুঃখিত ;
রূপসীর খেটী বধে হৈল ত্বরান্বিত।
যে নিশি সন্ন্যাসী ছিল বৃদ্ধার ভবনে ;
সে নিশি সে বৃদ্ধা করে এ কর্ম্ম যতনে।
বিষম উন্মত্তকারী প্রচুর মদিরা (৯) ;
নায়িকা নায়কে পান করায় স্থবিরা।
সে সুরা পানিয়া মত্ত তাহারা হইল ;
সংজ্ঞা শূন্য জড়বৎ পড়িয়া রহিল।
তাদের এদশা বৃদ্ধা হেরিল যখন ;
মানসে ভীষণ যুক্তি করিয়া তখন,—
নীল (১০) কিছু লয়ে এক নলিকা পূরিয়া ;

১। তারকা—তারা। ২। পদ-করাঙ্গুলি—পদ এবং হস্তের অঙ্গুলী। ৩। আলানে—শৃঙ্খলে। ৪। গণিকা—বেশ্যা। ৫। সম্ভোগ—শৃঙ্গার বিশেষ। ৬। বেল্লহল—লম্পট, লোচ্চা। ৭। উদ্‌যোগ—উদ্যোগ। ৮। বর্জ্জন—ত্যাগ। ৯। মদিরা—মদ। ১০। নীল—বিষ।

খেটীর নকুট (১) আগে ধরিল যাইয়া।
গন্ধবাহা রন্ধ্রে, নীল প্রবেশ কারণ,—
নলী ফুৎকারিতে ত্রস্ত প্রাচীনা যখন।
হেন কালে অকস্মাৎ নায়ক হঞ্ছিল (২);
বৃদ্ধার অন্তরে তাহে গরল পশিল।
পরলোক অস্তাচল প্রাণ-হরি (৩) তার,—
গমন করিল আশু ছাড়িয়া সংসার।
হেরি এ অদ্ভুত কাণ্ড সন্ন্যাসী প্রধান;
সেস্থান ত্যজিয়া শীঘ্র করিল প্রস্থান।
শ্রান্তি বিনাশিতে তবে ক্লান্ত যোগীবর;
অবিশ্রান্ত খুজে কোন বিশ্রামের ঘর।
হেন কালে একজন উপানৎকার (৪);
আসি সসম্ভ্রমে তাঁরে করে নমস্কার।
অতিশয় ভক্ত শিষ্য ঋষির সে ছিল;
এজন্য তাঁহাকে স্বীয় গৃহে আহ্বানিল।
আপনার নিকেতনে (৫) লয়ে মুনিবরে;
নানাবিধ উপাচারে তার সেবা করে।
অন্তঃপর মহর্ষিকে রাখিয়া ভবনে;
চর্ম্মকার গেলা স্বীয় কর্ম্ম সম্পাদনে।
তাহার ভামিনী এক বেল্লহল চিত্ত;
নিত্য নিত্য যামিনীতে আবেশে তোষিত।
যবে রুইদাস (৬) গেলা করমে আপন;
শূন্য গৃহ পেয়ে তার কামিনী তখন,—
আহ্বানিয়া সন্তোষিতে হৃদয়ের মণি;

১। নকুট—নাসিকা। ২। হঞ্ছিল—হাঁচিল। ৩। হরি—সূর্য্য। ৪। উপানৎকার—মুচী। ৫। নিকেতন—গৃহ। ৬। রুইদাস—মুচী।

প্রেরিল সে স্বীয় নরসুন্দরী কুটনী।
চর্ম্মকার ভার্য্যা তবে ভাণ্ডিলী দূতীরে;
কহে বলো প্রাণনাথে এ বার্ত্তা অচিরে।
আজ নিশি রাশি রাশি সুবিধা যেমন;
পূর্ব্বে আর না মিলিল এরূপ কখন।
যেহেতু মদীয় স্বামী না আছে ভবনে;
প্রাণ ভরে প্রেমাঞ্জলি দিব প্রাণ ধনে।
স্বামী সরঘার আমি সুসঞ্চিত মধু;
আসিয়া করুক পান মম প্রাণ বঁধু।
জীবন উদ্যানে মম যৌবন সুফল;
নাথের সম্ভোগ বিনা সকল বিফল।
চকোরীর সম আমি এ রজনী যোগে;
চেয়ে আছি নাথ-চন্দ্র-চন্দ্রিকা (১) সম্ভোগে।
জীবন বল্লভে মোর বলিয়া এ বাণী;
ওহে দূতী সুচতুরা দেহ তারে আনি।
এবার্ত্তা শ্রবণ করি ভাণ্ডিলী কুটনী;
প্রাণনাথে দিল তারে আনিয়া তখনি।
বেল্লহল কুতুহলে ভাণ্ডিলী সহিত;
চরমকারের বাটী হৈল উপনীত।
দ্বারে সে দাঁড়ায়ে আছে এমন সময়;
তাড়াতাড়ি রুইদাস আইল আলয়।
দেখিল জনেক যুবা দ্বারেতে তাহার;
ইহাতে বিস্মিত হৈল উপানৎকার।
স্বামীকে হেরিবামাত্র চতুর লম্পট;
সেস্থান হইতে আশু করিল চম্পট।

চন্দ্রিকা—জোৎস্না।

পত্নীর সতীত্ব প্রতি চরমকারের ;
বদ্ধমূল ছিল এক দ্বিধা অন্তরের।
এবে সে ধারণা তার সুপক্ক হইল ;
স্বীয় ভার্য্যা কলুষিতা মানসে বুঝিল।
তবে চর্ম্মকার পশি আপন বাটীতে ;
ঘরণীকে অতিশয় লাগিল পিটিতে।
বিষম প্রহারি এক স্থূণায় (১) বান্ধিয়া ;
করিল শয়ন স্বীয় শয়নেতে গিয়া।
চরমকারের ক্রিয়া দেখিয়া যোগেশ ;
রহস্য তাহার কিছু না বুঝি বিশেষ।
এইকথা মনে মনে করে আন্দোলন (২) ;
মুচী স্বভার্য্যাকে বৃথা করিল পীড়ন।
বিনা অপরাধে এই অবলা অঙ্গনা ;
স্বামীকৃত প্রাপ্ত হৈল বিষম লাঞ্ছনা।
যদি আমি আগে অই উপানৎ-কারে ;
বুঝাইয়া কহিতাম যত্ন সহকারে।
তা হইলে সে আমার বার্ত্তা মহাচল ;
উল্লঙ্ঘিতে কভু নাহি প্রকাশিত বল।
এইরূপ মানসেতে কহিয়া বিস্তর ;
নীরব রহিল তবে সন্ন্যাসী প্রবর।
অতঃপর হৈল যবে গভীর রজনী ;
মুচী পত্নী স্থানে পুনঃ কুটিলা কুটনী,—
আসিয়া কহিছে চুপে শুন্ লো সুন্দরী।
তোমার বল্লভে আর কতক্ষণ ধরি,—
রাখিব, নিবাতে তব কাম হুতাশন ;

১। স্থূণা—খুঁটী। ২। আন্দোলন—তোলা-পাড়া।

প্রদানি তাহারি প্রেম মিলন-জীবন।
ভাণ্ডিলীর বার্ত্তা শুনি মুচীর ঘরণী (১);
স্বীয় সন্নিধানে তাকে ডকিয়া তখনি।
একে একে সমুদয় দুঃখের কথন;
কহিতে লাগিল তারে করিয়া বর্ণন।
শুন ভগ্নি তুমি যবে প্রিয় প্রাণেশ্বরে;
যতনে আহ্বানি মম আনিলে গোচরে।
চিত্ত-নভ ইন্দু (২) তবে ধীরে ধীরে আসি;
দুয়ার উদয় গিরি পাশে হাসি হাসি।
উদি সন্তোষিছে মম চিত্ত কুমুদিনী (৩);
হেনকালে আসি গৃহে দুষ্ট স্বামী যিনি।
প্রাণের বল্লভে মম দুয়ারে দেখিয়া;
ক্রোধ-হুতাশন তার উঠিল জ্বলিয়া।
নির্ব্বাণিতে সে তাহার কোপের অনল;
বিষম প্রহারে মোরে করিল বিহ্বল।
তারপর সে দুর্ম্মতি আমারে লইয়া;
সরোষে রাখিল এই স্থূণায় বান্ধিয়া।
এত্তেক কহিয়া অশ্রু করিয়া বর্ষণ;
চর্ম্মকার (৪) ভার্য্যা পুনঃ কহিছে তখন।
শুন ওহে বুদ্ধিমতী দূতী দয়াবতী;
কৃপাকরি কিছু এই দুখিনীর প্রতি।
বন্ধন মোচন যদি করিয়া আমার;
আপনাকে মম স্থানে রাখ একবার।
তবে এই সাবকাশে ওহে গুণবতী;

১। ঘরণী—স্ত্রী। ২। চিত্ত-নভ-ইন্দু—অন্তর আকাশের চন্দ্র। ৩। কুমুদিনী—জলজ উদ্ভিদ বিশেষ, সাপলা। ৪। চর্ম্মকার—মুচী।

প্রাণনাথে সন্তোষিয়া আসি আশুগতি।
চর্ম্মকার কলত্রের (১) প্রণয় প্রভাবে;
ভাণ্ডিলী সম্মতা হৈয়া এ দৃঢ় প্রস্তাবে;—
বন্ধন মোচন করি মুচীর পত্নীর;
উদ্বেলিত (২) চিত্ত তরি করিল সুস্থির।
অতঃপর মুচী ভার্য্যা বার্ত্তা-বাহিনীরে;
স্বণাঙ্গে স্বস্থানে তবে বান্ধিয়া অচিরে,—
বাহিরিলা ত্বরান্বিতা হইয়া যখন;
করিতে স্ব বেল্লহল মানস রঞ্জন।
যোগীবর এ ঘটনা হেরিয়া নয়নে;
সে কপটা কুলটায় ঘৃণে মনে মনে।
এ বীভৎসা (৩) রমণীকে করিলে প্রহার;
মুচিকে করিয়াছিনু অযথা ধিক্কার।
ধন্যবাদ দেই সেই পরম ঈশ্বরে;
অনুরোধ না করিনু ওর স্বামী তরে।
এইরূপ মানসেতে চিন্তিতে আছিল;
হেন কালে রুইদাস জাগিয়া উঠিল।
অতঃপর ভার্য্যাকে সে ডাকে উচ্চ রবে;
তা শুনি ভাণ্ডিলী ভাবে এক্ষণে কি হবে।
যদ্যপি উত্তর দেই মুচীর কথার;
তাহলে রহস্য সব হইবে প্রচার।
ইহা'তে হইয়া বার্ত্তা বাহিনী (৪) ত্রাসিত;
নীরবে ভাবিতেছিল কি করে বিহিত।
ওদিকে উত্তর নাহি পেয়ে চর্ম্মকার;

১। কলত্র—স্ত্রী। ২। উদ্বেলিত—অস্থির। ৩। বীভৎসা—ঘৃণিতা। ৪। বার্ত্তা-বাহিনী—দূতী, কুটনী।

সুগম্ভীর রবে স্ত্রীকে ডাকে বারম্বার।
কোন ক্রমে না পাইলে কথার উত্তর;
রোষানল জ্বলি তার দগ্ধিল অন্তর।
শয্যা ত্যজি উঠি তবে উপানৎকার;
রোহিণী বেগেতে গিয়া নিকটে স্তূণার।
তমোময়ী তামসীর (১) তুমুল (২) তিমিরে;
ভাণ্ডিলীকে ভার্য্যা ভাবি ভর্ৎসিয়া অচিরে;
কাটিয়া নকুট তার লইয়া স্বকরে;
বলে উপহার দিও তব খেটী তরে।
ভাণ্ডিলীর মহামূল্য জীবন রতন;
নকুট কাটায়ে শুধু বাঁচিল যখন।
তখন সে ঈশে ধন্য কহে বারম্বার;
নাসিকা যাউক প্রাণ বাঁচিল আমার।
নীরবে ভাণ্ডিলী তবে ভাবিছে এমন;
একে পাপ আরে দণ্ড এ বিধি কেমন।
অন্যদিকে উপানৎ-কারের ঘরণী;
স্তম্ভে বাঁধি গিয়া স্মর সুন্দরী কুটনী।
বিচ্ছেদ নীরস মন স্বকীয় খেটীর;
মিলন সুরস দানে করিয়া সুস্থির।
হাসি হাসি আসি আসি বলিয়া তখন;
স্বকান্তের স্থানে কৈল বিদায় গ্রহণ।
অতঃপর ইষুগতি আসিয়া আবাসে;
উপস্থিত হৈল গিয়া ভাণ্ডিলীর পাসে।
দেখিয়া নকুট কাটা বার্ত্তা-বাহিনীর;
প্রকাশিতে লাগিল সে হইয়া অস্থির।

১। তামসী—রাত্রি। ২। তুমুল—অতিশয়।

আহা আহা কে কাটিল নাসিকা তোমার ;
বল দেখি ভগ্নি তাহা সমীপে আমার।
কে অধম ধরাধামে এমনি নিঠুর ;
করে এ পশুর কর্ম্ম যেমন অসুর (১)।
এবার্ত্তা শুনিয়া নরসুন্দরী তখন ;
চুপে চুপে সমুদয় করিল বর্ণন।
আমূল বৃত্তান্ত শুনি ভাণ্ডিলী দূতীর,—
দুঃখে উদ্বেলিত চিত্ত হৈল মুচিনীর।
অতঃপর সান্ত্বনার সুমধুর বাণী ;
করিল দূতীরে স্নিগ্ধ প্রচুর প্রদানি।
তা পরে সে মুক্ত করি বন্ধন তাহার ;
আপনাকে বান্ধাইল স্তম্ভেতে আবার।
মুক্তি রত্ন লাভ যবে ভাণ্ডিলী করিল ;
চিত্ত তার উচ্ছ্বাসিত (২) আনন্দে হইল।
হাসি রোষি ভাবি কভু করিয়া ক্রন্দন
আপন আবাস পানে করিল গমন।
হেরি এই সমুদয় অদ্ভুত ঘটনা ;
বিস্মিত হইতেছিল যোগী মহামনা।
হেনকালে উপানৎকারের ঘরণী ;
আশ্চর্য্য চাতুরি এক করিয়া তখনি।
ঈশস্থানে করপুটে করে এ প্রার্থনা ;
দূরীভূত কর প্রভো মনের বেদনা।
অযথা কলঙ্ক ডালি মস্তকে আমার ;
স্থাপিল কিহেতু প্রাণপতি গুণাধার।
সামাজিক সুসম্মান শৈল শির থাকি ;

১। অসুর—অবিজ্ঞ, মূর্খ। ২। উচ্ছ্বাসিত—প্রফুল্ল।

লজ্জা কূপে, নিক্ষেপিল ইথে তোমা ডাকি।
লাঞ্ছনা গঞ্জনা আর করিয়া পীড়ন;
রাখিল স্থূণায় মোরে করিয়া বন্ধন।
পতিত পাবন ওহে লজ্জা নিবারক;
কলুষ নাশক মিথ্যা কলঙ্ক হারক।
অনুকম্পা করি এই দুখিনীর প্রতি;
অলীক কলঙ্ক হর অগতির গতি।
কর্ত্তিত (১) নকুট এবে করিয়া মিলন;
বদনের শোভা মোর করুন পূরণ।
শুনি এ ছলের ঈড়া উপানৎকার;
বলে একি কহ ওরে কলুষ ভাণ্ডার।
তুই অতি কুলাঙ্গারী কুল কলঙ্কিনী;
তোর কথা না শুনিবে পরমেশ যিনি।
পাপিনীর ঈপ্সা ফল ফলে কি কখন;
শুধুই লাঞ্ছনা ভোগ শাস্ত্রের লিখন।
এরূপে করিছে তারে বহু তিরস্কার;
হেনকালে মুচী পত্নী করে এ চীৎকার।
দেখ্‌রে ভ্রমান্ধ মূঢ় পতি নিরদয়;
করুণা করিল কিবা মোরে দয়াময়।
কাল্পনিক কুৎসা শ্রম করিবারে দূর;
কাঙ্গালিনী প্রতি কৃপা করিয়া প্রচুর,—
ছেদিত নকুট ঈশ মিলিত করিল;
অযথা কলঙ্ক মোর পঙ্কেতে প্রোথিল।
অলীক অযশঃ এবে হইল অন্তর;
নিরন্তর রবে মম প্রফুল্ল অন্তর।

১। কর্ত্তিত—ছেদিত

কি অদ্ভুত শক্তিধারী সর্ব্বশক্তি মান;
ভক্তি হেতু শক্তি দিয়া কৈল মুক্তিদান।
এসব বারতা শুনি স্বীয় বনিতার;
শয়ন ত্যজিয়া উঠি উপানৎকার।
ত্বরায় দেউটী এক জালিয়া তখন;
ছেদিত নকুট গিয়া করে অবেক্ষণ (১)।
ভার্য্যার নাসিকা যবে অখণ্ড দেখিল;
বিস্মিত হইয়া মুচী লজ্জিত হইল।
সুগভীর ভ্রম কূপে হয়ে সে পতিত;
বুঝিল বনিতা তার নহে কলুষিত।
এত বলি মুক্ত করি পত্নীর বন্ধন;
মধুর বাণীতে তবে তোষে তার মন।
শুন প্রেম পুত্তলিকা মায়াময়ী জায়া (২);
স্নেহাঙ্গিনী তুমি, আমি ও অঙ্গের ছায়া।
গোলাপ আননা আর আলাপে মধুরা;
কাকলী নাদিনী ধনি প্রেম রসে পূরা।
কৃষ্ণ কাদম্বিনী (৩) কেশা বিজলী হাসিনী;
হিঙ্গুল অধরা তুমি কুঙ্কুম (৪) বরণী।
প্রিয়সী লো প্রিয় বাক্যে বলহে আমারে;
রূপে গুণে তব সম কে আছে সংসারে।
নাবুঝে করেছি দোষ তোমার গোচরে;
ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর অধীনের তরে।
দেহাগারে প্রাণবায়ু রবে যত দিন;
ছায়া সম তব সঙ্গে রবে এ অধীন।

১। অবেক্ষণ—দর্শন। ২। জায়া—স্ত্রী। ৩। কাদম্বিনী—মেঘ। ৪। কুঙ্কুম—কুসুম ফুল।

মম প্রেম রসে রসি ত্যজ স্বীয় রোষ ;
হইবে সুযশঃ তব ই'থে নাহি দোষ।
তব বার্ত্তা বীজমন্ত্র জীবন কল্যাণ (১) ;
ভুলিবনা আর তাহা থাকিতে এ প্রাণ।
এইরূপে চর্ম্মকার তোষামোদ করি ;
বশেতে আনিল স্বীয় প্রিয় প্রাণেশ্বরী।
ওদিকে ছেদিত নাক লইয়া ভাণ্ডিলা ;
অবিলম্বে আপনার আবাসে আইলা।
নাসিকা কাটার প্রশ্ন হইবে যখন ;
কি দিবে উত্তর তাই করে আন্দোলন।
এমন সময় নরসুন্দরীর পতি ;
জাগরিত হয়ে ইহা কহে পত্নী প্রতি।
এবে নিশা গত প্রায় ডাকে উষাকল ;
শ্যামল গগণ বুঝি হয়েছে ধবল।
উষার সংবেশ ত্যজি উঠ লো সুন্দরী ;
ক্ষুরধান (২) আনি মোরে দেহ ত্বরা করি।
যাব অমুকের ক্ষৌর করম লাগিয়া ;
উঠ উঠ প্রাণ প্রিয়ে শয়ন ত্যজিয়া।
ক্ষুরিণী (৩) কাতর যেন হইয়া নিদ্রায় ;
উত্তর নারিছে দিতে স্বামীর কথায়।
ছলে আই ঠাই করি আলু থালু ভাবে ;
কাটা কাণ কথা কবে কি করে তা ভাবে।
ক্ষুরধান কিম্বা তার ডাকের উত্তর ;
না পেয়ে হইল ক্ষুরী (৪) ক্রোধিত বিস্তর।

১। কল্যাণ—মঙ্গল। ২। ক্ষুরধান—নাপিতাস্ত্রাধার। ৩। ক্ষুরিণী—নাপিতিনী। ৪। ক্ষুরী—নাপিত।

তকিলা (১) ভাণ্ডিলী করি কৌশল সৃজন ;
সুধু এক খানি ক্ষুর লইয়া তখন।
ধীরে ধীরে আনি দিল স্বামীর গোচরে ;
তাহে ক্ষুরী ক্রোধ করি বনিতা উপরে।
কহে তুই ক্ষুরধান ফেলিলি কোথায় ;
সুধু ক্ষুর কি করিব বল্ তা আমায়।
এত বলি তার দিকে নিক্ষেপিল ক্ষুর ;
তখন নিশার ছিল তিমির প্রচুর।
অবস্থা বুঝিয়া ছলে ক্ষুরিণী তখন ;
চিৎকার করিয়া অতি কহে এ বচন।
নিক্ষেপিয়া ক্ষুর কেন কাটিলে হে নাক ;
শুনিয়া এ বার্ত্তা ক্ষুরী হইল অবাক।
ক্ষুরিণী করিয়া ছল কান্দে উভরায় ;
প্রতিবাসী গণ তাহে আইল তথায়।
নরসুন্দরীর হেরি নাসিকা ছেদন ;
জিজ্ঞাসি জানিল তারা তাহার কারণ।
ইহাতে ক্ষৌরিকে (২) সবে করে তিরস্কার ;
কিকর্ম্ম করিলি ওহে দুষ্ট দুরাচার।
সুচারু শশাঙ্ক যথা শোভা অম্বরের ;
নাসিকা প্রসূন তথা আস্য-উদ্যানের।
ও মুখের শোভা শশী এবে আভা হীন ;
আর না উজ্জ্বল হবে রবে যত দিন।
পরাধীনা অঙ্গনার এতেক যন্ত্রণা ;
তুচ্ছ দোষে দিলি কেন ওরে নীচমনা।
এইরূপে সবে তারে ধিক্কার করিয়া ;

। তকিলা—ধূর্ত্তা। ২। ক্ষৌরিক—নাপিত

স্বীয় স্বীয় নিকেতনে যাইল চলিয়া।
ত্রিযামার (১) তম দূর করিতে তখন;
উদিল অরুণ পরি অরুণ (২) বসন।
হইল প্রভা (৩) তে তার প্রভাত যখন;
ক্ষুরীর পত্নীর তবে আত্মীয় স্বজন,—
সংবাদ পাইয়া সবে আসিয়া জুটিল;
ভর্ৎসনা ধুবন সুধু বর্ষিতে লাগিল।
ক্ষৌরিক চিন্তিয়া কিছু না পায় উপায়;
অরবে (৪) সহিয়া গালি করে হায় হায়।
ঠিক যেন করিল সে নকুট ছেদন;
এবার্ত্তা করিতেছিল মনে আন্দোলন।
অতঃপর ক্ষুরিণীর আত্মীয় স্বজন;
ক্ষুরী নামে অভিযোগ (৫) করিল তখন।
বিচারক আবেদন করিয়া শ্রবণ;
ভাণ্ডিলে ধরিতে ভৃত্য প্রেরিল আপন।
ওদিকে সন্ন্যাসী চর্ম্মকারের ভবনে;
নিশার ঘটনা হেতু রহে দুখ মনে।
ভাস্করের সুভাস্বর (৬) প্রভাতে প্রভাত;
হইল যবে গেল তাঁর মনের ব্যাঘাত।
সেস্থান হইতে তিনি বাহির হইয়া;
ফিরে প্রাতঃ সমীরণ সেবন করিয়া।
নগরের রাজপথে ভ্রমিতে ভ্রমিতে;
অকস্মাৎ বিচারকে পাইল দেখিতে।
যোগীর প্রণয় ছিল তাঁহার সহিত;

১। ত্রিযামা—নিশা। ২। অরুণ—লাল। ৩। প্রভা—আলোক। ৪। অরবে—নীরবে। ৫। অভিযোগ—নালিশ। ৬। সুভাস্বর—উত্তম দীপ্তিযুক্ত।

এজন্য আদর করি ঋষিকে ত্বরিত।
আপনার সন্নিধানে সুযোগ্য আসনে;
বসাইয়া তপোধনে অতি সযতনে,—
আলাপ করিতেছিল বিজ্ঞ বিচারক;
হেন কালে আসি এক কর্ম্ম সম্পাদক।
কহে ধৃত করি ক্ষুরী অপরাধী তরে;
আনিনু বিচার-জন্য প্রভুর গোচরে।
এতবলি উপস্থিত করিল তাহায়;
বিচারক দেখি তারে জিজ্ঞাসে ত্বরায়।
কেন তব বনিতার নাসিকা ছেদন,—
করিয়াছ, বল তুমি তাহারি কারণ।
এ প্রশ্ন শুনিয়া তবে সে নরসুন্দর;
না পারিল দিতে তার সুযোগ্য উত্তর।
নরসুন্দরীকে করে জিজ্ঞাসা তখন;
বল কে করিল তব নকুট ছেদন।
ইহা শুনি সে ক্ষুরিণী কহে ছল করি;
শয়নে শুইয়াছিনু বিগত সর্ব্বরী।
নিশিথিনী গত প্রায় দেখি মোর পতি;
ক্ষুরধান আনি দেহ কহে মম প্রতি।
একে গৃহ মধ্যে, তাহে তিমির কারণ;
না পাইনু ক্ষুরধান করি গবেষণ।
অবশেষে পেয়ে দিনু এক খানি ক্ষুর;
এজন্য ক্রোধিত ক্ষুরী হইয়া প্রচুর,—
নিক্ষেপিল ক্ষুর খানি উপরে আমার;
তাহে কাটা গেল নাক ধর্ম্ম অবতার।
বিচারক এ প্রমাণ যখন পাইল;

ক্ষৌরিকের দোষ তাহে সিদ্ধান্ত করিল।
এহেতু বিচার পত্র করি সম্পাদন ;
করিল এদণ্ড আজ্ঞা প্রচার তখন।
নরসুন্দরীর নাক কেটেছে যেমন ;
সে জন্য ক্ষুরীর কর নাসিকা ছেদন।
এ দণ্ডাজ্ঞা শুনি তবে যোগী মহাজন ;
বিচারকে কহে ইহা করি সম্বোধন।
শুন প্রভো কৃপাসিন্ধু প্রতিভা আকর (১) ;
কিছু অপরাধী নহে এ নরসুন্দর।
স্থগিত রাখিয়া তার দণ্ডাজ্ঞা সাধন ;
গূঢ় বিবরণ কিছু করুন শ্রবণ।
ঘটিল বৃত্তান্ত যাহা সম্মুখে আমার ;
শ্রবণ করুন তাহা ওহে ধর্ম্মাধার।
বিচারক শুনি তবে বারতা যোগীর ;
স্থগিত করিয়া দণ্ড সাধিতে ক্ষুরীর।
কহে তবে কহ ওহে জ্ঞানী গুণী মুনি ;
সেই সব বিবরণ মনোযোগে শুনি।
ইহা শুনি সে বৃত্তান্ত করিয়া বর্ণন।
বিচারকে শুনাইছে বিজ্ঞ তপোধন ;
না করিল পরিচ্ছদ তস্করে হরণ।
মৃগদ্বয় না বধিল শিবার জীবন ;
কেহ না নিধন করে বৃদ্ধা গণিকায় ;
কিম্বা ক্ষুরী না ছেদিল পত্নী নাসিকায়।
নিজ নিজ দোষে শুধু ঘটে এ সকল ;
লইলাম পরে কিনি স্বীয় অমঙ্গল।

১। আকর—খনি।

যদি ঈপ্সা না হইত শিক্ষা দিতে যোগ;
তস্কর কখন নাহি পাইত সুযোগ।
আমি নাহি ভুলিতাম মিষ্ট বাক্যে তার;
নারিত সে পরিচ্ছদ হরিতে আমার।
নিক্ষেপিনু চিনি জ্ঞানে পায় সে লবণ;
কেমনে পাইব তার মিষ্ট আস্বাদন।
যদি শিবা কোনক্রমে লোভী না হইত;
মৃগাঙ্গ শোণিত পানে কভু না মরিত।
যদ্যপি স্থবিরা বেশ্যা রূপসী নটীর;
খেটীকে করিতে বধ না করিত স্থির।
তাহ'লে তাহার স্বীয় প্রিয় প্রাণধন;
হলাহলে কভু নাহি করিত হরণ।
যদি মুচী বনিতার কলুষ করণে;
না করিত সহায়তা ক্ষুরিণী যতনে।
নাসিকা ছেদিত নাহি হইত তাহার;
কহিনু সকল কথা ওহে ন্যায়াধার।
অজ্ঞতা-রাসভে (১) সবে করি আরোহণ;
করিয়াছি স্বীয় কর্ম্ম-পথি পর্য্যটন।
পাউক সকলে এবে কুক্রিয়ার ফল;
পরন্তু নির্দ্দোষী ক্ষুরী ইহাতে কেবল।
একে একে সকলের বৃত্তান্ত নিকর;
বিচারক স্থানে যবে কহে ঋষিবর।
প্রত্যক্ষ ঘটনা চয় শুনিয়া যোগীর;
ব্যর্থ করিলেন তিনি দণ্ডাজ্ঞা ক্ষুরীর।
অকৃত্রিম অপরাধী জানিলেন যাকে;

১। রাসভ—গাধা।

সমুচিত দণ্ড আজ্ঞা দিলেন তাহাকে।
জীবন জম্বুক তবে যোগীর বৃত্তান্ত;
পবনের সন্নিধানে বর্ণি আদ্যোপান্ত।
কহে শুনিলেন সখে গল্প মনোহর;
স্বীয় কর্ম্মফল সবে পায় নিরন্তর।
মহর্ষির উপন্যাস কহি যে কারণ;
তাহার নিগূঢ় ভাব শুন দিয়া মন।
স্বইচ্ছায় কষ্ট কর কুক্রিয়ার ভার;
লইয়াছ্ সযতনে শিরে আপনার।
তব বৃথা কর্ম্ম বৃক্ষে যে ফল ফলিবে;
তোমাকে নিশ্চয় তাহা ভোগিতে হইবে।
বংশরসে কোনক্রমে ইক্ষু আস্বাদন;
প্রয়াস করিলে কিহে পায় কোন জন।
সেজন্য সুনীতি বীজ রোপিনু আমার;—
অসার উষর (১) মনোভূমিতে তোমার।
পরন্তু সুফল্ ক্রম না জন্মিল তায়;
ইহাতে এরূপ বোধ হইছে আমায়।
কাল-বীচিমালী (২) বীচি (৩) সে নীতি বীচিরে (৪);
তব চিত ক্ষেত্র হ'তে ভাসা'ল অচিরে।
অধিকন্তু অবিজ্ঞতা নীরদ থাকিয়া;
ভবদীয় লোভাশনি পতিত হইয়া।
বিবেক মন্দুরা (৫) ভগ্ন করিল যখন;
বাঞ্ছা বাজী বন্য ভাব্ ধরিল তখন।

১। উষর—লোণা, ক্ষারযুক্ত ভূমি। ২। বীচিমালী—সমুদ্র। ৩। বীচি-ঢেউ, তরঙ্গ। ৪। বীচি—বীজ। ৫। মন্দুরা—অশ্বশালা।

দমনিতে দিয়া দীক্ষা দন্তালিকা (১) মম;
নারিনু অদম্য তব ইচ্ছা তুরঙ্গম।
জীবনের সুমধুর এই তিরস্কার;
পবন শুনিয়া তবে কহে এ প্রকার।
সত্য বটে যা কহিলে মম প্রিয়জন;
তব নীতি পোত আমি ত্যজি অকারণ।
স্বীয় মত পারাবারে ডুবিয়া এখন;
খোয়াইনু শ্রমার্জ্জিত সর্ব্ব মান ধন।
হাবু ডুবু খেয়ে অতি পড়িয়া সঙ্কটে;
আসিয়াছি এবে আমি তোমারি নিকটে।
সমৃদ্ধি মর্য্যাদা মম হইল অপায় (২);
পুনঃ কিসে পাই তাহা বল সে উপায়।
বিপদে সহানুভূতি (৩) করিয়া প্রকাশ;
রক্ষ মোর তরে সখে হ'তেছি হতাশ।
এখন হইতে তব সুনীতি আলানে;
বাঁধিব কুইচ্ছা করী মম, সাবধানে।
তব দীক্ষা তুঙ্গ নগ করিতে লঙ্ঘন;
মম মত হরি (৪) হবে বিকল চরণ।
অজ্ঞতা অশ্বের মম রশ্মি (৫) ত্বরা ত্বরি;
ত্বদীয় বিজ্ঞতা সাদী লৈল ধৃত করি।
অচৈতন্য কুহেলিকা (৬) মম মনাগার;
সমাচ্ছন্ন রেখেছিল যেন অনিবার।
এবে তব সুচৈতন্য অংশুমালী (৭) করে;

১। দন্তালিকা—লাগাম। ২। অপায়—বিনাশ, হানি। ৩। সহানুভূতি—অন্যের সুখ দুঃখে সুখ দুঃখ অনুভব করা। ৪। হরি—সিংহ। ৫। রশ্মি—লাগাম। ৬। কুহেলিকা—কুয়াসা। ৭। অংশুমালী—সূর্য্য।

বিদূরিত হবে তাহা জেনেছি অন্তরে।
এইরূপে নানা মতে করিয়া মিনতি;
পবন কহিল যবে জীবনের প্রতি।
বারিদ (১) গম্ভীর নাদে সুবিজ্ঞ জীবন;
কহিতে লাগিল তবে পবনে তখন।
শুন প্রিয় সখে কহি তোমাকে এখন;
ভুলনা ভুলনা কভু রাখিও স্মরণ।
সৃষ্টির নিয়ন্তা ঈশ আদ্য শক্তি যিনি;
করুণা-কৃপণ কভু না হইয়া তিনি;—
প্রত্যেকের পারগতা বুঝিয়া মানসে;
সমধিক কৃপা করি তার তরে তোষে।
তব পারগতা যাহা হইছে লক্ষিত;
সেই মত মান তিনি দিলেন নিশ্চিত।
আপনাকে হেম জ্ঞান অন্যকে রজত;
আর কভু বুঝিও না মানসে এমত।
ধন্যবাদ দাও সেই কারুণিক জনে;
সম্মানিল যে তোমায় সৃজিয়া ভুবনে।
স্বজাতি গগনে তব তুমি ত তপন;
আলোকিছ বিকাশিয়া মর্য্যাদা কিরণ।
ন্যায় পথ-পান্থ সখে রহ নিরন্তর;
যাহে না ফুটিবে বিঘ্ন-কণ্টক নিকর।
স্বভক্তি ও সেবা রূপ দেউটী জালিয়া;
হর গ্লানি তম ব্যাঘ্র মানস থাকিয়া।
তা হ'লে বনেশ স্বীয় বিবেক নয়নে;
দেখিতে পাইবে তব নৈপুণ্য রতনে।

১। বারিদ—মেঘ।

তুমি তাহে কাননেশ কৃপা কৃষ্টসারে ;
পেয়ে পুনঃ স্বীয় পদ কুস্তুরী আধারে।
সুগন্ধিতে রবে অতি পরিমল তার ;
কর্ব্বর রাজের বন-সত্ত্বের বাঝার।
বেশী কি কহিব সখে তোমাকে এখন ;
বুঝিয়া করহ ক্রিয়া যাহা লয় মন।
এইরূপ নীতিগর্ভা বার্ত্তা উপহার (১) ;
জীবন প্রদানে যবে সমীপে সখার।
সেই উপদেশ ভেট পাইয়া তখন ;
উচ্ছ্বসিত চিত্তে তবে কহিছে পবন।
যা কহিলে মোর তরে ওহে বুধজন ;
সুধু তাহে না হইবে অভীষ্ট সাধন।
যেহেতু সুবুধ যাঁরা প্রতিভা-স্থবির ;
বর্ণিয়াছে এই মত শাস্ত্রেতে নীতির।
যে জন এ পঞ্চকর্ম্ম মীন ধরিবারে ;—
বিশেষ প্রয়াস জাল যদি না বিস্তারে।
তা হ'লে সে কাপুরুষ কপির সমাজে ;
বীর-দেব কুলে ত্যজি বেড়াইবে লাজে।
এ বার্ত্তা শুনিয়া তবে গোমায়ু জীবন ;
কহে সখে বল তাহা করিব শ্রবণ।
ইহা শুন ত্রস্ত হয়ে পবন চতুর ;
কহে শুন প্রিয়জন সে বার্ত্তা মধুর।
প্রথমে এ ক্রিয়া বুঝ মনোযোগ করি ;
পূর্ব্বে ছিল যে সন্মান উচ্চ পদ-করী।
কোনক্রমে সে যদ্যাপি হয় বিচলিত ;

১। উপহার—উপঢৌকন

চেষ্টাকর ছলালানে ধরিতে ত্বরিত।
দ্বিতীয়ে সে কর্ম্ম-বস্তু হয় যাহে ক্ষয়;
জানিয়া না কর তায় শ্রম-মূল্যে ক্রয়।
তৃতীয়ে এ কর্ম্ম বুঝ ওহে সূক্ষ্ম মতি;
লক্ষ্য রাখ স্ব সাক্ষাত অবস্থার প্রতি।
আর স্বীয় অর্থ সদা করিয়া সুব্যয়;
সাধিবে সে কর্ম্ম যাহে উপকার হয়।
চতুর্থে এ কর্ম্ম মনে রাখিও স্মরণ;
বিপদ আশঙ্কা যথা চরে অনুক্ষণ।
সেই স্থানে আপনাকে রক্ষিতে চেষ্টিবে;
কোনক্রমে সে কর্ম্ম না করিতে ভুলিবে।
পঞ্চমে এ পূত (১) কর্ম্ম শুন হে জীবন;
ভাবী লাভালাভে লক্ষ্য রাখ প্রতিক্ষণ।
কেন এই পঞ্চ কর্ম্ম করিনু বর্ণন;
সবিশেষ শুন সখে তাহারি কারণ।
ব্যয়িয়া বাহন লাগি কত শ্রম-ধন;
দেখাইনু তারে সুখ-মর্য্যাদা ভবন।
কাল চক্রে ভুলিয়া সে উপকার-দান;
প্রদানিতে চাহে মোরে ক্ষতি-প্রতিদান।
চড়িয়া উন্নত পদ চঙ্কুরে (২) বৃষভ;
বিনাশিতে চাহে মম সম্মান কলভ (৩)।
করুক সে কর্ম্ম যাহে বুঝে উপকার;
প্রতিহিংসা নাহি মম উপকার তার।
তবে চিত্তে উদিতেছে এই অভিলাষ;
পুনশ্চ স্বপদ পেতে পাইব প্রয়াস।

১। পূত—পবিত্র। ২। চঙ্কুর—রথ। ৩। কলভ—হস্তী শাবক।

ডুবে আছি চিন্তা নদে দিবস তামসী ;
পাইলে স্বপদ ঘুচে মনোদুঃখ মসি।
অন্য কোন বস্তু নাহি চাহে মোর মন ;
লোভী বলি পরিচয় নাদিব কখন।
পবনের বার্ত্তাচয় করিয়া শ্রবণ ;
প্রকাশ করিয়া তবে কহিছে জীবন।
গত পদ-রত্ন পুনঃ প্রাপ্তির কারণ ;
যে যুক্তি দেখালে ওহে সুহৃদ পবন।
অই যুক্তি বাগুরায় অনুমান করি ;
ধরিতে নারিব্বে তুমি অভীষ্ট কেশরী।
তবে সেই যুক্তি ঠিক প্রতিবিম্ব যার ;
পড়িল প্রভিভা প্রতিবিম্বাতে (১) আমার।
তা ভিন্ন কি আছে সূক্ষ্ম ব্যবস্থা এমন ;
যাহে পুনঃ পাবে গত পদ-হারাধন।
জীবনের এবারতা শুনিয়া পবন ;
কহে সখে শুন সেই ব্যবস্থা কেমন।
বহ্বায়াস সহকারে যে কোন প্রকার ;
সুকৌশল শিল্প যন্ত্র করি আবিষ্কার (২)।
স্বকীয় ঈপ্সিত কর্ম্ম করিতে সাধন ;
সচেষ্ট রহিব সদা করেছি মনন।
সময় উদ্যানে মীম প্রাক্তন প্রসূন ;
বিকচ হইলে আমি হইয়া নিপুণ,—
হয়ত বৃষের প্রাণ পাখী উড়াইব ;
পঞ্চ ভুতে অঙ্গ তার আশু মিলাইব।
কিম্বা কর্ব্বরের কৃপা কুটীর কাটিয়া ;

১। প্রতিবিম্বাত—দর্পণ। ২। আবিষ্কার—নব প্রকাশ।

তার কোপ-কশাঘাতে (১) দিব তাড়াইয়া।
অথবাধ (২) পদ কূপে রাখিব ফেলিয়া;
মহামাত্র (৩) পন-নগ শেখর থাকিয়া।
অথবা এ মম নিম্ন পদ-বিশ্বাবাস;
উদ্যমে তুলিব করি তুঙ্গ পদাকাশ।
তাহ'লে সুসিদ্ধ হবে চিত্তের স্থিরতা;
কহিলাম তব তরে এসব বীরতা।
আর স্বীয় খর্ব্ব পদ উন্নতি কারণ;
এ বিপদে যদি কিছু না করি এখন।
তাহে সুধীস্থানে দোষী হইব ব্রিস্মর;
ভর্ৎসনার পাত্র হয়ে রব নিরন্তর।
শুন সে বলাক (৪) চাহি নহি হীনজন;
শ্যেন স্থানে প্রতিহিংসা করে যে গ্রহণ।
এবার্ত্তা শুনিয়া তবে গোমায়ু জীবন;
কহে কভু না শুনিনু সে ক্রৌঞ্চ (৫) কথন।
প্রিয় সখে কহ দেখি বক বিবরণ;
মানস নিবেশি তাহা করিব শ্রবণ।
এতেক শুনিয়া তবে পবন তকিল;
বলাকের বিবরণ কহিতে লাগিল।
মহাম্মদ কাজেমালী কহে বিভু স্মরি;
জীবে দয়া কর নাথ এই ভিক্ষা করি।

১। কশাঘাত—(কশা+আঘাত) চাবুকের—আঘাত। ২। অথবাধ—(অথবা+অধ) কিম্বা নিম্ন। ৩। মহামাত্র—প্রধান মন্ত্রী। ৪। বলাক—বক। ক্রৌঞ্চ—বক।


সমাপ্ত